বিহঙ্গ - ৬ষ্ঠ সংখ্যা

২০২৩



















বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান
বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মনোগ্রাম



শাপলা ফুল ঃ বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীককে প্রতিনিধিত্ব করছে

বজ্র চিহ্ন ঃ প্রযুক্তিগত অগ্রগতির প্রতীক

বিমান ঃ উড্ডয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের প্রতীক

চারটি তারকা ঃ চারিত্রিক শ্রেষ্ঠতা, জ্ঞানের গভীরতা, সামরিক দক্ষতা ও দেশপ্রেমের উজ্জ্বলতার প্রতীক

বই ঃ জ্ঞানের প্রতীক

বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-এর মূলমন্ত্র

মনোগ্রাম এর বর্ণনাঃ বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

মনোগ্রামের উপরের অংশে 'শাপলা ফুল' আমাদের জাতীয় প্রতীককে প্রতিনিধিত্ব করছে। মনোগ্রামের বাম এবং ডান দিকে অবস্থিত মোট 'চারটি তারকা' চারিত্রিক শ্রেষ্ঠতা, জ্ঞানের গভীরতা, সামরিক দক্ষতা ও দেশপ্রেমের উজ্জ্বলতাকে প্রতীকায়িত করে। মধ্য অংশের 'বিমান' বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর উড্ডয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের প্রতীক এবং 'বজ্রচিহ্ন' প্রযুক্তিগত অগ্রগতির প্রতীক। মনোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত 'বই' জ্ঞানের প্রতীক। সর্বনিম্নে রয়েছে বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-এর মূলমন্ত্র 'জ্ঞান শৃঙ্খলা দেশপ্রেম'।



এয়ার চীফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন, বিবিপি, ওএসপি, জিইউপি, এনএসডব্লিউসি, পিএসসি

বিমান বাহিনী প্রধান

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতা	: **এয়ার কমডোর রাহিম মাহমুদ,** বিপিপি, এফএডব্লিউসি, পিএসসি
এটিআই বার্ষিক প্রকাশনা	: ৬ষ্ঠ
প্রকাশক	: বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (বি প্র প্র বি বা)
গ্রাফিক্স ডিজাইন	: ওয়ারেন্ট অফিসার সুজিৎ চন্দ্র পাল
সহায়তাকারী	: সার্জেন্ট মোঃ শরীফ আহমেদ (আলোকচিত্র) অফিস ক্লার্ক ইকবাল হোসাইন (কম্পিউটার কম্পোজ)

প্রকাশনায়
সাধারণ শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ বিভাগ
বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান
চট্টগ্রাম
ফোনঃ + ৮৮০১৭৬৯৫০৫৭৬০
দূরাঃ ০২৩৩৩৩০১৬৩১ সম্প্রঃ ৫৭৬০

ই-মেইলঃ atihq@baf.mil.bd, ওয়েবসাইটঃ https://ati.baf.mil.bd

কমান্ড্যান্টের বাণী



'বাংলার আকাশ রাখিব মুক্ত'- এই মূলমন্ত্র বুকে ধারণ করে আত্মপ্রত্যয়ী বিমানসেনারা তাদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ শেষ করে পেশাগত প্রশিক্ষণের জন্য যোগদান করে বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ও দেশের জন্য দক্ষ ও পেশাদার মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। প্রশিক্ষণকালীন কঠোর পরিশ্রম ও নিয়মানুবর্তিতার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চায় বিমানসেনাদের আত্মনিয়োগ সত্যিই প্রশংসার দাবিদার।

কঠোর শিক্ষা ও সামরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তারুণ্যদীপ্ত বিমানসেনারা তাদের মনের সুপ্ত প্রতিভা প্রকাশ করে বিভিন্ন লেখনীর মাধ্যমে। বার্ষিক সাময়িকী 'বিহঙ্গ' প্রশিক্ষণার্থীদের মননশীল চিন্তার জগৎকে প্রসারিত করার সুযোগ করে দিচ্ছে, যা তাদের পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনকে উন্নত করতে অবদান রাখবে। প্রাণবন্ত বিমানসেনাদের মন-মননে ও চিন্তা-চেতনায় সাহিত্য সংস্কৃতির যে স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ ঘটেছে স্মরণিকাটি তারই প্রতিচ্ছবি। প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণকালে এই সচিত্র উপস্থাপনা এক বর্ণিল স্মারক হয়ে থাকবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

যাদের সবুজ সুকুমার প্রচেষ্টা এই স্মারক সংখ্যায় স্থান পেয়েছে তাদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। বিহঙ্গের পথচলা হোক অবিরত ও সুন্দর। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হোন।

রাহিম মাহমুদ, বিপিপি, এফএডব্লিউসি, পিএসসি
এয়ার কমডোর
কমান্ড্যান্ট
বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান
বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

সম্পাদকীয়



সাহিত্য মানব জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। মানুষের জ্ঞান, মেধা ও অধ্যবসায় প্রয়োগের একটি অন্যতম মাধ্যম হলো সাহিত্য। বিমানসেনাদের সৃজনশীলতা বিকাশে সাহিত্যচর্চার বিকল্প নেই। তাদের মুক্তমনের চিন্তা-চেতনা ও অনুভূতিগুলো সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে বিকশিত হয়। কঠোর সামরিক প্রশিক্ষণরত বিমানসেনাদের সাহিত্যচর্চার একটি ফলপ্রসূ প্রয়াস এই ম্যাগাজিন 'বিহঙ্গ'।

'জ্ঞান শৃঙ্খলা দেশপ্রেম' বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মূলমন্ত্র এবং এর উপর ভিত্তি করে বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিমানসেনাদের পেশাগত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মানবিক মূল্যবোধ ও ইতিবাচক চিন্তা প্রকাশের মাধ্যম হলো সৃজনশীল লেখনী। সামরিক প্রশিক্ষণের প্রতিটি মুহূর্তই একটি সুনির্দিষ্ট কার্যকরণে ছকে বাঁধা। তবুও থেমে থাকেনা তারুণ্যদীপ্ত এই বিমানসেনাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা। তাদের মেধা মননশীলতা উদ্ভাসিত হয় সুনিপুণ লেখনীর মাধ্যমে। তারা সৃষ্টিশীল মনোভাবের মাধ্যমে তাদের অব্যক্ত ভাষাগুলো ফুঁটিয়ে তোলে।

'বিহঙ্গ-২০২৩' বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের একটি বার্ষিক প্রকাশনা। প্রশিক্ষণরত বিমানসেনাদের ঘটনাবহুল জীবনের মাঝে লুকিয়ে থাকা বাস্তব ও কল্পনার ছবি প্রতিফলিত হয়েছে এই প্রকাশনায় - যা একটি বর্ণিল স্মারক হয়ে থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি। প্রকাশনাটি পাঠক হৃদয়ে অনাবিল আনন্দ প্রদান করবে এবং তরুণ বিমানসেনাদের সাহিত্যচর্চায় অনুপ্রাণিত করবে বলে আমার বিশ্বাস। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের কল্যাণময় জীবন দান করুন।

লুৎফুন নাহার, পিএসসি
উইং কমান্ডার
বিভাগীয় প্রধান
সাধারণ শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ বিভাগ
বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

সম্পাদনা পরিষদ



এয়ার কমডোর রাহিম মাহমুদ, বিপিপি, এফএডব্লিউসি, পিএসসি
তত্ত্বাবধায়ক ও পৃষ্ঠপোষক



উইং কমান্ডার লুৎফুন নাহার, পিএসসি
সম্পাদক



মাওঅ সরকার আরবাব কবির
সহযোগী সম্পাদক



সিওঅ সৈয়দ আলী নেওয়াজ
সহকারী সম্পাদক



ওঅ সুজিৎ চন্দ্র পাল
সহকারী সম্পাদক

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়/সংগ্রহ	পৃষ্ঠা নং
০১	ছবি পরিচিতি	০৮
০২	বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	৪১
০৩	আলোকচিত্রে বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-০১	৪৮
০৪	কবিতা/ছড়া	৬২
০৫	আলোকচিত্রে বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-০২	৭৪
০৬	ছোট গল্প/প্রবন্ধ	১২৩
০৭	চিত্রাঙ্কন	১৪৬
০৮	কৌতুক	১৫২

বিমান বাহিনী প্রধানের বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন



'ওয়াল অফ ফেম' উন্মোচন করছেন বিমান বাহিনী প্রধান

এয়ার চীফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন, বিবিপি, ওএসপি, জিইউপি, এনএসডব্লিউসি, পিএসসি, জিডি(পি) বিমান বাহিনী প্রধান গত ২৮ জুলাই ২০২৪ তারিখে বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-এর ওয়াল অফ ফেমে তার ছবি উন্মোচন করেন যেখানে তিনি দেড় দশক পূর্বে অফিসার কমান্ডিং হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এসময় তিনি টিএক্স সপ পরিদর্শন এবং মাসিক দেয়ালিকা অবলোকন করেন। সর্বশেষ তিনি বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-এর পাঠ্যক্রম উন্নত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে সহকারী বিমান বাহিনী প্রধান (পরিচালন), বিমান বাহিনী ঘাঁটি জহুরুল হক-এর এয়ার অধিনায়ক, কমান্ড্যান্ট বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, বিমান সদরের পরিচালকবৃন্দ, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও বিভিন্ন পদবীর সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।



বিমান বাহিনী প্রধানের সাথে বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-এর কমান্ড্যান্ট ও কর্মকর্তাবৃন্দ

ছবি পরিচিতি

কর্মকর্তাবৃন্দ



এয়ার কমডোর রাহিম মাহমুদ, বিপিপি, এফএডব্লিউসি, পিএসসি



গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোঃ মোস্তফা কামাল, পিএসসি



গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোঃ আজমল হোসেন খান, পিএসসি



উইং কমান্ডার হোসাইন মুহাম্মদ রাজীব, পিএসসি

(সময়ঃ ০৬ আগস্ট ২০২৩-১৯ নভেম্বর ২০২৩)



লুৎফুন নাহার, পিএসসি



উইং কমান্ডার মীর আহসান তারিক
(সময়ঃ ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২১-১৩ আগস্ট ২০২৩)



উইং কমান্ডার মুহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী, পিএসসি
(সময়ঃ ০১ জানুয়ারি ২০২৩-০৯ অক্টোবর ২০২৩)



উইং কমান্ডার আ ব ম শফিকুর রহমান, পিএসসি



স্কোয়াড্রন লীডার মোঃ সাখাওয়াত হোসেন



স্কোয়াড্রন লীডার (বর্তমানে উইং কমান্ডার) তৌহিদুর রহমান



স্কোয়াড্রন লীডার মোঃ মহিউদ্দীন খান



স্কোয়াড্রন লীডার নিশাত তাসনিম চৌধুরী



স্কোয়াড্রন লীডার নাঈম খান



স্কোয়াড্রন লীডার মোঃ রাশেদুল আহসান



স্কোয়াড্রন লীডার মোঃ খাইরুল ইসলাম

(সময়ঃ ০৫ এপ্রিল ২০২৩-২৫ অক্টোবর ২০২৩)



ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট নূরে জামিলা অপসরা



ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মোঃ সাজ্জাদুর রহমান



ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মোঃ হাসানুল আমিন

সাধারণ শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ বিভাগ-এর প্রশিক্ষক ও অসামরিক সদস্যবৃন্দ



১ম সারি (বাঁ থেকে) ঃ ওঅ মাহফুজ, সিওঅ রুহুল, সিওঅ লিটন, মাওঅ আজম, মাওঅ কবির, সিওঅ নেওয়াজ, সিওঅ তুষার, সিওঅ আনিস, ওঅ কাইয়ুম, ল্যাব এ্যাসিঃ ফাতেমা

২য় সারি (বাঁ থেকে) ঃ অফিস ক্লার্ক ইকবাল, ওঅ জাকারিয়া, ওঅ আপেল, ওঅ জাহিদ, ওঅ সুজিৎ, ওঅ সাজু, ওঅ নাহিদ, ল্যাব এ্যাসিঃ সোহেল

*মাওঅ ঃ মাস্টার ওয়ারেন্ট অফিসার
*সিওঅ ঃ সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার
*ওঅ ঃ ওয়ারেন্ট অফিসার

বিমান প্রকৌশল প্রশিক্ষণ বিভাগ-এর প্রশিক্ষকবৃন্দ



১ম সারি (বাঁ থেকে) ঃ সিওঅ মামুন, সিওঅ হান্নান, সিওঅ আজহার, মাওঅ আলাউদ্দিন, মাওঅ জহির, মাওঅ কালাম, মাওঅ মফিজ, সিওঅ রেজা, সিওঅ সাঈদ, ওঅ মশিউর, ওঅ হারুন

২য় সারি (বাঁ থেকে) ঃ ওঅ ইউনুস, ওঅ আজাদ, ওঅ জাহিদ, ওঅ সবুর, সার্জেন্ট হান্নান, সার্জেন্ট সাইদুর, সার্জেন্ট রুবেল, সার্জেন্ট আকবর, সার্জেন্ট মাকসুদ, ওঅ আব্দুর রহমান

তথ্য প্রযুক্তি, যোগাযোগ এবং তড়িৎ প্রকৌশল প্রশিক্ষণ বিভাগ-এর প্রশিক্ষকবৃন্দ



১ম সারি (বাঁ থেকে) ঃ সিওঅ মনির, সিওঅ কবির, সিওঅ ফজলু, মাওঅ কালাম, মাওঅ মঞ্জুর, মাওঅ কুতুব, সিওঅ মোস্তাফিজ, ওঅ রিয়াজ, ওঅ মোবারক

২য় সারি (বাঁ থেকে) ঃ সার্জেন্ট মাসুদ, ওঅ সাঈদ, ওঅ ফারুক, ওঅ মালেক, ওঅ তৌহিদ, ওঅ মাহফুজ, সার্জেন্ট আজিজ, এলএসি সাখাওয়াত

সাধারণ প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ বিভাগ-এর প্রশিক্ষকবৃন্দ



বাঁ থেকে ঃ সার্জেন্ট জাকির, সার্জেন্ট মাহতাব, ওঅ আনিস, ওঅ আকবর, মাওঅ মোশাররফ, ওঅ হাসান, ওঅ তপু রায়হান, ওঅ আরিফ, সার্জেন্ট মিজান

অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং সাধারণ প্রকৌশল প্রশিক্ষণ বিভাগ-এর প্রশিক্ষকবৃন্দ



বাঁ থেকে ঃ সার্জেন্ট আশরাফ, সার্জেন্ট মিজান, ওঅ আসাদ, ওঅ মোতালেব, সিওঅ মোহাম্মদ আলী, মাওঅ মুজিব, মাওঅ আমিরুল, মাওঅ শফিউল, সিওঅ ইব্রাহীম, সিওঅ জসীম, সিওঅ আশফাক, ওঅ বাকি বিল্লাহ, ওঅ আলমগীর, সার্জেন্ট হান্নান

সহযোগিতাকরণ বিভাগ-এর সদস্যবৃন্দ



১ম সারি (বাঁ থেকে) ঃ সার্জেন্ট কাইয়ুম, সার্জেন্ট সোহাগ, সার্জেন্ট অসীম, সার্জেন্ট তানবীন, সিওঅ আলাউদ্দিন, মাওঅ রেজা, ওঅ ইশতিয়াক, ওঅ রফিক, সার্জেন্ট হোসেইন, সার্জেন্ট মনির, সার্জেন্ট আসাদ

২য় সারি (বাঁ থেকে) ঃ কর্পোর‍্যাল শাহরিয়ার, এলএসি মনির, এলএসি জুনায়েদ, কর্পোর‍্যাল সাব্বির, কর্পোর‍্যাল রায়হান, এলএসি শাকিল, এলএসি সাইফ, এলএসি সোহেল, অফিস ক্লার্ক সাদ্দাম

বিমান পরিচালনা প্রশিক্ষণ বিভাগ-এর প্রশিক্ষকবৃন্দ



বাঁ থেকে ঃ ওঅ এমাদুল, ওঅ বনি আমিন, ওঅ দেলোয়ার, ওঅ উজ্জ্বল, সিওঅ মনির, সিওঅ মোস্তফা, ওঅ জুবায়ের, ওঅ শরিফ, ওঅ মোস্তফা

পিএফএলডিআই প্রশিক্ষণ বহর-এর প্রশিক্ষকবৃন্দ



১ম সারি (বাঁ থেকে) ঃ এলএসি মিস্টি, সার্জেন্ট ওয়াসিম, সার্জেন্ট রাজিব, সার্জেন্ট রাসেল, সার্জেন্ট আশরাফ, ওঅ সাইফ, সিওঅ আনোয়ার, ওঅ আনিস, সার্জেন্ট অনির্বাণ, সার্জেন্ট নাহিদ, সার্জেন্ট মুন্নাফ, এলএসি তৌশি, এলএসি দোলা

২য় সারি (বাঁ থেকে) ঃ এলএসি সাইদুল, এলএসি রাজিব, এলএসি মোস্তাফিজ, কর্পোর‍্যাল আল-আমিন, সার্জেন্ট উলনাথ, কর্পোর‍্যাল মলয়, কর্পোর‍্যাল মাসুদ, এলএসি বিল্লাল, এলএসি সাগর, এলএসি তানজীল, এলএসি নাহিদ, এলএসি হিমেল, এলএসি জুয়েল

প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ-এর প্রশিক্ষকবৃন্দ ও অসামরিক সদস্য



বাঁ থেকে ঃ কম্পিউটার অপারেটর রাজু, ওঅ কামাল, মাওঅ ফেরদৌস, ওঅ হেলাল, ওঅ শিব্বির



৩১তম জেসিওস' কোর্সের সনদপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থী ও প্রশিক্ষকগণের মাঝে প্রধান অতিথি



৩২তম জেসিওস' কোর্সের সনদপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থী ও প্রশিক্ষকগণের মাঝে প্রধান অতিথি



১৬তম বেসিক ইন্সট্রাক্টরস্ কোর্সের সনদপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থী ও প্রশিক্ষকগণের মাঝে প্রধান অতিথি



৩৫৬তম ম্যানেজমেন্ট কোর্সের সনদপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থী ও প্রশিক্ষকগণের মাঝে প্রধান অতিথি



৩৫৭তম ম্যানেজমেন্ট কোর্সের সনদপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থী ও প্রশিক্ষকগণের মাঝে প্রধান অতিথি



৩৫৮তম ম্যানেজমেন্ট কোর্সের সনদপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থী ও প্রশিক্ষকগণের মাঝে প্রধান অতিথি



৩৬তম শিক্ষা প্রশিক্ষক ও ২১তম সাইফার এ্যাসিঃ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থী ও প্রশিক্ষকগণের মাঝে প্রধান অতিথি

ট্রেড ট্রেনিং বেসিক – ১৬
এয়ারফ্রেম ফিটার পেশার প্রশিক্ষণার্থী



১ম সারি (বাঁ থেকে) ঃ সিপাহী আশিক, সিপাহী নাজমুল, এসি-২ তারেক, এসি-২ ইকবাল, এমই-১ শাকিল, এসি-২ তামজীদ, এসি-২ আফজাল, এসি-২ জিদান, এসি-২ বাঁধন, এসি-২ তোফাজ্জল, এমই-১ রাশেদ, এসি-২ মাহামুদ, এসি-২ কুতুব, সিপাহী জাহিদ, সিপাহী ফয়সাল

২য় সারি (বাঁ থেকে) ঃ এসি-২ মেহেদী, এসি-২ আতাহার, এসি-২ জাকারিয়া, এসি-২ আবু রায়হান, এসি-২ ফুয়াদ, এসি-২ আশিক, এসি-২ আশরাফুল, এসি-২ রাহুল, এসি-২ আশরাফুল, এসি-২ হাসান, এসি-২ মাইনুর, এসি-২ মামুন, এসি-২ নাদিম, এসি-২ সুমন, এসি-২ রিফাত

ট্রেড ট্রেনিং বেসিক – ১৬
ইঞ্জিন ফিটার পেশার প্রশিক্ষণার্থী



১ম সারি (বাঁ থেকে) ঃ সিপাহী জাদিদ, এসি-২ শাহীন, এসি-২ রাকিব, এসি-২ সাকিব, এসি-২ রাশেদ, এসি-২ জিহাদ, এসি-২ আল-আমিন, এসি-২ কাওসার, এসি-২ মিরাজুল, এসি-২ মারুফ, সিপাহী সাব্বির

২য় সারি (বাঁ থেকে) ঃ এসি-২ পারভেজ, এসি-২ ইমাম, এসি-২ ইমন, এসি-২ সুমন, এসি-২ শাহজাদা, এসি-২ জিহাদ, এসি-২ রাসেল, এসি-২ খাদেমুল, এসি-২ নাহিদ, এসি-২ সিফাত, এসি-২ মাহফুজ

ট্রেড ট্রেনিং বেসিক - ১৬
ই এন্ড আই ফিটার পেশার প্রশিক্ষণার্থী



১ম সারি (বাঁ থেকে) ঃ এসি-২ কামরুজ্জামান, ইএন-১ মিকাইল, এসি-২ মারুফ, এসি-২ সোলাইমান, এসি-২ সাব্বির, এসি-২ ইমরান, এসি-২ সান্তনা, এসি-২ ঝিলিক, এসি-২ নুরতাজ, এসি-২ মুনতাসির, এসি-২ হাফিজ, এসি-২ ইসরাফিল, এসি-২ আজমাইন, ইএন-১ জামিল, সিপাহী সাজ্জাদ

২য় সারি (বাঁ থেকে) ঃ এসি-২ সুময়, এসি-২ সাইমং, এসি-২ মিরাজ, এসি-২ আশিক, এসি-২ সুমন, এসি-২ আল-আমিন, এসি-২ সজীব, এসি-২ তুষার, এসি-২ আরিফ, এসি-২ ইব্রাহিম, এসি-২ সানোয়ার, এসি-২ অপু, এসি-২ তারেক, এসি-২ সোহরাব, এসি-২ মিজান

ট্রেড ট্রেনিং বেসিক – ১৬
রেডিও ফিটার পেশার প্রশিক্ষণার্থী



১ম সারি (বাঁ থেকে) ঃ সিপাহী হাসান, আরইএন-১ ফরহাদ, এসি-২ মাসুদ, এসি-২ সৌরভ, এসি-২ মুরাদ, এসি-২ শামিমুর, এসি-২ আকাশ, এসি-২ সালমা, এসি-২ আফরিন, এসি-২ শাহীন, এসি-২ মেহেদী, এসি-২ হাসান, এসি-২ শামিম, এসি-২ রাকিব, এসি-২ আবির, সিপাহী মেহেদী, সিপাহী রকিবুল

২য় সারি (বাঁ থেকে) ঃ এসি-২ মুরাদ, এসি-২ রাহানুজ্জামান, এসি-২ তানভীর, এসি-২ মাহাদী, এসি-২ ইমন, এসি-২ সোহাগ, এসি-২ মাহফুজ, এসি-২ আল-আমিন, এসি-২ রাকিব, এসি-২ রাশেদ, এসি-২ রিমন, এসি-২ সোহেল, এসি-২ রনি, এসি-২ মোরছালিন, এসি-২ সিয়াম, এসি-২ আরিফুর, এসি-২ মাইনুল, এসি-২ আহাদ, এসি-২ নাইম, এসি-২ শয়ন

ট্রেড ট্রেনিং বেসিক - ১৬
আই টি এ্যাসিস্ট্যান্ট পেশার প্রশিক্ষণার্থী



১ম সারি (বাঁ থেকে) ঃ এসি-২ আল-আমিন, এসি-২ ফয়সাল, এসি-২ হাদিউল, এসি-২ মাঈনউদ্দীন, এসি-২ সোহান, এসি-২ মারুপ

২য় সারি (বাঁ থেকে) ঃ এসি-২ শাহরিয়ার, এসি-২ সাব্বির, এসি-২ মামুন, এসি-২ মাহবুব, এসি-২ মেহেদী, এসি-২ সোহাগ

ট্রেড ট্রেনিং বেসিক - ১৬
গ্রাউন্ড সিগন্যালিং পেশার প্রশিক্ষণার্থী



১ম সারি (বাঁ থেকে) ঃ এসি-২ সোহান, এসি-২ সাইফুল, এসি-২ রাজিব, এসি-২ হৃদয়, এসি-২ ইসমাইল, এসি-২ সোহাগ, এসি-২ আশিক

২য় সারি (বাঁ থেকে) ঃ এসি-২ তাপস, এসি-২ রেদুয়ান, এসি-২ তারিকুল, এসি-২ রাসেল, এসি-২ রায়হান, এসি-২ রাসেল, এসি-২ মিশকাত

ট্রেড ট্রেনিং বেসিক - ১৬
আর্মামেন্ট ফিটার পেশার প্রশিক্ষণার্থী



১ম সারি (বাঁ থেকে) ঃ এসি-২ হাসান, এসি-২ শাহারাজ, এসি-২ নুর নবী, এসি-২ মাহমুদুল, এসি-২ সাকিব, এসি-২ ফারদিন, এসি-২ আল-আমিন, এসি-২ কামরুল, এসি-২ সাব্বির, এসি-২ মিজান, এসি-২ জয়ন্ত, এসি-২ জিয়ারুল

২য় সারি (বাঁ থেকে) ঃ এসি-২ রিমন, এসি-২ রিয়াজ, এসি-২ সাব্বির, এসি-২ তানভীর, এসি-২ আল-আমিন, এসি-২ মোস্তাকিম, এসি-২ ফয়সাল, এসি-২ রিফাত, এসি-২ শুভ, এসি-২ সাদ

ট্রেড ট্রেনিং বেসিক – ১৬
জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং পেশার প্রশিক্ষণার্থী



১ম সারি (বাঁ থেকে) ঃ এসি-২ আনিছ, এসি-২ তাসনিম, এসি-২ শাকিল, এসি-২ ফিরোজ, এসি-২ আরমান, এসি-২ সাকিব, এসি-২ সজিব

২য় সারি (বাঁ থেকে) ঃ এসি-২ শাহাদাত, এসি-২ রমজান, এসি-২ রাকিব, এসি-২ ইকরাম, এসি-২ আশিক, এসি-২ সাইফুল্লাহ

ট্রেড ট্রেনিং বেসিক - ১৬
মেট এ্যাসিস্ট্যান্ট পেশার প্রশিক্ষণার্থী



বাঁ থেকে ঃ এসি-২ ফাহিম, এসি-২ সাফায়াত, এসি-২ সুলাইমান, এসি-২ মেহেদী, এসি-২ মামুন, এসি-২ সুদীপ্ত, এসি-২ ইদ্রিস

ট্রেড ট্রেনিং বেসিক – ১৬
এটিসি এ্যাসিস্ট্যান্ট পেশার প্রশিক্ষণার্থী



বাঁ থেকে ঃ এসি-২ ওয়াসিম, এসি-২ তারেক, এসি-২ ইউসুফ, এসি-২ জাহিদ, এসি-২ জামিরুল, এসি-২ পারভেজ

ট্রেড ট্রেনিং বেসিক - ১৬
লগ এ্যাসিস্ট্যান্ট পেশার প্রশিক্ষণার্থী



১ম সারি (বাঁ থেকে) ঃ এসি-২ অংকন, এসি-২ জিসান, এসি-২ ইমরান, এসি-২ মারুফ, এসি-২ মহিবুর, এসি-২ মাহাবুর, এসি-২ তুহিন, এসি-২ ছিহাদ, এসি-২ আবির, এসি-২ শাওন, এসি-২ মুনির, এসি-২ মনির

২য় সারি (বাঁ থেকে) ঃ এসি-২ মাহাদী, এসি-২ পারভেজ, এসি-২ শামীম, এসি-২ শাহেদ, এসি-২ ইকবাল, এসি-২ আরিফ, এসি-২ বজলুর, এসি-২ ফয়সাল, এসি-২ মুক্তার, এসি-২ তারেক, এসি-২ মাহফুজ, এসি-২ রবিন

ট্রেড ট্রেনিং বেসিক – ১৬
সেক এ্যাসিস্ট্যান্ট (জিডি) পেশার প্রশিক্ষণার্থী



১ম সারি (বাঁ থেকে) ঃ এসি-২ আসাদ, এসি-২ এনামুল, এসি-২ হুমায়ুন, এসি-২ ফরহাদ, এসি-২ হৃদয়, এসি-২ মাহফুজ, এসি-২ হোসাইন, এসি-২ জাওয়াদ, এসি-২ রাকিন, এসি-২ রাকিব, এসি-২ আতিয়ার, এসি-২ রাকিবুল

২য় সারি (বাঁ থেকে) ঃ এসি-২ তুষার, এসি-২ খসরু, এসি-২ মিনহাজুল, এসি-২ রায়হান, এসি-২ তায়েফুল, এসি-২ ইয়াছিন, এসি-২ সৌরভ, এসি-২ সোয়াইব, এসি-২ মাহফুজ, এসি-২ সাঈদ, এসি-২ রাকিব

ট্রেড ট্রেনিং বেসিক - ১৬
সেক এ্যাসিস্ট্যান্ট (একা) পেশার প্রশিক্ষণার্থী



১ম সারি (বাঁ থেকে) ঃ এসি-২ মেহেদী, এসি-২ সুমন, এসি-২ জুবায়ের, এসি-২ সাব্বির, এসি-২ ইসমাইল, এসি-২ সালমান

২য় সারি (বাঁ থেকে) ঃ এসি-২ ওসামা, এসি-২ আলমগীর, এসি-২ রায়হান, এসি-২ নাজিউর, এসি-২ আউয়াল

ট্রেড ট্রেনিং বেসিক – ১৬
এডমিন এ্যাসিস্ট্যান্ট পেশার প্রশিক্ষণার্থী



১ম সারি (বাঁ থেকে) ঃ এসি-২ আবিদ, এসি-২ হাবিব, এসি-২ হান্নান, এসি-২ হানিফ, এসি-২ মনির, এসি-২ জিহাদ, এসি-২ রাজন, এসি-২ সিয়াম, এসি-২ সাজ্জাদ

২য় সারি (বাঁ থেকে) ঃ এসি-২ রাসেল, এসি-২ শামীম, এসি-২ হাসান, এসি-২ নুর আলম, এসি-২ মোহাম্মদ, এসি-২ মেহেদি, এসি-২ তৌহিদ, এসি-২ মাসুদ

ট্রেড ট্রেনিং বেসিক – ১৬
প্রভোস্ট পেশার প্রশিক্ষণার্থী



১ম সারি (বাঁ থেকে) ঃ এসি-২ সুমনা, এসি-২ নাদিরা, এসি-২ লিজা, এসি-২ লামিয়া, এসি-২ মুনতাহা, এসি-২ রেশমা, এসি-২ কেয়া, এসি-২ শান্তা, এসি-২ সানজিদা

২য় সারি (বাঁ থেকে) ঃ এসি-২ আমিনুল, এসি-২ নাদিম, এসি-২ আশিক, এসি-২ সানি, এসি-২ রিত্তিক, এসি-২ মেরাজ, এসি-২ আসিফ, এসি-২ সাব্বির, এসি-২ মোরছালিন, এসি-২ শামীম

ট্রেড ট্রেনিং বেসিক - ১৬
পিএফএন্ডডিআই পেশার প্রশিক্ষণার্থী



বাঁ থেকে ঃ এসি-২ শাহারিয়ার, এসি-২ সৌরভ, এসি-২ সুমাইয়া, এসি-২ ইরফাতের, এসি-২ মামুন, এসি-২ শামীম

বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

পরিচিতি

'জ্ঞান শৃঙ্খলা দেশপ্রেম' এই মূলমন্ত্র বুকে ধারণ করে 'বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান' বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ও দেশের জন্য সাধারণ এবং প্রযুক্তিগত বিষয়ে দক্ষ ও পেশাদার মানবসম্পদ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। 'বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান' সফলতার সাথে প্রি-ট্রেড এ্যালোকেশন ট্রেনিং (PTAT), ট্রেড ট্রেনিং বেসিক (TTB) কোর্স, ট্রেড ট্রেনিং এ্যাডভান্স (TTA) কোর্স, সিনিয়র ট্রেড ও ম্যানেজমেন্ট (ST & Mgt) কোর্স, বেসিক ইন্সট্রাক্টরস কোর্স (BIC), জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার্স (JCOs') কোর্স, শিক্ষা প্রশিক্ষক ও সাইফার অ্যাসিস্ট্যান্ট (Edn Instr & Cy Asst) কোর্স এবং স্পেশাল প্রভোস্ট রিমাস্টারিং (Special Provost Re-mustering) কোর্স পরিচালনা করে থাকে। জাতীয় ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (CAAB) কর্তৃক অনুমোদিত এয়ার নেভিগেশন অর্ডার (এয়ার ওর্দিনেস) ANO (AW) পার্ট-১৪৭ (Part-147) মেইনটেন্যান্স ট্রেনিং এন্ড এক্সামিনেশন অর্গানাইজেশন পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণার্থী ছাড়াও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বন্ধুপ্রতীম দেশের প্রশিক্ষণার্থী এবং অসামরিক ব্যক্তিবর্গ এই প্রতিষ্ঠান থেকে সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে। উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণার্থীরা বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত সিলেবাস অনুযায়ী মডিউল কোর্স-এর পরীক্ষা দিয়ে একজন সুদক্ষ এয়ারক্রাফট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারিং লাইসেন্সধারী হিসেবে দেশ ও বিদেশে বেসামরিক বিমানের সাথে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করে থাকে। একাডেমিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীরা বিভিন্ন কালচারাল ক্লাব (মিউজিক, আর্ট, কারাতে, জাদু, ফটোগ্রাফি ও গার্ডেনিং)-এ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও প্রশিক্ষণার্থীরা ভলিবল, ফুটবল, বাস্কেটবল ইত্যাদি খেলা, বিভিন্ন প্রদর্শনী যেমন- পিটি ডিসপ্লে, অস্ত্র প্রদর্শনসহ বিতর্ক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দেয়ালিকা এবং বার্ষিক ম্যাগাজিন-এর লেখাতে অংশ নেয়। প্রতিষ্ঠানটি তার অগ্রণী ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ গত ১৪ মে ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী পতাকা অর্জন করেন।

সাফল্য

- মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৭৫৬৩৭ জন
- সেনা, নৌ ও বিজিবি থেকে আগত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১০২১ জন
- বন্ধুপ্রতীম দেশ থেকে আগত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ২৯৮ জন
- CAAB ANO (AW) পার্ট-১৪৭ মেইনটেন্যান্স ট্রেনিং এন্ড এক্সামিনেশন অর্গানাইজেশন থেকে উর্ত্তীণ প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ২১৬ জন

এক নজরে নির্মাণাধীন বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

বিমান বাহিনী প্রধানের নির্দেশনা অনুযায়ী নবনির্মিত এটিআই কমপ্লেক্স-এ ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজসমূহ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত এই প্রতিষ্ঠানে একসাথে ২৫০০ প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ডিজিটাল স্মার্ট বোর্ড ও উন্নত সাউন্ড সিস্টেমসহ ডিজিটাল ক্লাসরুম, কম্পিউটার ল্যাব, ল্যাংগুয়েজ ল্যাব, এ্যারোস্পেস ল্যাব ও এভিওনিক্স ল্যাবসহ বিভিন্ন ল্যাবরেটরি বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়াও প্রশিক্ষণার্থীদের শরীরচর্চা প্রশিক্ষণ ও বিনোদনের জন্য নবপরিকল্পিত এটিআই-তে প্যারেড গ্রাউন্ড, খেলার মাঠ, বিনোদন কক্ষ ও বিভিন্ন ধরনের ইনডোর গেমস-এর ব্যবস্থা রয়েছে।



আলোকচিত্রে বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-০১



ট্রেড ট্রেনিং এ্যাডভ্যান্স-১৪ এর প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করছেন প্রধান অতিথি



ট্রেড ট্রেনিং এ্যাডভ্যান্স-১৪ এর প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজে প্রধান অতিথিকে সশস্ত্র সালাম দিচ্ছেন প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ



ট্রেড ট্রেনিং এ্যাডভ্যান্স-১৪ এর একজন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশংসাপত্র প্রদান করছেন প্রধান অতিথি



ট্রেড ট্রেনিং এ্যাডভ্যান্স-১৪ এর প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করছেন প্রধান অতিথি



ট্রেড ট্রেনিং এ্যাডভান্স-১৪ প্রশিক্ষণার্থীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'আলোর পথে'-এ
দলীয় সংগীত-এর একটি আকর্ষণীয় মুহূর্ত



ট্রেড ট্রেনিং এ্যাডভান্স-১৪ প্রশিক্ষণার্থীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'আলোর পথে'-এ
দলীয় নৃত্যের একটি আকর্ষণীয় মুহূর্ত



ট্রেড ট্রেনিং এ্যাডভান্স-১৪ প্রশিক্ষণার্থীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'আলোর পথে'- এ নাটিকার একটি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য



ট্রেড ট্রেনিং এ্যাডভান্স-১৪ প্রশিক্ষণার্থীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'আলোর পথে'-এ প্রতিযোগীদের মাঝে প্রধান অতিথি



ট্রেড ট্রেনিং বেসিক-১৬ এর প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করছেন প্রধান অতিথি



ট্রেড ট্রেনিং বেসিক-১৬ এর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সার্বিকভাবে বিজয়ী বিভাগকে এটিআই পতাকা প্রদান করছেন প্রধান অতিথি



ট্রেড ট্রেনিং বেসিক-১৬ এর প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজে প্রশিক্ষণার্থীদের শপথ পাঠ করাচ্ছেন কমান্ড্যান্ট এটিআই



ট্রেড ট্রেনিং বেসিক-১৬ এর প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজে বক্তব্য প্রদান করছেন প্রধান অতিথি



ট্রেড ট্রেনিং বেসিক-১৬ এর প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজে জাতীয় ধ্বনি দিচ্ছেন প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ



মার্চ পাস্টের একটি আকর্ষণীয় দৃশ্য







ট্রেড ট্রেনিং বেসিক-১৬ এর প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজে প্রশিক্ষণার্থীদের অস্ত্র প্রদর্শনীর কিছু মনোমুগ্ধকর দৃশ্য



পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করছেন প্রধান অতিথি



ট্রেড ট্রেনিং বেসিক-১৬ এর প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে প্রধান অতিথি



ট্রেড ট্রেনিং বেসিক-১৬ প্রশিক্ষণার্থীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'তারুণ্যের উচ্ছ্বাস' উপভোগ করছেন প্রধান অতিথি



ট্রেড ট্রেনিং বেসিক-১৬ প্রশিক্ষণার্থীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'তারুণ্যের উচ্ছ্বাস'-এ দলীয় সংগীত-এর একটি আকর্ষণীয় মুহূর্ত



ট্রেড ট্রেনিং বেসিক-১৬ প্রশিক্ষণার্থীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'তারুণ্যের উচ্ছ্বাস'-এ নাটিকার একটি আকর্ষণীয় মুহূর্ত



ট্রেড ট্রেনিং বেসিক-১৬ প্রশিক্ষণার্থীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'তারুণ্যের উচ্ছ্বাস'-এ দলীয় নৃত্যের একটি আকর্ষণীয় মুহূর্ত



ট্রেড ট্রেনিং বেসিক-১৬ প্রশিক্ষণার্থীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'তারুণ্যের উচ্ছ্বাস'-এ ফ্যাশন শো-এর একটি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য



ট্রেড ট্রেনিং বেসিক-১৬ প্রশিক্ষণার্থীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'তারুণ্যের উচ্ছ্বাস'-এ প্রতিযোগীদের মাঝে প্রধান অতিথি









ট্রেড ট্রেনিং বেসিক-১৬ কোর্সের প্রশিক্ষণ সমাপনী উপলক্ষ্যে 'ওপেন এয়ার কনসার্ট'- এ জনপ্রিয় ব্যান্ড শিল্পী শাফিন আহমেদের 'ভয়েস অব মাইলস'-এর পরিবেশনা



ট্রেড ট্রেনিং বেসিক-১৬ কোর্সের প্রশিক্ষণ সমাপনী উপলক্ষ্যে 'ওপেন এয়ার কনসার্ট'- এ শিল্পীদের মাঝে প্রধান অতিথি



ট্রেড ট্রেনিং বেসিক-১৬ কোর্সের প্রশিক্ষণ সমাপনী উপলক্ষ্যে আতশ বাজি প্রদর্শনী



৩২তম জেসিওস' কোর্সের সনদপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে একজন প্রশিক্ষণার্থীকে সনদপত্র প্রদান করছেন প্রধান অতিথি



৩১তম জেসিওস' কোর্সের সনদপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন প্রধান অতিথি



৩৬তম শিক্ষা প্রশিক্ষক ও ২১তম সাইফার অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে একজন প্রশিক্ষণার্থীকে র‍্যাংকব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছেন এয়ার অধিনায়ক বি বা ঘাঁটি জহুরুল হক ও কমান্ড্যান্ট বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান



৩৬তম শিক্ষা প্রশিক্ষক ও ২১তম সাইফার অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন প্রধান অতিথি



১৬তম বেসিক ইন্সট্রাক্টরস্ কোর্সের সনদপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে নাইজেরিয়ান বিমান বাহিনীর একজন প্রশিক্ষণার্থী এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একজন প্রশিক্ষণার্থীকে সনদপত্র প্রদান করছেন প্রধান অতিথি



১৬তম বেসিক ইন্সট্রাক্টরস্ কোর্সের সনদপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন প্রধান অতিথি



৩৫৭তম ম্যানেজমেন্ট কোর্সের সনদপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে একজন প্রশিক্ষণার্থীকে সনদপত্র প্রদান করছেন প্রধান অতিথি



৩৫৮তম ম্যানেজমেন্ট কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানের চা-চক্রে কৃতি প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করছেন প্রধান অতিথি

কবিতা/ছড়া

একুশ তুমি

এসি-২ আফজাল
ট্রেড ঃ এয়ারফ্রেম ফিটার
বিডি/৪৭৬৮২০

একুশ তুমি আজও অমর
আমার বুকের মাঝে,
তোমায় আমি স্মরণ করি,
সকাল-বিকাল সাঁঝে।

মনের মধ্যে যখন তোমার
ভাবনা এসে যায়।
একুশেই সেই দুঃখগুলো
আমাকে কাঁদায়।

সালাম, বরকত, রফিক সেদিন
দিয়েছিলো প্রাণ
তবুও তারা দেয়নি যেতে
বাংলা মায়ের মান।

রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই
এই ছিল স্লোগান।
ভাষার জন্য দিয়েছে জীবন
বাংলার সন্তান।

অনেক প্রাণের বিনিময়ে
পেলাম বাংলা ভাষা।
একুশ তুমি থাকবে অমর
এইতো আমার আশা।

স্বাধীন মানে

এসি-২ আমিনুল
ট্রেড ঃ প্রভোস্ট
বিডি/ ৪৭৬১০৮

স্বাধীন মানে মুক্ত পাখি
স্বপ্নে ভাসা ডানা
স্বাধীন মানে বাংলা আমার
সবুজ উঠান খানা।

স্বাধীন মানে অশ্রু ঝরা
মায়ের দু'নয়ন।
স্বাধীন মানে ফিরে পাওয়া
মিষ্টি মধুর ক্ষণ।

স্বাধীন মানে মুক্ত দেশ
ডিঙ্গিয়ে সব বাঁধা।
স্বাধীন মানে প্রিয় ফুল
গোলাপ, জুঁই আর গাঁদা।

স্বাধীন মানে বাংলা আমার
ছবির মতো আঁকা।
স্বাধীন মানে লাল সুবজের
বাংলা পতাকা।

সাহসী বিমানসেনা

এসি-২ সাজিব
ট্রেড ঃ ইএন্ডআই ফিটার
বিডি/৪৭৬৭৯৯

আমি অগ্নি, আমি ধ্বংস
আমি নিভৃত নৃশংস।
আমি হতে এসেছি বিমানসেনা,
আমি ভয় করিনা বারুদ বোমা।

বাংলার আকাশ রাখিব মুক্ত
হৃদয়ে মোদের এই শপথ দীপ্ত
আমি অগ্নি, আমি দুর্বার
আমি দেশ রক্ষার্থে নির্বিচার।

দেশের জন্য হৃদয় আমার সর্বদা সদা শক্ত,
প্রবেশ করতে দেব না কোন শত্রু
যতক্ষণ আছে দেহে এক ফোটা রক্ত।

সেনা তালিকায় লিখেছি নিজের নাম
দেশ রক্ষার্থে রাখিব মান।

বাংলার দামাল ছেলে

এসি-২ মেহেদী
ট্রেড ঃ সেক এ্যাসিঃ (একা)
বিডি/৪৭৬৮৮৭৯

আমরা বাংলা মায়ের দামাল ছেলে
বাংলা আমার মা,
সোনার দেশকে বাঁচাবার তরে
এটিআই-এ রেখেছি পা।

আমরা বাংলাদেশের বিমানসেনা
গর্বিত সৈনিক।
আমাদের সাথে আছে
দুরন্ত বৈমানিক।

আমার সোনার বাংলা
বাংলা আমার মা।
এদেশ মোদের লাখো শহিদের রক্তে কেনা
মোরা এদেশের গর্বিত বিমানসেনা।

ঝড়-ঝঞ্ঝা বাধা বিপত্তিতে
সবাই হব শক্ত,
তাইতো মোরা শপথ নিয়েছি
বাংলার আকাশ রাখিব মুক্ত।

নবীন বিমানসেনা

এসি-২ ঝুকতার
ট্রেড ঃ লগ এ্যাসিঃ
বিডি/৪৭৬২৪৫

আমি নবীন বিমানসেনা
আমার আছে দৃঢ় মনোবল।
আছে ভয়কে জয় করার কঠিন প্রতিশ্রুতি
প্রতিকূল পরিবেশ আমায় আঁকড়ে রাখতে পারে না
আমার আছে অদম্য সাহস
আমার আছে দীর্ঘ নয় মাসের কঠোর প্রশিক্ষণ।

আমার আছে অস্ত্র বিদ্যা,
আমার হুংকারে থমকে যায় শত্রুর থাবা।
আমি ভালোবেসে এসেছি দেশমাতৃকা রক্ষায়
আমার এ অগ্রযাত্রা থামবার নয়।

আমি ছুটে চলি বজ্র বেগে
বজ্রপাত, তুফান কিংবা সাইক্লোন সম শক্তি নিয়ে।
যত দিন আমি বাঁচি
এই বাংলার সাথেই আছি।
আমি উদ্যম, আমি ধন্য
বিমানসেনা হওয়ার জন্য।

আমার মা

এসি-২ হাসানুজ্জামান
ট্রেড ঃ এয়ারফ্রেম ফিটার
বিডি/৪৭৬০৭০

মা তুমি আমার ছেলে মানুষির
একমাত্র মিষ্টি শাসন।
মা তোমার স্পর্শে দুঃখ ভুলি
তুমিই সুখের আবরণ।

মা তোমার চোখে অশ্রু এলে
ঝড় আসে এই বুকে,
তোমার হাতটা ছুঁয়ে মাগো
সামলে নিই আমি নিজেকে।

মা তুমি তো তুমিই
আমার একমাত্র প্রিয়জন
তোমার মতো আমায় বলো
বোঝে আর ক'জন।

এমন পৃথিবী চাই না আমি
যেখানে মাগো তুমি নেই
মা তোমার তুলনা তুমিই শুধু
চাই তোমায় আমার সর্বত্রই।

স্বাধীনতা দিবস

এপিডব্লিউও মোস্তাকিন
ট্রেড ঃ শিক্ষা প্রশিক্ষক
বিডি/৪৭৬২০০

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস
জাতির শোক ও মুক্তির দিবস।
জনগণের একতার দিবস,
জীবন মরণ যুদ্ধের দিবস।

স্বাধীনতা অর্জন খুব কঠিন,
স্বাধীনতা রক্ষা আরও কঠিন।
জাতি গঠনে দরকার একতা,
নীতি, বিশ্বাস, শৃঙ্খলা আর দৃঢ়তা।

সবক্ষেত্রে চাই জাতির একতা
একতার দ্বারা আসে সফলতা।
দারিদ্র্য ও বেকারত্ব করিতে হবে দমন
একতার মাধ্যমে হয় জাতি গঠন।

দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য
জীবন মোদের হয়েছে ধন্য।
আমরা সবাই বীর মুক্তিসেনা,
দেশের শত্রুকে মোরা করবো না ক্ষমা।

জীবন যুদ্ধ

এপিডব্লিউও নাহিদ
ট্রেড ঃ শিক্ষা প্রশিক্ষক
বিডি/৪৭৬২০২

জন্মেছি যখন পেয়েছি জীবন
সুন্দর এই ভুবনে
হেসে-খেলে, সুখে-দুঃখে
কাটায় সময় আপন মনে।

জীবন কি হায় এভাবে যায়?
দুঃখ-কষ্ট জীবনের অংশ
তাহা কি গোপন রয়?
চাকরি বাজারে সংগ্রামে হাজারে
চাকরি কেমনে পাই?
জীবন যুদ্ধে নেমেছি সবাই
চাকরিটা মোর চাই।

মায়ের ভালোবাসা

এসি-২ সোহান
ট্রেড ঃ জিএস
বিডি/৪৭৬০৬৮

মা তোমার আদরে
ছিলাম ঢাকা চাদরে
মা খুব ভালোবাসি তোমাকে
তোমার জন্য এসেছি এই চাকরিতে।

প্রথম যখন আসি আমি বাড়ি থেকে
বাস্তবতার এই শহরে।
তোমার চোখে পানি দেখে
শপথ নিলাম সেদিন থেকে।

প্রয়োজনে শেষ করে দিব নিজেকে
তবুও একটু কাঁদতে দিব না তোমাকে।
আমার বুকের পাঁজরে, থাকো তুমি লুকিয়ে
তোমার আদরে আমায় জড়িয়ে।

কষ্ট আমার বাড়ি

এসি-২ সুমনা
ট্রেড ঃ প্রভোস্ট
বিডি/৪৭৬৯৪৩

বুকের ভিতর জ্বলছে আগুন
মাত্রা ছাড়াই স্পষ্ট
হাত বাড়িয়ে বলতে হেসে
আমি তোমার কষ্ট।

কষ্টটাকে ভুলবো আমি
সাত সমুদ্র দিলাম পাড়ি
কষ্ট আমায় জড়ানো বলে
তোমার সাথে নেই আড়ি।

কত দাওয়াই তন্ত্র-মন্ত্র
তদবির নানা ছঁকে
তবুও সে ঝুলছে গলায়
নির্ভাবনায় ছল এঁকে।

যতই আমি পালিয়ে বেড়াই
মেঘের সীমা ছাড়িয়ে
বলতে এখন হচ্ছে আমার
কষ্টই আসল বাড়িরে!!

আমার নিঝুম দ্বীপ

এসি-২ মোঃ আব্দুল্লাহ
ট্রেড ঃ মেটি এ্যাসিঃ
বিডি/৪৭৬১৮০

নিঝুম দ্বীপের অপার লীলা
দেখতে চাইলে কেউ।
বোনাস হয়ে দেখা দেবে
নীল সাগরের ঢেউ।

হাতছানিতে ডাকছে তোমায়
স্বপ্নীল দ্বীপের হাওয়া,
এমন বিস্ময় খুঁজে তোমায়
যাবে নাকো পাওয়া।

আমি যদি চাঁদ হতাম
হাসতাম তিমির রাতে
গল্প গানে মেতে উঠতাম
হাজার তারার সাথে।

নীলিমায় বন্দি

এসি-২ কেয়া
ট্রেড ঃ প্রজোস্ট
বিডি/৪৭৬০৮৩

উড়ে যেতে চায় মন; ঐ সুদূর নীলিমায়
যেখানে নীল শাড়ি সাদা মেঘে মা অপেক্ষায়
বন্দী এই জীবন আমার, বন্ধ সকল পথ
তোমাকে ভালোবাসি 'মা' নেই কোন দ্বিমত।

সকল দুঃখ-কষ্ট বেদনার মাঝে
তোমার কথাগুলো মা কানে কানে বাজে।
আমি আমার লক্ষ্যে যাই আপন মনে
'মা' আমি আসবো কবে
তোমার বাহুডোরে।

সারাদিনের ক্লান্তি শেষে
যখন বসে ভাবি
চোখের সামনে ভেসে ওঠে
'মা' তোমারি ছবি।

'মা' আমার চোখের মনি
'মা' চোখের আলো।
'মা' কে ছাড়া বলো আমি
কেমনে থাকি ভালো?

যেই মেয়েকে তুমি কখনো
কষ্ট নাহি দিতে।
সেই মেয়ে পারে এখন
কষ্ট মেনে নিতে।

দোয়া কর যেন আমি
কষ্টকে করি না ভয়
সব কষ্টকে মেনে নিয়ে
জীবনে করতে পারি জয়।

যোদ্ধা

সিপাহী আশিকুর
ট্রেড ঃ এয়ারফ্রেম ফিটার
সার্ভিস নম্বর/১০৮২৯১

আমি সাহসী যোদ্ধাদের বীর,
আমি জাগ্রত জনতার নীড়।
আমি তুফান রোধে সৈনিক
বজ্রকণ্ঠে জাগি দৈনিক।
আমি প্রভাত পেরিয়ে আলো বিলিয়ে যাওয়া
এক নবীন সৈনিক।

তলোয়ার হাতে বীর বেশে যুদ্ধ করা এক ইউনিক।
আমি অকুতোভয়-ভয়, আমি স্বাধীন আমি পরাজয়।
শোন হে, আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা
এক স্বাধীন নিষ্পাপ প্রাণ,
জয়ের নেশায় জীবন ত্যাগ করা আদম সন্তান,
আমি আঠারো বছরের দামাল যোদ্ধা,
জয়মালা অর্জন যে আমার প্রতিজ্ঞা।

শৈশব

এসি-২ নাদিম
ট্রেড ঃ প্রজোস্ট
বিডি/৪৭৬১১৬

জাদুর কাঠি ঘুরিয়ে
মন চায় ফিরে যাই দূরন্ত শৈশবে।
যেখানে প্রচন্ড বাঁধভাঙ্গা উল্লাসের গল্প
উচ্ছ্বাসে আনন্দিত অমলিন চিত্ত।
বিহঙ্গের মত উড়ে যাওয়ার ইচ্ছা,
দিগন্তের পানে ছুটতে নেই কোনো বাঁধা।

যেখানে মেঘ বৃষ্টি আলোর দেশ,
সুখ-দুঃখ আর আবেগ মানিয়ে নিতাম বেশ।
আহা! কি দিন ফেলে এসেছি,
কি ছিলাম, আর কি হয়েছি।
স্মৃতির পাতায় মিছিল হলো
পুনর্জন্মে যেন শৈশবে ফিরি।

মেঘবতী কন্যা

এসি-২ ইরোরান
ট্রেড ঃ ইএন্ডআই ফিটার
বিডি/৪৭৬৮৮০

মেঘবতী কন্যা তুমি
কাজল কালো কেশ।
যখন তুমি মুচকি হাসো
দেখতে লাগে বেশ।

তোমার ঐ চোখ দুটিতে
আছে কত মায়া।
তোমার ঐ চোখের মাঝে
দেখি নিজের ছায়া।

তোমার ঐ চাহনিতে
হই যে দিশেহারা।
তোমায় আমি না দেখিলে
মন হয় পাগল পাড়া।

তুমি আছো বুকের মাঝে,
থাকবে আজীবন।
তোমায় আমি না যদি পাই
হবে যে মরণ।

আমার পরিচয়

এমই-১ নাসিমুল
ট্রেড ঃ ইন্ডাস্ট্রিল ফিটার
সার্ভিস নম্বর/২০১৭০৮৮২

হে পৃথিবী,
তুমি কি চিনেছো আমায়?
আমি তোমার বুকে জন্মানো বৃক্ষের
লাল টুকটুকে গোলাপ।
আমি জমে থাকা কুয়াশা
যাকে তুমি দেখেছো
ঐ শিশির ভেজা ভোরে।

হে পৃথিবী,
আমি গাছে বসে থাকা কোকিল
যাকে তুমি গাইতে শুনেছো
ঐ সুন্দর বসন্তে।

হে পৃথিবী,
ঐ ছোট্ট শিশুটিই আমি
যে দেখেছে তোমাকে অবাক চোখে
আমি দুপুর বেলায় দুরন্ত এক কিশোর
যে মাকে লুকিয়ে খেলেছে
অদূরে ঐ মাঠে।

ডিফেন্স

এপিডব্লিউও একরাম
ট্রেড ঃ শিক্ষা প্রশিক্ষক
বিডি/৪৭৬২৯৪

সাধারণ জনগণ আর রবি কতক্ষণ
যুদ্ধ করবি যুদ্ধে চল
জীবন দিয়ে বাঁচাবো দেশ, একতাই মোদের বল।

দক্ষতার সাথে করব জয় নিয়ে কনফিডেন্স
এমন শিক্ষাই দেয় মোদের প্রাণের ডিফেন্স।

ঝড়-বৃষ্টি, রোদ-বাদলে সবাই যখন বাসায়
তারা জীবন বাজি নিয়ে তখন অন্যের জীবন বাঁচায়।
দেশের জন্য লড়বো মোরা গড়বো যুদ্ধ রথ
বাংলার জল, স্থল, আকাশ রাখিব মুক্ত
এটাই মোদের শপথ দীপ্ত।

মশা

এসি-২ মিলিক
ট্রেড ঃ ইএমআই ফিটার
বিডি/৪৭৬০৪১

পড়ার সময় মশার কামড়
একি ভীষণ জ্বালা!
কানের কাছে ভোঁ ভোঁ করে
কানটা ঝালাপালা।

যতই বলি মাফ কর ভাই
পায়ে তোমার পড়ি,
পা ছড়িয়ে মশা বলে
I am very sorry!

আমার নাম মশা, রক্ত খাওয়া আমার পেশা।
জন্ম আমার ড্রেনে, বুদ্ধি থাকে ব্রেনে।

ঘুম আর দেরী নয়
মশারি টাঙ্গাও সবে
আমার থেকে বাঁচতে হলে
কয়েল জ্বালাও তবে।

দেশের সেনা

এসি-২ মাসুদ
ট্রেড ঃ রেডিও ফিটার
বিডি/৪৭৬৯৭৯

তুমি রণবীর আমার দেশের সেনা,
হাতে হাত রেখে করে যাচ্ছ কাজ।
কর না কখনো ভয়, রয়েছে মায়া
তুমি রণবীর আমার দেশের সেনা।

তুমি ডাঙায় বসে দিয়ে যাচ্ছ পাহারা,
শীতের রাতে, চৈত্রের খরতাপে
ঘুরে বেড়াও হেমন্তের সুবাস ডাঙায়
চেনা অচেনা বহুদূর অজানায়।

তুমি যুদ্ধ কর জল সমুদ্রে
জীবন রাখো বাজি।
তরী ভাসিয়ে চল শত্রুর নিশানায়
কর না মাথা নত শপথ করেছো আজি।

তোমার হাতে হাত রেখে চলে
ছোট বড় অনেক দেশপ্রেমী
তোমাদের নিয়ে গর্ব হয় আমার
নৌ, সেনা, বিমান বাহিনী।

আমার গর্ব

এসি-২ কামরুজ্জামান
ট্রেড ঃ ইএমআই ফিটার
বিডি/৪৭৬৮৬৯

বিমান বাহিনী তোমার ছায়ায় এসে
জীবন আমার ধন্য।
আমি গর্ব করি
শুধু তোমার জন্য।

বুকে আমার অনেক আশা
তোমায় পাশে পেয়ে,
সকল আশা করব পূরণ
ট্রেনিং শেষে গিয়ে।

পিতা-মাতা করেছে মানুষ
অনেক কষ্ট সয়ে,
তাদের পাশে থাকব আমি
নয়নের মনি হয়ে।

ভালো হইতে খরচা নাই

সিপাহী জাদিদ
ট্রেড ঃ ইঞ্জিন ফিটার
সার্ভিস নম্বর/১০৮২৭৩

রাখেন মিয়া রাখেন!
কোন জগতে থাকেন?
ওনার চিড়া, এনার দই
আপনি কেন মাখেন?

নিজেরটাতো রাখেন
বন্ধু-বান্ধব ডাকেন?
উচিত কথা কইলে পরে,
ধনুক যেমন বাঁকেন।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকেন!
উড়া গপ্পো হাঁকেন
ভালো হইতে খরচা নাই,
এইটা মনে রাখেন।

পাখি

এসি-২ মাসুদ রানা
ট্রেড ঃ এডমিন এ্যাসিঃ
বিডি/৪৭৬১৪৪

মুক্ত আকাশে মেললে ডানা
হারিয়ে যেতে নেই মানা।
উড়ে যাবো অনেক দূরে
সুযোগ পেলেই বাঁধবো সুর,
থাকবো না আর বন্দী আমি
সোনার খাঁচার ভেতরে।

সুযোগ পেলেই উড়াল দেব
অজানা এক শহরে।
পথের ধারে শিমুল গাছে
হাওয়ায় খাবো দোলা।
আমায় দেখে হাসবে মিটি
গাছের শিমুল ফুল।

উড়তে আমার নেই তো মানা
সাজবো পাগল বেশে
এমনি করে ঘুরবো আমি
নতুন নতুন দেশে।

ইচ্ছে হলে উড়াল দেবো
ঘাস ফড়িং এর সাথে
চাঁদের সাথে বলবো কথা
একলা নির্ঘুম রাতে।

শোকের সেই দিন

এসি-২ ইদ্রিস
ট্রেড ঃ মেট এ্যাসিঃ
বিডি/৪৭৬০৪৯

দুঃখ ভরা সংগ্রাম শেষে
পেলাম ফিরে জয়,
ত্রিশ লক্ষ শহীদ তখন
পায়নি কোনো ভয়।

পাক হানাদের বুলেটগুলো
লাগলো ভাইদের বুকে,
তাইতো সেদিন মা আমার
কেঁদেছিলেন শোকে।

আমার ভাই যুদ্ধে যাবে
মা দিলেন বাধা
সোনার দেশকে জয় করতে
নেইকো কোনো দ্বিধা।

নৌবাহিনী

ইএন-১ জামিল
ট্রেড ঃ ইএমআই ফিটার
সার্ভিস নম্বর/২০১৭০৩৪২

সমুদ্রে সমীপে পল্লী গ্রামে,
পুরাহিতা জগতে কবিতা লিখে নামে।
সেই কবিতাটি নৌবাহিনীর প্রতিষ্ঠানে,
জগতের কর্মীদের উত্তেজনা বহন করে।

সমুদ্র ও বায়ু মহাকাশের শক্তি নিয়ে,
নৌবাহিনী তৈরি করে মানব রাষ্ট্রের সীমে।
জলের মাঝে দূরে ঘূর্ণিঝড়ে বিপন্ন হয়ে
নৌবাহিনী সমুদ্রে উসর শূন্যতা ধরে।

সময়ের সাথে সঠিক পালিত যুদ্ধনীতি
প্রশাসনিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে
নৌবাহিনী শত্রুদের মুখে দেয় সম্পূর্ণ জবাব,
স্বাধীনতা রক্ষার কাজে যায় সকলে সহযোগিতা করে,
নৌবাহিনী অদম্য শক্তি সম্পূর্ণ
পৃথিবী রক্ষায় স্বার্থক করা যার কাজ।

বাবা

এমই-১ পিন্টু মিয়া
ট্রেড ঃ ইঞ্জিন ফিটার
সার্ভিস নম্বর/২০১৭১২০৫

জব জবে ঘামে ভেজা শরীর রক্ত জল হয় সারাদিন,
কোন জন্মে তার শোধ করা যাবে কোন ঋণ।
মায়ের ছোঁয়া দিয়েছে সে, অলিখিত কষ্ট সব যার,
আমাদের প্রিয় বাবা, বাড়ির মেরুদন্ড যার।

আঙুল ধরে হাঁটতে শেখা হোঁচট খাওয়াও আছে,
যখনই জীবনে মুখ থুবড়ে পড়েছি বাবা তুমি ছিলে কাছে।
সেবার স্পর্শে আগলিয়ে রেখেছো, কপালে দিয়ে আদর
মা বলতো তোমার আস্কারাতেই হয়েছে বাদর।

তোমার শেখানো মিতব্যয়ী পথে আজো আমি যে চলি,
চাকরি সূত্রে বহুদুর আজ পরিশ্রমের মানে বুঝি
কাজের চাপে ভেঙে পড়া কাঁধে তোমার হাতটা খুঁজি
যদি কখনো মনে জাগে কোন নায়কের প্রতি শ্রদ্ধা
মনে রেখো তবে বাবার অপর নাম অলিখিত যোদ্ধা।

জীবন একটি অলিখিত উপন্যাস

এসি-২ কেয়া
ট্রেড ঃ প্রভোস্ট
বিডি/৪৭৬০৮৩

জীবন একটি অলিখিত উপন্যাস
যার প্রতিটি পাতায় খুব নিখুঁতভাবে লেখা রয়েছে
আমাদের সাথে ঘটে যাওয়া
প্রতিটি ঘটনার নির্ভুল ও বাস্তব কাহিনী।

সেই উপন্যাসের কোনো পাতা সাজানো
জীবনের রঙিন কোনো স্বপ্নের পূর্ণতা নিয়ে।
জীবনের উত্থান-পতন সব কিছুই আছে
জীবন নামের এই অলিখিত উপন্যাসে।

কোনো কোনো পাতা উল্টে আমরা
মনের অজান্তেই আপন মনে হেসে উঠি
আবার কোনো কোনো পাতায় চোখ পড়লেই
মনের গহীনে থাকা কষ্টগুলো জেগে ওঠে
অনবরত রক্তক্ষরণ হতে থাকে পুরোনো ক্ষত থেকে।

এই উপন্যাসটা কখনো লেখা হবে না,
কখনো মেলানো যাবে না উপন্যাসের শেষ পাতাটা।
কখনো প্রকাশিত হবে না এই উপন্যাসটি
কিন্তু মনের কোনে প্রজ্জ্বলিত শিখার মতোই
জ্বলজ্বল করেছে উপন্যাসের প্রতিটি পাতা।

যখন আমরা একা নিভৃতে নিরালয়ে চুপটি করে বসি
তখনি উপন্যাসটি মেলে পড়তে শুরু করি
খুব আগ্রহ নিয়ে পড়ি এই অলিখিত উপন্যাসটি।

প্রভোস্ট

এসি-২ রিফিক
ট্রেড ঃ প্রভোস্ট
বিডি/৪৭৬২৪০

আমি সাহসী প্রভোস্ট যোদ্ধাদের বীর,
আমি জাগ্রত জনতার নীড়।
আমি তুফান রোধে সৈনিক
বজ্রকণ্ঠে জাগি দৈনিক।

আমি প্রভাত পেরিয়ে আলো বিলিয়ে
যাওয়া এক নবীন সৈনিক।
তলোয়ার হাতে বীর বেশে যুদ্ধ করা এক ইউনিক
আমি অকুতোভয় আমি স্বাধীন আমি অপরাজয়।

শোন হে, আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা
স্বাধীন এক নিষ্পাপ প্রাণ।
জয়ের নেশায় জীবন ত্যাগ করা আদম সন্তান।
আমি আঠারো বছরের দামাল যোদ্ধা
জয়মালা অর্জন যে আমার প্রতিজ্ঞা।

বিমানসেনা

এসি-২ রাশেদ
ট্রেড ঃ ইঞ্জিন ফিটার
বিডি/৪৭৬০২৩

হে বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান,
তুমি শিখিয়েছো অমর কারে কয়
তুমিই শিখিয়েছো সত্যের হবে জয়
তুমিইতো শিখিয়েছো মানুষের পরিচয়।

তোমার তরে শিখেছি মোরা বাঁচতে,
শিখেছি তোমার তরে অন্যায়ে রুখে দাঁড়াতে
শিখিয়েছো তুমি সাহসিকতার মনোবল
শিখিয়েছো তুমি পরিশ্রম হতে সফল।

দিক দেখিয়াছো তুমি
চলতে শিখিয়েছো তুমি
তোমার কল্যাণে দেখেছি মোদের আগামীর পথ
সত্য নিষ্ঠার সাথে বাঁচতে, হতে শিখিয়েছো সৎ।

সীমান্তের সৈনিক

সিপাহী রকিবুল
ট্রেড ঃ রেডিও ফিটার
সার্ভিস নম্বর/১১১৩০১

সীমান্ত ঘেরা সোনার দেশ,
প্রহরায় তার নাইকো শেষ।
আঘাত আসুক যত,
শত্রু দেখে পিছপা হবো নাকো

যায় যাবে যাক জান,
দেশের জন্য উৎসর্গ করেছি প্রাণ।
আমি সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী বলীয়ান
সীমান্তে আমার বসবাস।
আমি যোদ্ধা, আমি অজয়
আমার নেইকো গ্রেনেড রাইফেলের ভয়।
আমি সৈনিক, আমি নিশাচর প্রহরী,
আমি বাংলার অকুতোভয় সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী।

স্পেশাল থারটিন

এপিডব্লিউও একরাম
ট্রেড ঃ শিক্ষা প্রশিক্ষক
বিডি/৪৭৬১৯৪

ভিন্ন ভিন্ন জগৎ হতে যেন এসেছি মোরা
আনন্দ পাই না যেন কেউ কাউকে ছাড়া,
প্রথম যে দিন এসেছিলাম বি বা জহুরুল হক ঘাঁটিতে
জেন্টেলম্যান ড্রেসে
সেদিন বুঝেছিলাম না জানি থাকতে হবে
কত শত বেশে।

কখনো পিটি কখনো প্যারেডে
কখনো বা হেলথ রানে
কষ্টের কথা বলেছি মোরা
একজন অন্যের কানে।
শত কষ্ট, ক্লান্তি নিয়ে ফিরেছি রুমে যখন
বুঝেছি তখন এটিআই জুড়ে
মোরাই মোদের আপন।

যেখানে থাকিস ভালো থাকিস
দোয়া রেখে যাই
মনের সুখে আড্ডা দিব
যদি তোদের আবার পাই।

আলোকচিত্রে বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-০২



বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-এর দায়িত্বভার গ্রহণ করছেন নবনিযুক্ত কমান্ড্যান্ট





দায়িত্ব গ্রহণের পর বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-এর সকল কর্মকর্তা ও পি স্টাফদের **'Command Philosophy'** সম্পর্কে ব্রিফিং প্রদান করছেন নবনিযুক্ত কমান্ড্যান্ট



কমান্ড্যান্ট কর্তৃক আয়োজিত বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-এর সকল স্তরের সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের জন্য আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজের প্রারম্ভে শুভেচ্ছা বক্তব্য দিচ্ছেন কমান্ড্যান্ট



কমান্ড্যান্ট কর্তৃক আয়োজিত বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-এর সকল স্তরের সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের জন্য আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজের একটি স্থিরচিত্র



কমান্ড্যান্ট কর্তৃক আয়োজিত বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-এর সকল স্তরের সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের জন্য আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজে শিশুদের খেলাধুলার একটি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য







প্রি-ট্রেড এ্যালোকেশন ট্রেনিং-১৭ এর কিছু খন্ডচিত্র



পরিচালক বিমান প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর-কে বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এর সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে ব্রিফ করছেন বিভাগীয় প্রধান, প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ



বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-এর প্রজেক্ট মিটিং-এ কমান্ড্যান্ট



পবিত্র ঈদ-এ কর্তব্যরত ও হাসপাতালে ভর্তিরত অসুস্থ বিমানসেনাদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন কমান্ড্যান্ট



ঈদ পরবর্তী পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-এর সকল সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গ







বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-এর ইনস্টিটিউট কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত



বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত দেয়ালিকা 'মে-২০২৩'



বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত দেয়ালিকা 'জুন-২০২৩'



বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত দেয়ালিকা 'আগস্ট-২০২৩' অবলোকন করছেন পরিচালক বিমান প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর



বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত দেয়ালিকা 'সেপ্টেম্বর-২০২৩' অবলোকন করছেন প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ



বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত দেয়ালিকা 'অক্টোবর-২০২৩'



বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত দেয়ালিকা 'নভেম্বর-২০২৩'



বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত দেয়ালিকা 'ডিসেম্বর-২০২৩' অবলোকন করছেন প্রভোস্ট মার্শাল



বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কর্তব্যরত কর্মকর্তাদের পরিবারবর্গের বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন



বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-এর প্রশিক্ষকদের কিলো-ফ্লাইট এর উপর ক্লাস পরিচালনা করছেন জেসিওআইসি, সাধারণ শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ বিভাগ







বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-এর সকল স্তরের সদস্য ও তাদের পরিবারর্গের 'পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত' ভ্রমণের কিছু স্থিরচিত্র







বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-এর কর্তব্যরত কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারবর্গের বিএনএস শহিদ মোয়াজ্জেম, কাপ্তাই ভ্রমণের কিছু স্থিরচিত্র







বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-এর কর্তব্যরত কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারবর্গের রাঙামাটি ভ্রমণের কিছু স্থিরচিত্র







বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-এর ট্রেড ট্রেনিং বেসিক-১৬ প্রশিক্ষণার্থী, প্রশিক্ষক ও কর্মকর্তাদের 'পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত' ভ্রমণের কিছু স্থিরচিত্র







বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রশিক্ষকদের পরিবেশনায় আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'সোনালী সন্ধ্যা'- এর কিছু খন্ডচিত্র







বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কর্তব্যরত প্রশিক্ষকদের পরিবেশনায় আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'সোনালী সন্ধ্যা' -এর কিছু খন্ডচিত্র



বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে প্রধান পরিদর্শকের সাথে কমান্ড্যান্ট ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ



শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন করছেন প্রধান পরিদর্শক







আনন্দ ভ্রমণে মাটি-টা, ভাটিয়ারী-তে বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কর্মকতগণ ও তাদের পরিবারবর্গ



বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-এর প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে 'Moral, Values and Ethics' এর উপর ব্রিফিং প্রদান করছেন কমান্ড্যান্ট



ট্রেড ট্রেনিং বেসিক-১৬ প্রশিক্ষণার্থীদের আগমনী দিনের কিছু দৃশ্য



বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-এর ১৬তম বিআইসি কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের 'পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত' ভ্রমণ



বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-এর ৩২তম জেসিওস' কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের 'পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত' ভ্রমণ







বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-এর ট্রেড ট্রেনিং এ্যাডভান্স-১৫ প্রশিক্ষণার্থী, প্রশিক্ষক ও কর্মকর্তাদের 'পতেঙ্গা সমুদ সৈকত' ভ্রমণের কিছু স্থিরচিত্র







ট্রেড ট্রেনিং বেসিক-১৬ প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে সৌজন্য উপহার প্রদান করছেন কমান্ড্যান্ট



বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে পরিচালক শিক্ষা পরিদপ্তর ও পরিচালক অর্থ পরিদপ্তরের মাঝে কমান্ড্যান্ট



জেলা প্রশাসক চট্টগ্রামকে শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করছেন কমান্ড্যান্ট



জেসিওস' কোর্সের ক্লাস নিচ্ছেন কমান্ড্যান্ট



বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-এর দৈনন্দিন মডেল ক্লাস, বুক রিভিউ পর্ব এবং এএফও রিডিং সেশন-এর কিছু খন্ডচিত্র



বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-এর মডিউল ক্লাসের একটি মুহূর্ত



ম্যানেজমেন্ট-৩৫৭ কোর্সের মনস্তাত্ত্বিক ক্লাসের একটি অংশ



ট্রেড ট্রেনিং বেসিক-১৬ প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনন্দিন ক্লাসের একটি মুহূর্ত



ট্রেড ট্রেনিং বেসিক-১৬ প্রশিক্ষণার্থীদের সাপ্তহিক কমান্ড্যান্ট প্যারেডে অভিবাদন গ্রহণ করছেন কমান্ড্যান্ট



ট্রেড ট্রেনিং বেসিক-১৬ প্রশিক্ষণার্থীদের সাপ্তহিক কমান্ড্যান্ট প্যারেডের একটি দৃশ্য



আন্তঃ উইং কাবাডি প্রতিযোগিতায় বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের একটি আক্রমণের দৃশ্য



আন্তঃ উইং কাবাডি প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারী বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-এর খেলোয়াড়বৃন্দের সাথে কমান্ড্যান্ট ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ



বিমান বাহিনী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজের একটি স্থিরচিত্র



বিমান বাহিনী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজের কিছু খন্ডচিত্র



'সশস্ত্র বাহিনী দিবস' উপলক্ষ্যে আয়োজিত নৈশভোজের প্রারম্ভে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করছেন কমান্ড্যান্ট



'সশস্ত্র বাহিনী দিবস' উপলক্ষ্যে আয়োজিত নৈশভোজে বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-এর কর্মকর্তাগণ ও তাদের পরিবারবর্গ



'সশস্ত্র বাহিনী দিবস' উপলক্ষ্যে আয়োজিত নৈশভোজের কিছু খন্ডচিত্র



ট্রেড ট্রেনিং বেসিক-১৬ প্রশিক্ষণার্থীদের আন্তঃ বিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০২৩ এর একটি দৃশ্য



ট্রেড ট্রেনিং বেসিক-১৬ প্রশিক্ষণার্থীদের আন্তঃ বিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০২৩ এর চূড়ান্ত পর্বে একজন প্রতিযোগীকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন প্রধান অতিথি



ট্রেড ট্রেনিং বেসিক-১৬ প্রশিক্ষণার্থীদের আন্তঃ বিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০২৩ এর চূড়ান্ত পর্বে কর্মকর্তা ও প্রতিযোগীদের মাঝে প্রধান অতিথি







পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রম (এক্সট্রা কারিকুলার এ্যাকটিভিটিস) (মিউজিক, আর্ট, কারাতে, জাদু, ফটোগ্রাফি ও গার্ডেনিং) -এ প্রশিক্ষণার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের কিছু স্থিরচিত্র







পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রম (এক্সট্রা কারিকুলার এ্যাকটিভিটিস) (মিউজিক, আর্ট, কারাতে, জাদু, ফটোগ্রাফি ও গার্ডেনিং) -এ প্রশিক্ষণার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের কিছু স্থিরচিত্র



বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত বিজয় মেলা ও বার্ষিক বনভোজনে অনুষ্ঠিত 'র‍্যাফেল ড্র'-তে বিজয়ী একজন বিমানসেনাকে (সস্ত্রীক) পুরস্কার প্রদান করছেন বাফওয়া আঞ্চলিক সভানেত্রী বি বা ঘাঁটি জহুরুল হক



বিজয় মেলা ও বার্ষিক বনভোজনে এয়ার অধিনায়ক বি বা ঘাঁটি জহুরুল হক-এর সাথে বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-এর কমান্ড্যান্টসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ ও তাদের পরিবারবর্গ



বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত বিজয় মেলা ও বার্ষিক বনভোজনে অনুষ্ঠিত 'র‍্যাফেল ড্র' -তে বিজয়ী একজন অসামরিক কর্মচারীকে পুরস্কার প্রদান করছেন এয়ার অধিনায়ক বি বা ঘাঁটি জহুরুল হক



বিজয় মেলা ও বার্ষিক বনভোজনে এয়ার অধিনায়ক বি বা ঘাঁটি জহুরুল হক-এর সাথে বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-এর কমান্ড্যান্টসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ ও তাদের পরিবারবর্গ







বিজয় মেলা ও বার্ষিক বনভোজন-এর কিছু খন্ডচিত্র







বিজয় মেলা ও বার্ষিক বনভোজন-এর কিছু খন্ডচিত্র











বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-এ কর্মরত বিমানসেনা ও অসামরিক কর্মচারীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বাসস্থান পরিদর্শন ও শুভেচ্ছা উপহার প্রদান







বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-এ কর্মরত সকল স্তরের সদস্যদের সন্তানদের মধ্যে যারা বার্ষিক পরীক্ষায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করেছেন তাদের অভিভাবকসহ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সস্ত্রীক কমান্ড্যান্ট





পিটিএটি-১৭ এ স্বাগত বক্তব্য দিচ্ছেন প্রধান প্রশিক্ষক







হার্ডল গ্রাউন্ড-এ প্রশিক্ষণের কিছু দৃশ্য



ট্রেড ট্রেনিং এ্যাডভান্স-১৫ প্রশিক্ষণার্থীদের আন্তঃ বিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০২৩ এর একটি দৃশ্য



ট্রেড ট্রেনিং এ্যাডভান্স-১৫ প্রশিক্ষণার্থীদের আন্তঃ বিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০২৩ এর চূড়ান্ত পর্বে বক্তব্য প্রদান করছেন প্রধান অতিথি



ট্রেড ট্রেনিং এ্যাডভান্স-১৫ প্রশিক্ষণার্থীদের আন্তঃ বিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০২৩ এর চূড়ান্ত পর্বে কর্মকর্তা ও প্রতিযোগীদের মাঝে প্রধান অতিথি







ব্যবহারিক ক্লাসে অধ্যয়নরত প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ







ব্যবহারিক ক্লাসে অধ্যয়নরত প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ







ব্যবহারিক ক্লাসে অধ্যয়নরত প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ







ব্যবহারিক ক্লাসে অধ্যয়নরত প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

ছোট গল্প/প্রবন্ধ



ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND FUTURE CHALLENGE

WO Mahfuz
Trade: Radio Fitt
BD/465923

Introduction

1. In present decade, the technology which is growing in rapid paces is Artificial Intelligence (AI). Artificial Intelligence (AI) has already become an integral part of our daily lives, revolutionizing various industries and enhancing our user experiences. Artificial Intelligence is emerging as the next big issue in technology. Organizations are adopting AI and budgeting for certified professionals in the field, thus the growing demand for trained and certified professionals. As this emerging field continues to grow, it will have an impact on everyday life and lead to considerable implications for many industries.



What is Artificial Intelligence (AI)?

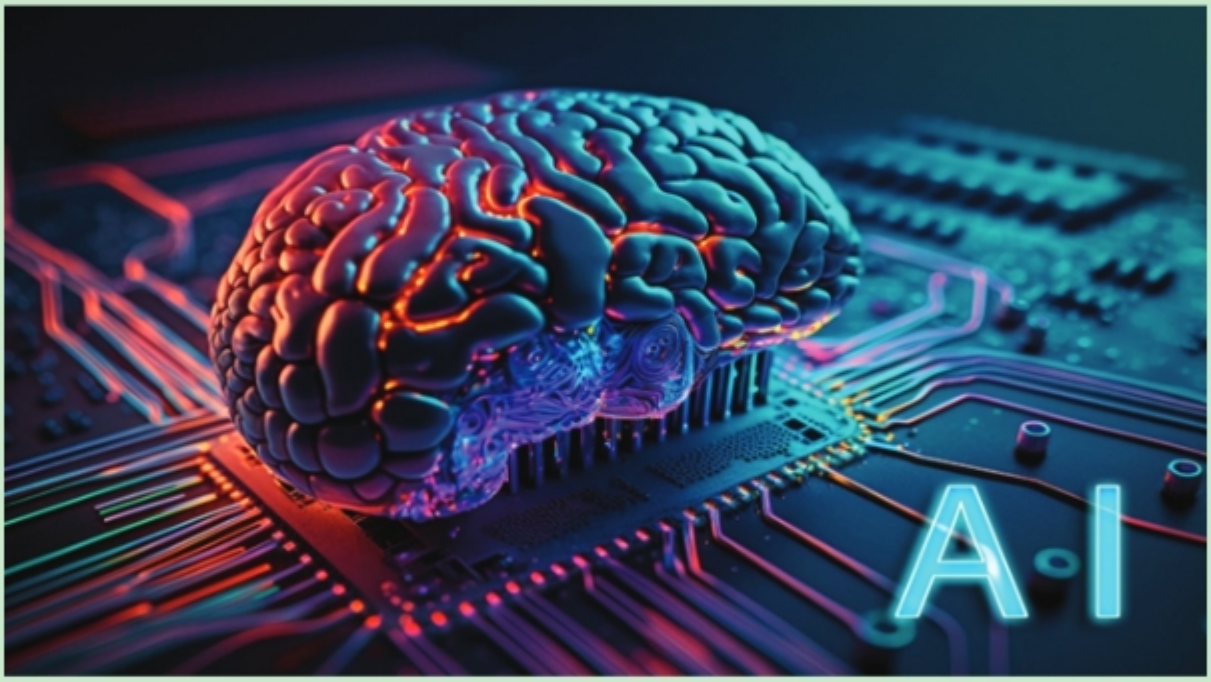
2. Artificial Intelligence is a method of making a computer, a computer-controlled robot, or a software that thinks intelligently like the human mind. The ideal characteristic of artificial intelligence is its ability to rationalize and take actions that have the best chance of achieving a specific goal. Artificial intelligence is based on the principle that human intelligence can be defined in a way that a machine can easily mimic it and execute tasks from the most simple to those that are even more complex. The goals of artificial intelligence include mimicking human cognitive activity. Artificial intelligence (AI) is a set of technologies that enable computers to perform a variety of advanced functions, including the ability to see, understand and translate spoken and written language, analyze data, make recommendations, and more. AI is accomplished by studying the patterns of the human brain and by analyzing the cognitive process. The outcome of these studies develops intelligent software and systems. Artificial Intelligence emphasizes three cognitive skills of learning, reasoning, and self-correction, skills that the human brain possess to one degree or another. AI programming focuses on cognitive skills that include the following:

a. **Learning**. This aspect of AI programming focuses on acquiring data and creating rules for how to turn it into actionable information. The rules, which are called algorithms, provide computing devices with step-by-step instructions of how to complete a specific task.

b. **Reasoning**. This aspect of AI programming focuses on choosing the right algorithm to reach a desired outcome.

c. **Self-Correction**. This aspect of AI programming is designed to continue fine-tune algorithms and ensure the most accurate results possible.

d. **Creativity**. This aspect of AI uses neural networks, rules-based systems, statistical methods and other AI techniques to generate new images, new text, new music and new ideas.



In simple words, Artificial Intelligence (AI) refers to the ability of machines or computer systems to perform tasks that typically require human intelligence.

In fact "It is the science and engineering of making intelligent machines, especially intelligent computer programs. It is related to the similar task of using computers to understand human intelligence, but AI does not have to confine itself to methods that are biologically observable."

Types of Artificial Intelligence

3. AI can be categorized into four types, beginning with the task-specific intelligent systems in wide use today and progressing to sentient systems, which do not yet exist. The categories are as follows:

a. **Reactive AI.** This type of AI uses algorithms to optimize outputs based on a set of inputs. This AI system has no memory and is task-specific. An example is Deep Blue, the IBM chess program that beat Garry Kasparov in the 1990s. Deep Blue can identify pieces on a chessboard and make predictions, but because it has no memory, it cannot use past experiences to inform future ones.

b. **Limited Memory AI.** It can adapt to past experience or update itself based on new observations or data. This AI system has memory, so they can use past experiences to inform future decisions. Some of the decision-making functions in self-driving cars are designed this way.

c. **Theory of Mind AI.** These are fully-adaptive and have an extensive ability to learn and retain past experiences. Theory of mind is a psychology term. When applied to AI, it means the system would have the social intelligence to understand emotions. This type of AI will be able to infer human intentions and predict behavior, a necessary skill for AI systems to become integral members of human teams.

d. **Self-awareness AI.** In this category, AI systems have a sense of self, which gives them consciousness. Machines with self-awareness understand their own current state. This type of AI does not yet exist.



Ethical Use of Artificial Intelligence.

4. AI is incorporated into a variety of different types of technology. Here are some examples.

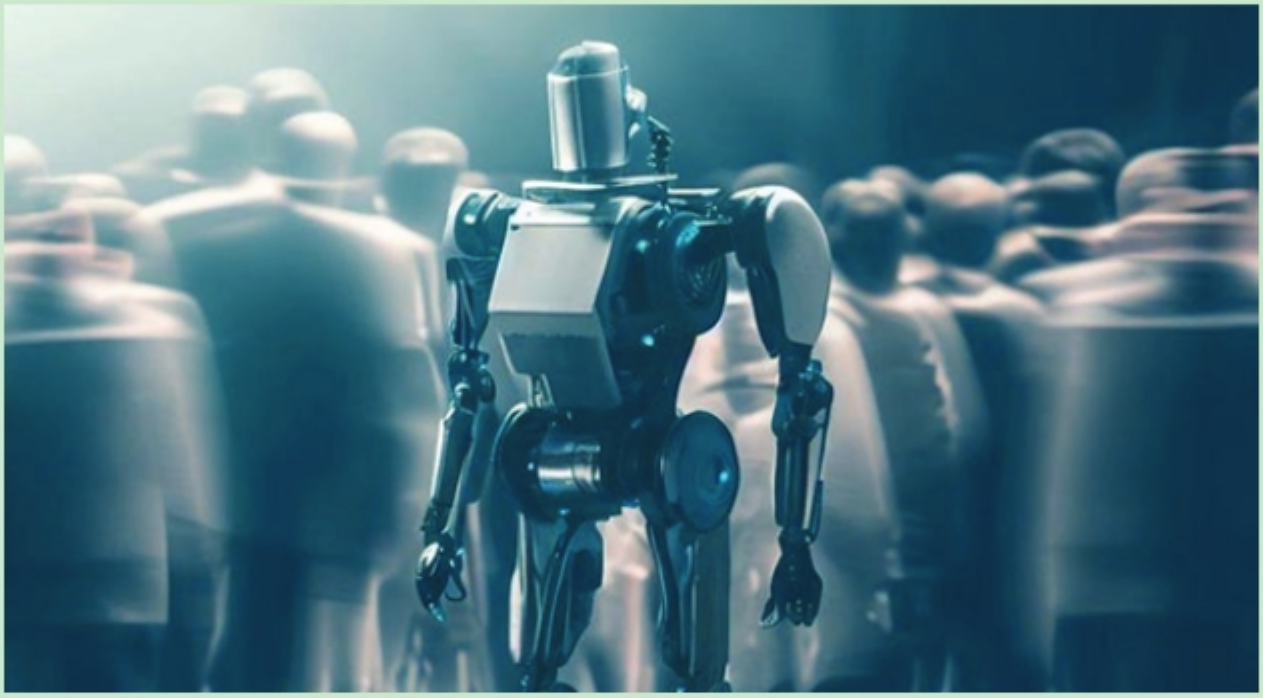
a. **Automation.** When paired with AI technologies, automation tools can expand the volume and types of tasks performed. An example is robotic process automation (RPA), a type of software that automates repetitive, rules-based data processing tasks traditionally done by human. When combined with machine learning and emerging AI tools, RPA can automate bigger portions of enterprise jobs, enabling RPA's tactical bots to pass along intelligence from AI and respond to process changes.

b. **Machine Learning.** This is the science of getting a computer to act without programming. Deep learning is a subset of machine learning that, in very simple terms, can be thought of as the automation of predictive analytics.

c. **Machine Vision.** This technology gives a machine the ability to see. Machine vision captures and analyzes visual information using a camera, analog-to-digital conversion

and digital signal processing. It is often compared to human eyesight, but machine vision isn't bound by biology and can be programmed to see through walls. It is used in a range of applications from signature identification to medical image analysis. Computer vision, which is focused on machine-based image processing, is often conflated with machine vision.

d. **Natural Language Processing (NLP).** This is the processing of human language by a computer program. One of the older and best-known examples of NLP is spam detection, which looks at the subject line and text of an email and decides if it's junk. Current approaches to NLP are based on machine learning. NLP tasks include text translation, sentiment analysis and speech recognition.



e. **Robotics.** This field of engineering focuses on the design and manufacturing of robots. Robots are often used to perform tasks that are difficult for humans to perform or perform consistently. For example, robots are used in car production assembly lines or by NASA to move large objects in space. Researchers also use machine learning to build robots that can interact in social settings.

f. **Self-driving Cars.** Autonomous vehicles use a combination of computer vision, image recognition and deep learning to build automated skills to pilot a vehicle while staying in a given lane and avoiding unexpected obstructions, such as pedestrians.

g. **Text, Image and Audio Generation**. Generative AI techniques, which create various types of media from text prompts, are being applied extensively across businesses to create a seemingly limitless range of content types from photorealistic art to email responses and screenplays.

Artificial Intelligence Examples.

5. Artificial intelligence technology takes many forms, from chatbots to navigation apps and wearable fitness trackers. The below examples illustrate the breadth of potential AI applications.

a. ChatGPT is an artificial intelligence chatbot capable of producing written content in a range of formats, from essays to code and answers to simple questions. Launched in November 2022 by OpenAI, ChatGPT is powered by a large language model that allows it to closely emulate human writing. ChatGPT also became available as a mobile app for iOS devices in May 2023 and for Android devices in July 2023.

b. Google Maps uses location data from smartphones, as well as user-reported data on things like construction and car accidents, to monitor the ebb and flow of traffic and assess what the fastest route will be.

c. Personal assistants like Siri, Alexa and Cortana use natural language processing, or NLP, to receive instructions from users to set reminders, search for online information and control the lights in people's homes. In many cases, these assistants are designed to learn a user's preferences and improve their experience over time with better suggestions and more tailored responses.



d. Self-driving cars are a recognizable example of deep learning, since they use deep neural networks to detect objects around them, determine their distance from other cars and identify traffic signals and much more.

e. Snapchat filters use ML algorithms to distinguish between an image's subject and the background, track facial movements and adjust the image on the screen based on what the user is doing.

f. The wearable sensors and devices used in the healthcare industry also apply deep learning to assess the health condition of the patient, including their blood sugar levels, blood pressure and heart rate. They can also derive patterns from a patient's prior medical data and use that to anticipate any future health conditions.

g. MuZero, a computer program created by DeepMind, is a promising frontrunner in the quest to achieve true artificial general intelligence. It has managed to master games it has not even been taught to play, including chess and an entire suite of Atari games, through brute force, playing games millions of times.

Future of Artificial Intelligence and BAF Perspective.

6. The McKinsey Global Institute predicts that approximately 70 percent of businesses will be using at least one type of Artificial Intelligence technology by 2030, and about half of all big companies will embed a full range of Artificial Intelligence technology in their processes. A Future of Jobs Report released by the World Economic Forum in 2020 predicts that 85 million jobs will be lost to automation by 2025. However, it goes on to say that 97 new positions and roles will be created as industries figure out the balance between machines and humans. Bangladesh Air Force is a highly technical organization and this organization handles million dollar digital sophisticated equipment. Bangladesh Air Force already has fourth generation digital aircraft. Upcoming aircraft and equipment will be incorporated with the application of Artificial Intelligence. This is the time to prepare the BAF man, machine and materials familiar with the Artificial Intelligence.

Recommendation.

7. AI is the backbone of innovation in modern world. Artificial intelligence has the power to change the way we work. Airmen Training Institute is the source of technical hands in Bangladesh Air Force. It is preparing the future generation of BAF by imprting knowledge and skill. As Artificial Intelligence is taking the control of future industrialization so ATI BAF can upgrade the training syllabus, precis and practical training of Radio, GS and IT trade to familiar the BAF personnel with AI.

Conclusion.

8. In fact, AI is a boon for improving productivity and efficiency. The current decade has seen the advent of generative AI which have not only helped fuel an explosion in efficiency, but opened the door to entirely new business opportunities for some larger enterprises. Prior to the current wave of AI, it would have been hard to imagine using computer software to connect different advance application. The applications for this technology are growing every day, and we're just starting to explore the possibilities. So this is the time to make one skill, expert and powerful with the power of AI.



Biography

BD/465923 WO Md. Mahfuzur Rahman, Radio Fitt joined in BAF on 15 April 2003. During his service tenure, he served in Mi-Series helicopters R & I, Bell-212 helicopters R & I and 205 MU BAF. He obtained B.Sc in Electrical Engineering from Institute of Engineers Bangladesh (IEB). Presently, he is serving as an Instructor at ATI BAF.

জীবন যেখানে যেমন

কর্পোরাল তানজীদ
ট্রেড ঃ সেক এ্যাসিঃ (একা)
বিডি/৪৭২৭৬৮

" প্রকৃতির মাঝে সাজে পাখিদের আবির্ভাব
অমিল পক্ষীকূলের মাঝে রঙ কিংবা স্বভাব
স্রষ্টার কি অপরূপ এক সৃষ্টি আকারেও ভিন্ন
পাখিদের অনুপস্থিতিতে যেন বেমানান অরণ্য।

কিচিরমিচির শব্দে নির্জন পাহাড়ী গ্রাম মুখরিত
কানে ভেসে আসে বিজয় মিছিলের নিনাদিত
ক্লান্ত কাঠুরিয়া বিশ্রাম করিতে খুঁজে বটের ছায়া
ছন্নছাড়া মায়া হরিণী নজর কাড়িয়া বাড়ায় মায়া"।

সিলেট বিভাগ নৈসর্গিক সৌন্দর্যের এক অপূর্ব লীলাভূমি হিসেবে সবার কাছেই এর স্বতন্ত্র পরিচয় রয়েছে। যার রূপের প্রেমে পড়বে না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তাই যারা সিলেটের সৌন্দর্য দেখেনি তারাও যদি এই সৌন্দর্য রাণী সম্পর্কে কিঞ্চিৎ মানুষের মুখে গল্প শুনে থাকে তাদের মনও এই মায়া ঝরা সৌন্দর্যের বুকে আসার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে। কি নেই এই সিলেট বিভাগে? প্রকৃতির সমস্ত রূপে সজ্জিত এই বিভাগ। সিলেট বিভাগের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যে শুধু মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে তা নয়; কেন যেন মানুষের এখানে এসেই ভাল লেগে যায়। এখানে এসে পাহাড়ি জনপদের আদিবাসীদের গ্রাম বাংলার প্রকৃত প্রতিচ্ছবি অবলোকন করা যায়। এসব চিত্র মানুষের মনের অজান্তেই ভালো লেগে যায়। ভালো লাগবেই বা না কেন? আমরা তো সবাই প্রকৃতির সন্তান। আমরা যতই বিলাশবহুল আধুনিক অট্টালিকা, আর্টিফিশিয়াল সৌন্দর্য বর্ধনের পরিকল্পনা করি না কেন আমাদেরকে বারবার প্রকৃতির কাছে ফিরে যেতে হয়। প্রকৃতি তার মায়া মমতায় মানুষকে মুগ্ধ করবেই। প্রকৃতি তার সৌন্দর্যে মানুষকে আকৃষ্ট করবেই। মানুষের সাথে প্রকৃতির এই গভীর সম্পর্ক আমরা কেউ স্বীকার করি বা না করি। প্রকৃতি ঠিকই তার ধর্ম, নীতি থেকে সরে যাবে না। প্রকৃতি প্রেম মানুষের থাকবেই এটা স্বাভাবিক। তাই তো মানুষ এত আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়েও প্রকৃতির মাঝেই একটু স্বস্তি খুঁজে। শহরের যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তি পেতে মানুষ একটু সুযোগ পেলেই প্রকৃতির মাঝে একাকার হয়ে যায়। মানুষ খুব সহজেই প্রকৃতির সাথে মিশতে পারে। মানুষের অত্যাধুনিক যান্ত্রিক শহরে গিয়ে সেখানকার পরিবেশের সাথে মিশতে যত সময় লাগবে তার চেয়েও খুব কম সময়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে মানুষ মিশতে পারবে। এতে প্রমাণিত হয় যে আমরা প্রকৃতির সন্তান। আমাদের নাড়ি হচ্ছে প্রকৃতির মৃত্তিকায়।

সিলেট জেলায় আমার কখনো যাওয়া হয়নি। তবে আমি সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় গিয়েছি। ঘুরে বেড়িয়েছি প্রাকৃতিক শোভাবর্ধক এই জনপদের পরতে পরতে। সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলায় বিমান বাহিনীর একমাত্র স্টেশন শমশেরনগর এ প্রায় সাড়ে তিন বছরের বেশি সময় ধরে চাকুরির সুবাদে আমি সেখানে অবস্থান করছিলাম। সিলেটের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে আমি যেভাবে মিশে গিয়েছি আমার মাঝে মাঝে মনে হয়েছে আমি যান্ত্রিক শহরে গিয়ে এত সহজে মিশতে পারব না। কারণ এখানে রয়েছে একদম নির্ভেজাল অক্সিজেন। কোনো যান্ত্রিক শহরের ধোঁয়ায় মিশ্রিত অক্সিজেন নয়। এ যেন মানুষের জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আবাসস্থল। যেদিন নাকি চট্টগ্রামে আমার বদলির পত্র পেয়েছি সেদিন মনের অজান্তেই কেঁদে ফেলেছি। মনের কোণে প্রশ্ন অবির্ভূত হলো কীভাবে সিলেটের এই মায়াভরা পরিবেশ থেকে বিচ্যুত হব। কীভাবে যান্ত্রিক নগরীতে নিজেকে মানিয়ে নিব।

সিলেট বিভাগে চার জেলার মানুষের মধ্যে তেমন একটা মৌলিক পার্থক্য নেই। এখানে মানুষের জীবন-জীবিকার প্রধান মাধ্যম হচ্ছে কৃষি। এসব অঞ্চলে কৃষকেরা কৃষিতে অভাবনীয় সাফল্য পেয়ে থাকেন। এখানে বিশেষ করে চা, আনারস, লেবু, বড়ই, মাল্টা এই ধরনের ফলের আবাদ হয়ে থাকে। চায়ের জন্য সিলেট বিভাগ পুরো বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত। সিলেটকে বলা হয়ে থাকে চায়ের রাজধানী। সিলেটের চা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। ব্রিটিশেরা মূলত চা শিল্পকে এখানে প্রতিষ্ঠা করে। ব্রিটিশ আমল থেকে বিভিন্ন চা কোম্পানি এখানকার চা বাগানগুলো ইজারা নিয়ে চা উৎপাদন করে থাকে। চা এখানকার জনগোষ্ঠীর জীবিকার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। ইতোপূর্বে আমি চা বাগানের শ্রমিকদের জীবন-জীবিকা সম্পর্কে স্থানীয় সহকর্মীদের সাথে কথা বলেছি। চা বাগানে অনেকগুলো অমিমাংসিত সমস্যার জন্য এখানকার শ্রমিকদের কাজ করার পরও বাঁচার জন্য প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হয়। একই পরিবারের সবাই চা বাগানে কাজ পায় না। তাই তাদেরকে ভিন্ন ধরনের কাজ করতে হয়। সিলেটের পাহাড়ি অঞ্চলে কৃষি বলতে চা চাষ হয়ে থাকে। এখানে ধান বা অন্যান্য ফসল ফলানোর প্রতি মানুষ এত বেশি আগ্রহী না। গৃহপালিত পশু, হাঁস-মুরগী পালন হয়ে থাকে। তবে নিতান্ত গরীব এই মানুষেদের পক্ষে এসব গৃহপালিত পশু পালন করাও অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অনেকেই স্থানীয় মানুষদের কাছ থেকে ঋণ সহায়তা নিয়ে গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি পালন করে।

এখানকার মানুষ খুব সরল প্রকৃতির। এতো নির্জন পরিবেশে মানুষ চাইলে দিন দুপুরে প্রকাশ্যে ছিনতাই করলেও কেউ টের পাবে না। অথচ এখানে সচরাচর এই ধরনের ঘটনা ঘটে না। সকালে ঘুম থেকে উঠে তখন বেসিনের পাশে চেয়ারে বসে প্রকৃতিকে উপভোগ করতে করতে দাঁত ব্রাশ করতাম। সবুজ ঘাস, গাছ, পাক-পাকালির কিচিরমিচির গুঞ্জন, একটু দূরে মাছের বিশাল ফিশারির পাশে আর্টিফিশিয়াল বক, শাপলার দৃশ্য আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে। তাই ঘুম থেকে উঠেই এই মনোরম ও নির্মল পরিবেশকে মনের আনন্দে উপভোগ করতাম। এই ভোর বেলায় কিছু মানুষ সারাদিনের খাবার জোগানোর জন্য জীবন যুদ্ধে নেমে পড়ে। কিছু মানুষ চা বাগানে কাজ করতে পারে না। কারণ তাদের পরিবারের কেউ না কেউ চা বাগানে কাজ করে। চা বাগানে কাজ করে যে বেতন পান তা দিয়ে সংসার চলে না। তাই কিছু মানুষকে ভিন্ন কাজ করতে হয়। এরা অধিকাংশই হিন্দু ধর্মাবলম্বী। ভিন্ন কিছু করার মত এদের অন্য কোন রাস্তা নেই। কারণ এদের নেই কোনো নিজস্ব জমিজমা। সরকারি খাস জমিতে তারা কোন রকমের মাথা গোঁজানোর মত জায়গা পান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত এই শমশেরনগর স্টেশনটি মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে গড়ে উঠেছিল। দেশভাগের আগে এবং পরবর্তী পাকিস্তান আমলে এটি এয়ারপোর্ট হিসেবে ব্যবহৃত হত। এখনো বিমানের জরুরি অবতরণের জন্য এই এয়ারপোর্ট ব্যবহার করার অনুমোদন রয়েছে। এই স্টেশনে সাধারণ মানুষদের প্রবেশ করা যদিও সীমিত তবুও এখানে কিছু এগ্রিকালচার প্রজেক্ট থাকার কারণে এসব মানুষ এখানে প্রবেশ করতে পারে। তাছাড়া সীমানা প্রাচীর ঘেঁষে রয়েছে এদের আবাসস্থল। তাই হয়তো তারা সহজে এখানে ঢুকে ঘাস কাটতে পারে। মাঝে মাঝে যদিও নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে কঠোর নজরদারি রাখা হয়। তবুও এসব অসহায় মানুষদের প্রতি সবারই মায়া হয়। ভোরে এরা ঘাস কেটে সেটা বাজারে নিয়ে গিয়ে আঁটি হিসেবে বিক্রি করে থাকে। এখন পরিস্থিতি অনেকটাই বদলে গেছে। শিক্ষার প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করে তারা আজ নিজেকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করেছেন। অন্যরকম সৎ মানুষ এরা। দারিদ্র্য হলেও এরা কখনও মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করে না। সবচেয়ে অবাক লাগে এরা পরিশ্রম করে বলে এদের আয়ুকাল একটু বেশি হয়ে থাকে।

এখানকার মানুষগুলো প্রকৃতিপ্রেমী। এরা কখনো বন্যপ্রাণী শিকার করেছে এমন ঘটনা আমি শুনিনি। তাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এই অপূর্ব লীলাভূমিতে তাদের বসবাস এতো শোভাবর্ধন হয়েছে। প্রিয় চট্টগ্রামও একসময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর ছিল। এখন নগরবাসী পাহাড় কেটে সেই দৃশ্য অনেকটা পাল্টে দিয়েছে। এখনো পাহাড় কেটে অট্টালিকা বানানো হয়। নিরেট মানুষ হওয়া অনেক বেশি কঠিন না। পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া প্রতিটি ঘটনার পেছনে কিছু না কিছু শিক্ষা থাকে। মানুষকে অনেক বেশি প্রকৃতিপ্রেমী হওয়া উচিত। নতুবা প্রকৃতি তার ক্ষমতা ঠিকই দেখিয়ে দিবে। এই যেমন করোনা মহামারী প্রকৃতির পক্ষ থেকে আসা এক যুদ্ধ, এটা মানবজাতির জন্য একটি শিক্ষা। মানুষ প্রকৃতিকে যেমন তেমনভাবে ব্যবহার করবে আর প্রকৃতি ছেড়ে দিবে? এই ধারণা নিতান্তই ভুল। প্রকৃতি ঠিকই তার ধর্ম ও মানুষের কর্মের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখবে। এটাই তো হওয়ার কথা। আমরা সেই কথা ভুলে যেতে বসেছিলাম বলেই আজ আমাদের এই দুর্দশা। আমাদের দাম্ভিকতা আমাদেরকে কতটুকু রক্ষা করতে পেরেছে তারই ফলাফল আজ দৃশ্যমান। প্রকৃতির প্রতি আর অবিচার নয়। বরং প্রকৃতিকে তার গতিতে চলার জন্য সেই পরিবেশ বজায় রাখা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।



জীবনবৃত্তান্ত

বিডি/৪৭১৭৬৮ কর্পোর‍্যাল তামজীদ, সেক এ্যাসিঃ (একা), ১৫ মার্চ ২০১৫ ইং তারিখে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে যোগদান করেন। চাকুরী জীবনে তিনি বা বি বা ঘাঁটি বাশার, বি বা স্টেশন শমশেরনগর-এ দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন।

এটিআই হউক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতীক

সিভিলিয়ান ইলিয়াছ
ট্রেড ঃ পরিচ্ছন্নতা কর্মী
এমএস/৭৪৯৬

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। তাই আমি একজন মুসলিম হিসেবে পরিচ্ছন্নতা কর্মী পদটিকে পছন্দ করে থাকি। সকাল থেকে শুরু হয় আমার কর্মজীবন। ফজরের নামাজ ও নাস্তা শেষে শুরু হয় আমার কর্ম ব্যস্ততা। কাক ডাকা ভোরে রওনা দিয়ে থাকি চাকুরীর উদ্দেশ্যে। যাই হউক কর্মস্থলে উপস্থিত হয়ে অনেক সময় 'Key Orderly'-এর অপেক্ষায় থাকি। অফিস পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু করি। অফিস পরিষ্কার করে পারফিউম দিয়ে নিজেকে পরিপাটি করে রাখি। আমার অফিসে আমাকে ওয়াশ রুম ও অফিস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। ওয়াশ রুম, অফিস বা এর চারপাশ অপরিষ্কার দেখলে খুব খারাপ লাগে। সকলের সচেতনতাই পারে এটিআই এর পরিবেশ সুন্দর ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সুস্থ থাকা খুবই জরুরি। প্রতিদিন টিভিতে শুনতে পাই, ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে। সুতরাং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা এবং আশে পাশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখা খুবই জরুরি। আমি সুস্থ থাকি, আপনারা সুস্থ থাকুন।

"নোংরা পরিবেশ আর নয়,
সচেতনতার জয়।"

বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান একটি আন্তর্জাতিক মানের সামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে বিদেশী সামরিক বাহিনীর সদস্যরা শিক্ষা গ্রহণের জন্য আসে যা আমাদের জন্য সম্মান বয়ে আনে। তাই এটি সর্বাধিক সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা দরকার। এটিআই আরও উন্নত হউক, সুন্দর হউক, বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি হউক, এটাই আমার কাম্য।

আগামীর এটিআই-এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি হউক। এটিআই-এর মনোরাম পরিবেশ মানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। যা আমাদের মনোমুগ্ধকর করে তোলে। অর্থাৎ ট্রেনিসদের সুনাম বৃদ্ধি করে। এটিআইতে যেখানে সেখানে ময়লা ফেলবো না, না, না। নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলবো, ওয়াশরুম নোংরা করবো না, সচেতন থাকবো। এটিআই-এর পরিবেশ সর্বদা পরিচ্ছন্ন রেখে প্রতিষ্ঠানটির মান সমুন্নত রাখব-এই প্রতিজ্ঞা হউক সকলের।



জীবনবৃত্তান্ত

এমএস/৭৪৯৬ সিভিলিয়ান ইলিয়াছ হোসেন, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, ০১ মার্চ ১৯৯৪ ইং তারিখে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে যোগদান করেন। চাকুরী জীবনে তিনি বা বি বা ঘাঁটি জহুরুল হক, বা বি বা ঘাঁটি কক্সবাজার, বিমান বাহিনী যোগাযোগ ইউনিট-এ দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন।

"পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ।"
আল-হাদীসঃ সহীহ বুখারী (৫৮৯০)

সুন্দরবনের সৌন্দর্য দর্শন

এপিডব্লিউও আওয়াল
ট্রেড ঃ শিক্ষা প্রশিক্ষক
বিডি/৪৭৬২০৩

ফেব্রুয়ারি ২০২০, আমার জীবনের এক স্মরণীয় মাস। ঐ মাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সের ৩৬তম ব্যাচের ৬০ জন ব্যাচমেট খুলনার উদ্দেশ্যে রওনা হই। সুন্দরবনকে কাছ থেকে দেখতে। আমি ছিলাম সেই সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত। এ শিক্ষা সফরে আমাদের গাইড করার জন্য ছিলেন বিশ্বের নামকরা কয়েজন গবেষক, যারা সুন্দরবন এর উপর কাজ করেছেন দীর্ঘদিন।

দিনটি ছিল রবিবার। খুব ভোরে সকল যাত্রী চট্টগ্রাম-এর জিইসি মোড় এলাকায় একত্রিত হই। সেখান থেকে রিজার্ভ করা বাসে শুরু হয় আমাদের যাত্রা। সারা রাস্তা হৈ হুল্লোড়, গান বাজনার পর দুপুরে পৌছালাম পদ্মা পাড়ে। তখনো পদ্মাসেতু পুরোপুরি তৈরি হয়নি। ফেরিতে করে পাড়ি দিলাম পদ্মা। উপভোগ করলাম পদ্মার ইলিশ-এর স্বাদ। ফেরি পাড়ি দিয়ে সন্ধ্যার মধ্যেই পৌছে গেলাম খুলনার বিআইডব্লিউটিএ ঘাটে। সেখানেই অপেক্ষা করছিল আমাদের রিজার্ভ করা জাহাজ। জাহাজেই রাতের খাবার সারলাম। রাত ১ টায় রওনা দিলাম সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে।

চারদিন এর জন্য হারিয়ে গেলাম নেটওয়ার্কের বাহিরে। সুন্দরবনের চাঁদপাই রেঞ্জ, জামতলা বিচ, কটকা, দুবলার চরসহ আরো অনেকগুলো জায়গা ঘুরে দেখলাম ৪ দিনে। জাহাজে ভেসে ভেসে নদী থেকে সুন্দরবনের সৌন্দর্য উপভোগ করলাম। অর্জন করলাম বহু বাস্তবিক জ্ঞান। বিশ্বের সবচেয়ে ইউনিক যে ইকোসিস্টেম তা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করলাম। সেই সাথে দেখলাম ২০০৭ সালের ভয়াল সিডরের ধাক্কা। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল রাতের বেলা নদীর বুক থেকে জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য। আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই সব স্মৃতি হয়ে থাকবে। শেষ দিনে দুবলার চর থেকে কিনলাম প্রচুর শুঁটকি মাছ। সেই শুঁটকির স্বাদ ৩ বছর পরও মুখে লেগে আছে এখনো। ৪ দিন পরে ফিরে এলাম নিজের শহরে। আর সাথে নিয়ে এলাম অজস্র স্মৃতি।

স্বপ্ন পূরণের স্বাদ

এসি-২ মাহফুজ
ট্রেড ঃ সেক এ্যাসিঃ (জিডি)
বিডি/৪৭৬২৮২

মা জানো আমার খুব ইচ্ছে করে আকাশে পাখির মতো উড়তে। ইস আমার যদি পাখির মত ডানা হতো কত যে ভাল হতো। ছোট্ট সালমান পড়াশোনা ছেড়ে মাকে বলছিল এই কথাগুলি। মা মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, হবে তো বাবা, তুমি আকাশে পাখির মতো উড়বে। কিন্তু কি করে মা? হবে বাবা বড় হও ভালো করে পড়াশোনা কর, ঠিক আকাশে উড়বে। পাখি হতে গেলে পড়াশোনা করতে হয়। কিন্তু সালমানের পড়াশোনা ভাল লাগে না। অনেক দিন যায়। বাবা মায়ের ছত্রছায়ায় ধীরে ধীরে বড় হয় সালমান। মা বলেছেন আকাশে পাখির মতো উড়তে গেলে অনেক পড়াশোনা করতে হয়। তাই সে অনিচ্ছা থাকলেও পড়বে। কিন্তু যত বড় হতে থাকে তার পড়াশোনার প্রতি ভালোবাসাও বেড়ে যায়। অনেক অনেক পড়তে ইচ্ছে করে। সে অনেক কষ্ট করে টাকা উপার্জন করে পড়াশোনা করে। যা হোক বছর গড়ায় একটার পর একটা। একদিন সেই দিনটা আসে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে পরীক্ষা দেওয়ার এবং সে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়। তারপর তার মাকে বলে, আজ আমার স্বপ্ন পূরণ হল।

ট্রেনিং এর সময় প্রথম বুক আউট

এপিডব্লিউও নাহিদ
ট্রেড ঃ শিক্ষা প্রশিক্ষক
বিডি/৪৭৬২০২

আমি ০২ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে যোগদান করি। আমরা ১৩ জন একসাথে যোগদান করি । যাদের মধ্যে ১০ জন শিক্ষা প্রশিক্ষক এবং ০৩ জন সাইফার এ্যাসিঃ। আমাদের মোট ট্রেনিং এর সময় ১৮ সপ্তাহ। ইতোমধ্যে ১৪ সপ্তাহ অতিবাহিত হয়েছে। সাধারণত ট্রেনিং এর সময় আমাদের ঘাঁটি-এর বাহিরে যাওয়ার অনুমতি নেই। তবে ১২ সপ্তাহ পরে আমাদের একটা সুযোগ দেওয়া হয় যদি আমরা স্যালুটিং টেস্টে পাস করতে পারি তাহলে আমরা বাহিরে যেতে পারবো। প্রথম টেস্টে আমিসহ মোট ০৬ জন পাশ করি এবং তার পরের পরীক্ষায় আরো তিনজনসহ মোট ০৯ জন পাশ করে। গত ২৭ জুন আমরা বাহিরে যাওয়ার অনুমতি পাই। তখনই আমরা সিদ্ধান্ত নেই আমরা চট্টগ্রামের বিখ্যাত ফয়েজ লেক-এ যাব। যথারীতি ২৭ জুন সকালে আমরা নাস্তা করে গার্ডরুমে এন্ট্রি করে রওনা দেই। সকাল ১০ টায় আমরা লেকে গিয়ে পৌঁছাই। সেখানে গিয়ে আমরা টিকিট সংগ্রহ করি। লেক-এর পরিবেশটা আসলেই অনেক সুন্দর। লেকের ভিতরে গিয়ে অনেক কিছুই উপভোগ করি যেমন রাইড বাম্পারকার, রাইড কপি কাপ, রাইড ইয়োলো ড্রাই স্লাইড ও রাইড এ্যাপোলো ফ্লাইট ইত্যাদি। এছাড়াও সব থেকে বেশি উপভোগ করি নৌকায় করে ঘোরাঘুরি। নির্মল পরিবেশ, মেঘলা আকাশ সে এক অন্য রকম আবহাওয়া ছিল- যা দেখে আমরা সবাই অভিভূত হয়েছিলাম। আধুনিক যুগে ফোন ছাড়া কেউ চলতে পারে না কিন্তু আমরা ট্রেনিং এ থাকার জন্য আমাদের কাছে ফোন ছিল না- যার ফলে ভ্রমনটা আমাদের কাছে আরো উপভোগ্য হয়ে ওঠে। সবকিছু শেষ করে আমরা বের হয়ে যাই সেখান থেকে তারপর ভালো একটা রেঁস্তোরা থেকে আমরা পছন্দের খাবার খাই। খাওয়া শেষে আমাদের কিছু কাজ শেষ করে বিকেলে আমাদের ঘাঁটিতে চলে আসি। ট্রেনিং জীবনে এই সময়টা আসলেই অনেক সুন্দর ছিল। এই ভ্রমনটা আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

স্বপ্ন

এসি-২ মিলিক
ট্রেড ঃ ইএমআই ফিটার
বিডি/৪৭৬০৪১

খেলনা প্লেন নিয়ে খেলার বয়সে যখন দেখতাম দূর আকাশে প্লেন উড়ছে অবাক দৃষ্টিতে ভাবতাম কীভাবে উড়ছে এই প্লেন। এতো বড় একটা জিনিস আকাশে কেই বা উড়াচ্ছে। আচ্ছা প্লেনে যারা আছে তারা কি আমদের পিঁপড়ার মতো দেখছে? আম্মুর মুখে প্রথম শুনেছিলাম, যারা প্লেন চালায় তাদের পাইলট বলে। তখন থেকে মনে এক সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার বসবাস। স্বপ্ন আমার পাইলট হব। বড় হতে হতে জীবনের নানা মোড়ে স্বপ্ন ভেঙ্গে গিয়েছে, বদলে গিয়েছে। কতবার মনে হয়েছে আমি হয়তো কিছুই করতে পারব না। প্রত্যেকবার তুই পারবি বলে আশ্বাস দিয়েছে আমার মা। অবশেষে ২০২২ এ জীবন নিল নতুন মোড়। আমি চলে এলাম বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে নারী বিমানসেনা হিসেবে। ধীরে ধীরে জানতে পারলাম আমার কাজ, দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে। জানলাম আমি **First Female Technician Entry of Bangladesh Air Force.** ভাবতেই অবাক লাগে আমি আমার স্বপ্নের এতো কাছে। ভাগ্য, অধ্যবসায় আর মায়ের দোয়া আমাকে এতদূর নিয়ে এসেছে। নাই বা হলাম পাইলট। আগে যা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতাম সেই এয়ারক্র্যাফট নিয়ে এখন আমার যত সাধনা। যত দিন যাচ্ছে নতুন কিছু শিখছি, জানছি, দেখছি। এই বা কম কিসে? স্বপ্ন সবসময় বড় দেখা উচিত। ছুঁতে না পার অন্তত স্বপ্নের কাছে যাওয়ার তাগিদ থাকবে। এতে নিজেকে হেরে যাওয়া মানুষ বলে মনে হবে না। ভারতের একাদশ রাষ্ট্রপতি ড. এপিজে আব্দুল কালামের জগদ্বিখ্যাত উক্তি, "স্বপ্ন সেটা নয় যেটা মানুষ ঘুমিয়ে দেখে। স্বপ্ন সেটাই যেটা পূরণের প্রত্যাশা মানুষকে ঘুমাতে দেয় না"। এখন আমি আমার স্বপ্ন নিয়ে বাঁচছি। মায়ের স্বপ্ন পূরণ করার চেষ্টা করছি। চেষ্টা করছি একজন যোগ্য বিমানসেনা, যোগ্য টেকনিশিয়ান হিসেবে গড়ে ওঠার। আল্লাহ্ আমার সহায় হোক।

সার্থক জীবন

এপিজবিটিও একরাম
ট্রেড ঃ শিক্ষা প্রশিক্ষক
বিডি/৪৭৬২২৪

অতি সাধারণ একটি কৃষি পরিবারে সূর্যের জন্ম। প্রথম সন্তান হওয়ায় সূর্য যেন পরিবারকে সূর্যের মতই আলোকিত করে। পরিবারে সবার আদরে বেড়ে ওঠে ছেলেটি। বয়স তার সাত বছর হলেও স্কুল জীবন তার ভালো লাগত না। কিন্তু উপায় কোথায়? বাবা-মায়ের স্নেহ ও বুদ্ধির কাছে হার মেনে তাকে বিদ্যালয়ে নিয়মিত যেতে হয়। শুরু হয় কঠিন জীবন। প্রাথমিক শেষ সাধারণ বৃত্তি নিয়ে। শুধু পড়াশোনাই নয়, দরিদ্রতার কারণে পরিবারের দায়িত্ব খুব সহজেই তাকে ভাগ করে নিতে হয়। দরিদ্র কৃষক বাবার কৃষি কাজের পাশাপাশি শুরু মাধ্যমিক শিক্ষা জীবন। বাবা শুধু কৃষক নয়, জেলে হয়ে মাছ ধরতে যেত দূর-বহুদূর। বাকি কৃষি কাজের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পড়ে সূর্যের উপর। অষ্টম শ্রেণীতে ভালো একটা রেজাল্ট করার কারণে বাবা-মা ভাবনায় পড়ে যায়। তখনও তার উপর কাজের চাপ না কমলেও আলাদা একটা যত্ন বেড়ে যায়। বাবার এত কষ্ট দেখে সূর্য নিজ থেকেই বাবার কাজ ভাগ করে নিত। এসএসসি পরীক্ষাতে জিপিএ-৫ পেলে পরিবার অত্যন্ত খুশি হয়। সাধারণ পরিবারটি তখন চার ভাইয়ের মধ্যে বড় ছেলেটিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। ভালো একটি কলেজে সূর্যকে ভর্তি করানো হয়। চার ভাইয়ের পড়াশোনা চালাতে বাবার খুবই কষ্ট হচ্ছিলো। সূর্য তাই টিউশনি বেছে নেয়। আর অন্য কাজ তো আছেই। এত কষ্টে পড়াশোনা করে এইচএসসি পরীক্ষাতে সূর্য জিপিএ-৫ অর্জন করে। বিপত্তি যেন আরও বেড়ে গেল। ছেলেটাকে ভাল জায়গায় পড়াতে হবে এমন চিন্তায় বাবা-মা বিভোর। অতঃপর ঢাকা কোচিং করতে পাঠানো হল গ্রামে বড় হওয়া ছেলেটিকে। কিন্তু খরচ চালাতে পরিবার হিমশিম খাচ্ছিলো। সূর্য তার পরিবারের অবস্থা জানে। তবুও চেষ্টা চালিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারেনি সূর্য। অবশেষে ব্যর্থ মনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পছন্দের একটি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করে। ভাল রেজাল্টও করে। ভার্সিটি জীবনে শিক্ষকতা করে নিজে চলতো পাশাপাশি ছোট ভাইদের সাহায্য করত। বেকার জীবনে বাবা-মায়ের কষ্ট তাকে আবার হতাশ করে। এর মধ্যে সে বিয়ে করে নেয়। এমন কি দেড় বছরের মাথায় একটি পুত্র সন্তান জন্ম দেয়। প্রতিবেশীর কথায় জীবন অতিষ্ট হয়ে ওঠে সূর্যের। কিন্তু বাংলাদেশে সরকারি চাকরি যেন সোনার হরিণ। কথাগুলো হজম করে সূর্য শুধু পড়াশোনা করতে থাকে। অনেকবার ব্যর্থ হওয়ার পর সূর্যের এনএসআই-এ চাকরি হয়। কিন্তু নিম্ন গ্রেডের চাকরি হওয়ায় সূর্য চাকরিটিতে যোগদান করে না। তবে বুকে এবার সাহস বেড়ে গেছে অনেক। লোকজন আরো আজেবাজে কথা বলতে শুরু করে। আর অন্য দিকে সূর্য পড়াশোনায় ব্যস্ত। আরো কয়েকটি সরকারি চাকরিতে সূর্য সুযোগ পায়। কিন্তু সেগুলোও ছেড়ে দেয়। আজ অবহেলিত সূর্য বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একজন গর্বিত সদস্য। পাশাপাশি একটি ভাই বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কর্মরত আছে এবং অন্য ভাই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছে। আল্লাহর অশেষ রহমতে সূর্য তার পরিবার নিয়ে অনেক সুখে আছে আর সার্থক হয়েছে বাবা-মা। ধন্য তার বাবা-মা যারা জীবনের সবটা দিয়ে ছেলেগুলোকে মানুষ করেছেন।

রূপান্তর

এসি-২ সোয়াইব
ট্রেড ঃ সেক এ্যাসিঃ (জিডি)
বিডি/৪৭৬৭৮২

বিজ্ঞানের ভাষায় আমরা জানি যে প্রতি তিন মাস পর পর আমাদের রক্তের পরিবর্তন হয়। কিন্তু এই পরিবর্তন যদি অন্যরকমভাবে শোনায় যেমন সিভিল জীবন থেকে মিলিটারি জীবন তবে কেমন হয়। কথাটি অনেকের কাছে অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। আমারও এমনটাই মনে হয়েছিল। সময়টি ছিল ৪ এপ্রিল ২০২২। জীবনের সবচেয়ে কঠিনতর সময়। আমার আরটিএস ট্রেনিং-এর প্রথম দিন। কার মুখ থেকে জানি শুনতে পেলাম আমাদের নাকি অনেক পরিবর্তন করতে হবে। সিভিল জীবন থেকে মিলিটারি জীবন কথাটি শুনে ভয়ে আতকে উঠেছিলাম এবং মনে মনে ভেবেছিলাম জীবনের এত বড় পরিবর্তন করতে অনেক কষ্ট হবে তো। সে যাই হোক মনের কথা মনে থাকতে না থাকতেই আমার রূপান্তর শুরু হলো। দীর্ঘ নয় মাসের কঠিন পরিশ্রম আর ত্যাগের বিনিময়ে আমার মুখের কথাকে মিথ্যা করে দিয়ে মনের ভ্রান্ত সকল ধারণাকে ভুলিয়ে দিয়ে আমার সিভিল জীবন থেকে মিলিটারি জীবন-এ পরিবর্তন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছিল।

বোধ

এসি-২ সাদিয়া
ট্রেড ঃ রেডিও ফিটার
বিডি/৪৭৬১৬৪

আজ সকালে বের হতে হবে শাওনকে। দুই জায়গায় যেতে হবে তার। প্রথমেই যেতে হবে হাসপাতালে। সেখানে তার বন্ধু রাফির স্ত্রীকে ভর্তি করানো হয়েছে। গতকাল রাত ২ টায় রাফি ফোন করে জানিয়েছে তার স্ত্রীর রক্ত লাগবে। একেবারে সকাল সকাল না পেলে অবস্থা বেগতিক আকার ধারণ করবে। ফোনে রাফি পারলে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। অনুরোধের সুরে বারবার বলতে লাগলো "দোস্ত আসবি তো? সত্যি কি তুই আসবি? তুই ছাড়া এমন কেউ নাই যে আগামীকাল ভোরে এসে রক্ত দিতে পারবে। প্লিজ, দোস্ত কথা দে আসবি?" এমনিতেই ফোনের রিংটোন বেজে ওঠায় মাঝ রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেছে শাওনের তার উপর রাফির এ রকম ন্যাকা-কান্না শুনে তার সত্যি সত্যিই রাগ চড়ে গেলো। মাথাটাও ঘুরতে লাগলো। ফোনের ওপাশে রাফির ন্যাকামো কান্নায় এক পর্যায়ে শাওন বিরক্ত হয়ে বললো, থামবি তুই? বললাম না আগামীকাল ঠিক সময়ে হাসপাতালে থাকব। একটা কথা কি এতবার বলা লাগে।

শাওনের ধমক শুনে একটু থামলো রাফি। শাওন রাগন্বিত হয়ে বলল, 'আমি বলছি যাব সময়মত। কিন্তু তুই বেচারা আমার কোনো কথাই শুনছিস না। কানের ওপর ঘ্যানঘ্যান করেই যাচ্ছিস। তার ওপর তোর ন্যাকা কান্না তো আছেই। বিরক্তি উঠে যায় না একটা মানুষের বল।' শাওনের গোছালো শাসনে চুপ মেরে গেলো রাফি। দু'জনই নীরব হয়ে গেলো। নিরবতা ভেঙ্গে শাওন বলল, 'চিন্তার কিছু নেই। আগামীকাল যত যা-ই হোক তুই আমাকে ঠিক সময়ে হাসপাতালে পাবি। এটুকু ভরসা তুই আমার উপর রাখতে পারিস।' রাফি শান্ত গলায় বলল, ধন্যবাদ দোস্ত। রাফির ধন্যবাদ শোনার জন্য ফোনের ওপ্রান্তে আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকবে এতো ধৈর্য আর শাওনের কই। তার আগেই শাওনের ফোনের লাইন কেটে শুয়ে পড়েছে। শাওনের অন্য একটি জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল সেটা হলো ক্যাম্পাসে। তাদের আজ ডিপার্টমেন্টাল প্রোগ্রাম আছে। সেখানেও প্রোগ্রামের সব দায়-দায়িত্ব চেপেছে শাওনের কাঁধেই। মোটামুটি রকমের ঝামেলায় পড়ে গেলো সে। দুই জায়গায় যথা সময়ে উপস্থিত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। একটা বাদ দিয়ে আরেকটা বেছে নেওয়ার মত সুযোগ এখানে নেই।

সকালে বের হওয়ার সময় শাওনের মা ডাক দিয়ে বলল, এত তাড়াতাড়ি তো কখনোই যাস না- আজ যাচ্ছিস যে? শাওন উত্তর দিলো, কখনো যাই না বলে আজ যেতে পারবো না এমন কোনো নিয়ম আছে নাকি? ছেলের কথা শুনে শাওনের মা চুপ হয়ে গেলেন। তিনি ভাল করেই জানেন তার ছেলে কোনোদিন সোজা উত্তর দেয় না। ছেলের এমন রাগান্বিত আচরণের জন্য আশেপাশের লোকজনের থেকেও কম অভিযোগ শুনেননি তিনি। মা বললেন, অতিরিক্ত স্বাধীনতা দিয়ে এমন হয়েছে। পায়ে জুতা পরতে পরতে শাওন বলল, দুপুরে খাব না। ফোন করো না। মা জানতে চাইলেন, খাবি না কেন? কোথায় খাবি তাহলে? ক্যাম্পাসে খেয়ে নেব।

শাওন কথা রেখেছে। নির্ধারিত সময়ে হাসপাতালে এসে পৌঁছেছে। শাওনকে দেখে রাফি দৌড়ে আসে। চেহারায় বিষণ্নতার ছাপ। হাঁপাতে হাঁপাতে শাওনকে বলল, "থ্যাংক ইউ দোস্ত। অনেক উপকার করছিস আজ। তুই না এলে.....।" রাফি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু কোনো কথাই শাওনের শোনার সময় কিংবা ইচ্ছে নাই। থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাস করলো, "ভাবির কি অবস্থা এখন?" রাফি বলল, "অবস্থা তো খুবই ক্রিটিক্যাল। দ্রুত ব্ল্যাড দিতে হবে না দেওয়া গেলে.....।" ব্লাড কখন নেওয়া হবে? এইতো আর একটু পরেই। ব্লাড দেওয়া শেষে শাওন আবার হাসপাতালের করিডোরে ফেরত এলো। একটু পরে নার্স রাফির বাচ্চা নিয়ে এলো। এতে রাফির মন খুশিতে ভরে গেল। রাফির খুশি দেখে শাওনের বাবার কথা মনে পড়লো। সে তার মায়ের সাথে খারাপ আচরণ করেছে তাও মনে পড়লো এবং কষ্ট পেল। শাওন তাড়াতাড়ি বাসায় গেল এবং তার মায়ের কাছে ক্ষমা চাইলো এবং বলল সে আর কখনোই তার মায়ের সাথে খারাপ আচরণ করবে না। শাওনের এই বোধের জন্যই তার এতদিনের অপেক্ষা। হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে যেন পুনরায় ফিরে পেয়েছেন তিনি।

জীবনটা এক গ্লাস শরবতের মত

এসি-২ শাহিন
ট্রেড ঃ রেডিও ফিটার
বিডি/৪৭৬৮৬৯

শ্রেণীকক্ষে এক শিক্ষক পড়াচ্ছিলেন। সব ছাত্ররাই শিক্ষকের কথা খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। শিক্ষকের জিজ্ঞাসা করা প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর প্রতিটা ছাত্রই উৎসুক ভাবেই দিচ্ছিলো। কিন্তু এই উৎসুক ছাত্রদের ভিড়ে একজন ছাত্র ছিল সে কিছু না বলেই চুপচাপ শুধু মাথা নিচু করে বসে ছিল। প্রথম দিন শিক্ষক কিছুই বললেন না এবং তিনি প্রথম দিন থেকে ওই ছাত্রের উপর নজর রাখলেন। ঠিক ৫-৬ দিন অতিক্রম হওয়ার পরও দেখলেন তার মাঝে কোনো প্রকার উন্নতি হচ্ছে না। এজন্য তিনি একদিন সেই ছাত্রটিকে স্টাফ রুমে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে বেশ কিছুদিন যাবত উদাসীন দেখছি। তুমি ক্লাসে মন দাও না, মাথা নিচু করে বসে থাকো। কী সমস্যা হয়েছে খুলে বল আমায়। ছাত্রটি বলল, আমার জীবনে কিছুদিন আগে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যা আমি একদমই মন থেকে মেনে নিতে পারছি না। অত:পর শিক্ষক ছাত্রের সব কথা শুনে ছাত্রটিকে শিক্ষকের বাসায় আসতে বলেন। ছাত্রটি ওই দিন সন্ধ্যা বেলায় শিক্ষকের বাসায় যায়। ছাত্রকে দেখে শিক্ষক এগিয়ে গিয়ে ঘরের ভেতর বসতে দিল এবং তার জন্য শরবত বানাতে তিনি রান্না ঘরে নিজে চলে গেলেন। তারপর তিনি শরবত বানানোর সময় ইচ্ছা করে লবণ বেশি দেন। তারপর ছাত্রটিকে সেই শরবত খেতে বলে। ছাত্রটি শরবত মুখে দিতেই অতিরিক্ত লবণ থাকায় একটু বিকৃতি ভাব দেখা গেল। শিক্ষক তাকে জিজ্ঞেস করল, কি হল শরবত ভালো হয় নি? ছাত্র বলে উঠলো, হ্যাঁ স্যার ভালো হয়েছে তবে একটু লবণ বেশি হয়েছে। ঠিক তখন শিক্ষক বলে ওঠে, তা হলে এটি ফেললে না কেন? গ্লাসটি দাও ফেলে দেই। তখন ছাত্রটি বলে, না স্যার শরবত ফেলতে হবে না। এতে একটু পানি দিলেই ঠিক হয়ে যাবে। এই কথা শোনার পর শিক্ষক বলে একদমই তাই। শরবতটাকে না ফেলে এতে একটু জল বা চিনি দিলেই খাওয়ার উপযোগী হয়ে যাবে। এবার এই শরবতটাকে তুমি তোমার জীবন ভাবো। যেমন শরবত থেকে লবণ আলাদা করা সম্ভব হয়নি, ঠিক তেমনি তোমার জীবন থেকে তোমার সমস্যাগুলি বের করা অসম্ভব। যেভাবে জল বা চিনি দিয়ে শরবত খাবারের উপযোগী করা যায় ঠিক সেভাবে তুমি তোমার জীবন গড়ে তোলো। শিক্ষকের এই উদাহরণ ও ব্যাখা শোনার পর ছাত্র মনোবল ফিরে পেল এবং শিক্ষকের দেওয়া পরামর্শ গ্রহণ করে পরবর্তী সময়টা সে খুব সুন্দরমত কাটাতে শুরু করলো।

শিক্ষনীয় বিষয় ঃ মানুষের জীবনে যদি কোনো সমস্যা না থাকতো, তাহলে কোনো মানুষই কোন কর্ম করত না। সমস্যা জীবনের অংশ। সমস্যা আছে বলেই জীবন এতো সুন্দর এবং স্বাদের। তাই অতীতের ঘটে যাওয়া কোনো খারাপ স্মৃতিতে নিজের মন বিসর্জন দেওয়া এবং তা নিয়ে বসে থাকলে জীবনের আনন্দই চলে যায়। আমরা চাইলেই এগুলি দূর করতে পারি না বা পারবো না। কিন্তু আমরা চাইলেই ভালো কিছু দিয়ে এগুলো ঢেকে রাখতে পারি। আর তাই নতুন নতুন সুন্দর ভাবনা দিয়ে সেই অসুন্দর ভাবনাটিকেও ঢেকে ফেলুন, দেখবেন জীবন থেকে সমস্যা হারিয়ে গেছে।

রাজার পুকুর

এআই-১ শাকিল
ট্রেড ঃ এয়ারফ্রেম ফিটার
বিডি/২০১৭০০৬৯

একদা এক রাজা তার লোকদের একটি পুকুর খনন করতে বলল। পুকুরটা খনন করা হলে রাজা ঘোষণা করে দিল রাজ্যের প্রতিটি ঘর থেকে এক গ্লাস দুধ নিয়ে আসতে হবে। আর রাতে তা পুকুরে দিতে হবে। সকালে রাজা দেখতে চায় তার পুকুরে দুধ দিয়ে পূর্ণ হয়েছে। রাজার এ আদেশ শুনে প্রত্যেকে নিজ নিজ ঘরে ফিরে এল। এক লোকের মাথায় এক চিন্তা আসলো। আমি যদি দুধের পরিবর্তে এক গ্লাস পানি দিই তাহলে কেউ এটা ধরতে পারবেনা। কারণ সবাই গভীর রাতে দুধ দেবে। রাতের অন্ধকারে আমি কি দিচ্ছি তা কেউ বুঝতে পারবেনা। সবাই মনে করবে আমি দুধই দিচ্ছি। এই চিন্তা করে লোকটি মনে মনে ভাবলো আমি দুধের পরিবর্তে পানিই দেব। রাতে সে তাড়াতাড়ি গিয়ে এক গ্লাস পানি রাজার পুকুরে দিয়ে আসলো। পরদিন রাজা তার দুধের পুকুর দেখতে আসলো। একি পুকুর পানিতে ভর্তি! দুধের কোন চিহ্ন এখানে দেখা যাচ্ছে না। রাজার পুকুর পানিতে পূর্ণ। আসলে প্রতিটি লোকই ভেবেছিল অন্য একজন দুধ দেবে তাই আমি পানি দিই। এভাবেই রাজার পুকুর পানিতে পূর্ণ হয়ে গেল।

ভাত খাবো বলে

এসি-২ ফিরোজ
ট্রেড ঃ জেনারেল ইঞ্জি
বিডি/৪৭৬৯৯০

মাসটা ছিল আষাঢ়। বড় মেয়েটা হয়তো খিদেটা সহ্য করে চুপ করে আছে কিন্তু ছোট ছেলেটা তো আর চুপ থাকতে পারেনা। বাবা হয়ে এই দৃশ্য আর কতক্ষণ দেখা যায়। না আর সহ্য করা যায় না একটা কিছু করতেই হবে। কিন্তু কি করবো কোনো কাজের তো সন্ধান মিলে না। আর টাকা ছাড়াতো কোথাও কোন খাবার মিলবে না। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে এলো ছেলে-মেয়েগুলোর মুখের সামনে কিভাবে খালি হাতে ফিরবো? কিছুই বুঝে উঠতে পারতেছি না। এদিকে বউ ছয় মাসের গর্ভবতী তার সামনেই কেমন করে যাব। চারদিকটা যেনো অন্ধকার হয়ে আসতেছে। যাই হোক এই সন্ধ্যাবেলাতে গুলিস্তানখালী বাজারে নানান ধরনের মানুষের ভীড় থাকে দেখি ওখানে কিছু পাওয়া যায় কি না। কথা অনুযায়ী কাজে চলে গেলাম বাজারে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি মোটামুটি বাতাসও আছে। কিছুক্ষণ পর একটা লোক এলো এক প্রস্তাব নিয়ে। বলল এই যে ভাই, সাগরে যাবা নাকি মাছ ধরতে? কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম আর মনে মনে ভাবতে লাগলাম যাব কি না? হ্যাঁ যাব। কিন্তু কত টাকা দিবে? এই যাওয়ার আগে ৩০০০ আর যদি বেশি মাছ পাওয়া যায় তাহলে ভাগ অনুযায়ী তুমি তোমার প্রাপ্যটা পাবে। ৩০০০ টাকা শুনে হঠাৎ একটু চমকে উঠলাম। যাই হোক এই টাকা দিয়ে ছেলে মেয়ে, বউয়ের খাবার তো কিনতে পারবো। মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। হ্যাঁ ভাই যাব এবার তাহলে আমার অগ্রিম টাকাটা দাও। টাকা দিয়ে সাথে সাথেই অনেক বাজার করলাম আর ছেলে-মেয়েরা অনেক খুশি হলো। এদিকে লোকটা বলল, তাহলে রাত ৩ টায় কাঁথা বালিশ নিয়ে তৈরি থেকো। কথা অনুযায়ী রাত ৩ টায় চলে গেলাম নদীর পাড়ে। ট্রলার এলো আরো প্রায় ২০ জনের মতো মানুষ সাথে নিয়ে। উঠে পরলাম ট্রলারে কিন্তু কে জানতো এটাই শেষ দেখা পরিবারের সাথে। ট্রলার আস্তে আস্তে সাগরের মাঝে ঢুকে পড়লো। আস্তে আস্তে গভীর সমুদ্রের মাঝখানে গিয়ে জাল ফেললাম। নদীতে বেশ কয়েক ঘন্টা পার হলো, এবার জাল তুলতে শুরু করলাম। বাহ বেশ মাছ আসতেছে, জাল টানা শেষ। প্রচুর মাছ পেলাম। এদিকে আকাশের অবস্থাও আস্তে আস্তে খারাপ হচ্ছে।

আষাঢ় মাস আকাশের অবস্থা এ রকম হওয়াটাই স্বাভাবিক। কালো মেঘে ঢেকে গেল, বিদ্যুত চমকাতে শুরু করলো। উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বাতাস বইতে শুরু করলো। সাগর উত্তাল ও ভয়ংকর হয়ে উঠলো। শান্ত-শিষ্ট সাগর যেন ক্ষণিকের মধ্যেই মায়াহীন হয়ে উঠলো। ঢেউ গুলো পাহাড়ের মতো উচ্চতা নিয়ে আসতেছে আর আছড়ে পরছে ছোট্ট ট্রলারের উপর। এই ট্রলারেই আছে ২০ টা মানুষের প্রাণ। সমুদ্রের মায়া নেই হঠাৎ একটা বড় ঢেউ এসে ভেঙে পড়লো আমাদের ছোট্ট দুনিয়াটার উপর মানে ট্রলারের উপর। প্রায় ৫০ ফুট পানির নিচে চলে গেলো ট্রলার আবার ভেসে উঠলো কিন্তু উল্টা হয়ে। সবাই বাঁচার জন্য বিভিন্ন ভাসমান সামগ্রী আকড়ে ধরলো। আমিও তার ব্যতিক্রম নই, আমিও ধরলাম। ছোট ছোট মাছ যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো। কাছে এসে কামর দিয়ে ছিরে নিচ্ছে মাংস। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাছের খাবার হয়ে গেলাম। যাই হোক এখন আর কাছে আসতেছেনা। কাটা গায়ে লবন লেগে শরীরটা ছটফট করতেছে। আর চোখের সামনে পরিবারের সবাইকে দেখতে পাচ্ছি। ওরা যেন ডাকছে আমাকে। হায়রে ভাত হায়রে খাবার, আজ তোর কারণে গভীর সমুদ্রে চলে যাচ্ছে প্রাণ। দেখতে দেখতে এক রাত একদিন কেটে গেলো তবুও কোন বাঁচার আশ্বাস পেলাম না। দেহটা আস্তে আস্তে ক্লান্ত হয়ে গেলো। এবার আর কিছু ধরে রাখার মতো শক্তি নেই। এবার এসেছে চলে যাওয়ার পালা। পাশে থাকা সোহেলকে গায়ের কাপড়টা খুলে দিলাম আর বললাম এই কাপড়টা আমার পরিবারকে দিও আর বলো সে আসতে পারেনি। এমনি করে বলতে বলতে ভাসমান বস্তুটি ছেড়ে দিয়ে ডুবে গেল গভীর সমুদ্রের মাঝে, চলে গেল একটি পরিবারের আশা ভরসা। এই রকম হাজারো মানুষ পরিবারের টানে ঐ ভয়ংকর সমুদ্রে উৎসর্গ করেছে নিজের প্রাণ।

ফুল চোর

এসি-২ হোসাইন
ট্রেড ঃ সেক এ্যাসিঃ (জিডি)
বিডি/৪৭৬৭৬৯

সন্তান স্নেহে ফুলগাছগুলো পরিচর্যা করেন তুষার বাবু। অথচ প্রতি সকালেই দেখেন কোনও না কোনও গাছের ডাল ভাঙ্গা, ফুলও লাপাত্তা। গাছগুলির অভিযোগ স্পষ্ট শুনতে পান তুষার বাবু। যেন হাত পা যদি ভেঙ্গেই ফেলবে তবে প্রাণ দিয়েছিল কেন? তিনি বুঝেন এগুলো ফুল চোরদের কীর্তি। কিন্তু চোর ধরতেই পারছেন না কিছুতেই। একদিন রাত জেগে দেখলেন মোট আটজন আসেন ফুল চুরি করতে। তারা হাত বাড়ালেই ঘরের ভেতর থেকে তুষার বাবু বলে উঠল আজ থাক আগামীকাল আসেন। পরদিন বিকেলে কুঁড়িগুলো তুলে নয়টি ভাগ করলেন। একভাগ নিজের জন্য রেখে বাকী আটভাগ পাঁচিলে সাজিয়ে রাখলেন সঙ্গে একটি প্লেকার্ড ঐখানে লেখা "গাছের ডাল না ভেঙ্গে এই ফুলগুলো গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করুন প্লিজ!"

জীবনের বাস্তবতা

এসি-২ নাদিরা
ট্রেড ঃ প্রডোস্ট
বিডি/৪৭৬২২৯

১৮ থেকে ২৪ বছর জীবনের চরম বাস্তবতার মুখোমুখি হবে তুমি। তোমার বয়স যখন ১৮ থেকে ২৪ এর মধ্যে থাকবে, তখন তুমি অনেক প্রিয় বন্ধুদেরকে হারিয়ে ফেলবে। তুমি অনেক ভুল চিন্তা করবে। ভুল সিদ্ধান্ত নিবে। তুমি অনেক সময় বিভিন্ন বিষয়ে ব্যর্থ হবে। তুমি নতুন করে অনেক কিছু উপলব্ধি করতে পারবে। তখন তুমি কিছুটা বাস্তবতা বুঝতে শুরু করবে। মাঝে মধ্যে নিজেই নিজেকে চিনতে অনেক কষ্ট হবে। তুমি অনেক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে সময় পার করবে। হতাশা, একাকিত্ব, বিষণ্নতা, প্রিয়জনদের দেয়া কষ্ট তোমাকে ছাড়তেই চাইবে না। যাদেরকে তুমি এই দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি ভালবাসতে তারাই এক সময় তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে। যাদেরকে তুমি উপরে উঠার সিঁড়ি দেখিয়েছিলে তারাই তোমাকে উপর থেকে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দিবে। তোমার সাথে বিশ্বাস-ঘাতকতা করবে। মুনাফেকি আচরণ করবে তারপর তোমার খুব কষ্ট হবে। খারাপ লাগলে তুমি অনেক বেশি হতাশ হয়ে যাবে। তুমি না চাইলেও তোমার ভালবাসার মানুষগুলোর কথা প্রতিটা মুহূর্তে মনে পরবে। আর তুমি কষ্ট পেতে থাকবে দিনের পর দিন। কিন্তু এ কষ্ট ক্ষণিকের। কিছুদিন পর তুমি আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আবার তুমি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে। যে মানুষগুলো তোমাকে এত যন্ত্রণা দিল, ওই মানুষগুলো আবার তোমার কাছে আসবে। তখন তুমি তাদেরকে রিজেক্ট করবে এবং পেছনে ফিরে হাঁসবে ওদেরকে দেখে কারণ এতদিনে তুমি বুঝতে পেরে গেছো। তোমাকে হতাশ হলে চলবে না। সবকিছুর পর তুমি নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করবে। তারপর তুমি আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তুমি তোমার মত করে ছিনিয়ে নিয়ে আসবে। মনে রাখবে সফলতাই হচ্ছে সর্বোত্তম প্রতিশোধ। জীবনটা তোমারই। তাই কারো দেয়া দুঃখ-কষ্টে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট করো না। বরং আরো জেদি হয়ে উঠো সফলতার জন্য। জীবন তোমাকে একটু কষ্ট না দিলে তুমি পৃথিবীর আসল রূপ চিনতে পারবে না। এটাই জীবন, এটাই বাস্তবতা। আমাদের সবাইকে এটা মানতে হবে।

ভোরের পাখি

এসি-২ আল-আমিন
ট্রেড ঃ ইএন্ডআই ফিটার
বিডি/৪৭৬২২৪

কিছু দিন আগের কথা, রবিন যখন ঈদের ছুটিতে বাড়ি যায়। সে সব সময় মনে করতো যে এবার বাড়ি গিয়ে তার বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেবে। যদিও সে এক বছর পর বাড়ি যাচ্ছে তাই তার আনন্দটা একটু বেশি। সবার চেয়ে সে বেশি সময় দেবে মা-বাবা তারপর বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা, গল্প, আড্ডা দিয়ে সময় কাটাবে। এগুলো ভাবতে ভাবতে রবিন বাড়ি পৌঁছে গেছে। পরের দিন সকাল বেলা রবিন ঘুরতে বাহির হয়ে এলাকার সবার সাথে সাবধান হয়ে সালাম দিতে শুরু করে। এসব দেখে যদিও মানুষ তাকে বলল তুমি তো আগের চেয়ে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছো। তোমার চলাফেরা কথা বলার ধরণ সব পাল্টে গেছে। তোমাদের এখানে এই সব কিছু খুব সুন্দর করে শিখায় তাই না। রবিন তাদের বলল, হ্যাঁ। আমরা সবাই ভোর চারটার সময় উঠি। ফজর নামাজ পড়ি, হেলথ রান করি, খুব সুন্দর একটা পরিবেশে। যাই হোক বিকাল বেলার কথা বলি। সে বন্ধুদের নিয়ে নদীর ধারে আছে। সবাই মিলে মজা করলো। কিন্তু রবিন আগের মতো তার বন্ধুদের সাথে কথা বলতে পারলো না। সে যেন কি রকম হয়ে গেছে। বন্ধুরা যেন তাকে অন্য রকম সম্মান দিচ্ছে। সে যেন তাদের বুঝাইতে পারছে না, সে তাদের বন্ধু রবিন। বন্ধুদের সাথে কথা বলতে বলতে রাত হয়ে গেল। রবিন এবার বাড়ির সবার সাথে কথা বলছে, তারাও যেন আগের মতো কথা বলে না। অন্য রকম যেন সম্মান দিচ্ছে তাকে। তার কথা যেন সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনছে। যদিও রবিন অনেক ছোট্ট একটা ছেলে। পরিবারের মানুষ তাকে যেন অনেক বড় বানিয়ে দিচ্ছে। কাঁধে ধরিয়ে দিচ্ছে অনেক দায়িত্ব। যাই হোক সে ভেবে ছিল বাড়িতে গিয়ে ঘুম থেকে অনেক বেলা করে উঠবে। কিন্তু তার অভ্যাসের জন্য ইচ্ছা করলেও সে আর বিছানায় থাকতে পারে না। ঘুম থেকে ওঠে সকাল বেলা হাঁটার জন্য বের হয়। আজ সে যেন একটা ভোরের পাখি।

না দেখা যুদ্ধ

এসি-২ সিফাত
ট্রেড ঃ ইঞ্জিন ফিটার
বিডি/৪৭৬৮৩১

আবির শহরে বেড়ে ওঠা সাধারণ বালকের মতই একজন। প্রতিদিনের নিয়ম অনুযায়ী আজও সে স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরছে। তবে অন্যদিন থেকে ভিন্ন কিছু আজকে সে ঘটালো। আজ সে রাস্তার পাশে আচারের ভ্যান দেখে পাঁচ টাকার আচার কিনে খেতে খেতে বাসায় পৌছালো। যা হবার কথা তাই হলো। পরেরদিন সকাল হতে না হতেই তার আমাশয় শুরু হলো তাকে দ্রুত ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তার তার অবস্থা বিবেচনা করে তাকে ৫০০ মিগ্রা ফ্লাজিল ট্যাবলেট দিলেন। আবিরকে স্কুলে যেতে নিষেধ করা হলো এবং বাসায় সম্পূর্ণ বিশ্রাম করার জন্য রাখা হলো। সে অল্প কিছু খাবার খেয়েই ফ্লাজিল ৫০০ মিগ্রা একটি ট্যাবলেট খেয়ে ফেলল। ফ্লাজিল -১ প্লাটুনের সৈন্যরা পেটে পৌছানোর পরে এক ধ্বংসযজ্ঞ অবস্থা দেখতে পেল। তাদের ৫০০ জন সৈন্য নিয়ে তারা আমাশয়ের বিশাল শত্রুদের নিকট তুচ্ছ মনে হলো। তবুও তারা তাদের জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ চালিয়ে গেল। একপর্যায়ে তাদের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেল। ততক্ষণে রাত হয়ে গেছে এবং আবির তার রাতের ডোজ খেয়ে ফেলেছে। পূর্বের তুলনায় আবির কিছুটা ভালো বোধ করছিল। ফ্লাজিল-২ প্লাটুনের সৈন্যরা যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে তার পূর্বের সাথীদের কাউকেই পেল না। কিন্তু তারা মৃত অনেক শত্রু আমাশয় ব্যাকটেরিয়ার দেহাবশেষ পেল। ফলে তারা তা বিশ্লেষণ করা শুরু করল এবং ডিফেন্সিভভাবে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখলো। কিন্তু রাতে শরীরে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া দিনের তুলনায় বেশি সক্রিয় কাজ করে। ফলে তারা আক্রমণ সামলে উঠতে পারলো না। এক সময়ে অল্প সংখ্যক সৈন্য বাদে সকলে প্রাণ হারালো। আবির সকালে মোটামুটি সুস্থ অবস্থাতেই ঘুম থেকে উঠলো। কিন্তু সকালের নাস্তা করার পরে তার অবস্থার অবনতি ঘটলো।

ফ্লাজিল-৩ প্লাটুনের সৈন্যরা যুদ্ধের ময়দানে পৌছে দেখলো এক বিরাট যুদ্ধ মাত্র থেমেছে। তারা কিছুক্ষণ পরেই ফ্লাজিল-২ এর কিছু সৈন্যদের জীবিত অবস্থায় পেল। সকালে আবির কোনোরকম নাস্তা করে ঔষধ খেলো। সারারাত সে পেট ব্যথায় ঘুমাতে পারেনি। ফ্লাজিল-৫ প্লাটুনের সৈন্যরা গিয়ে দেখলো ফ্লাজিল-৩ ও ৪ এর সৈন্যরা তখন তুমুল যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। ফ্লাজিল-৫ এর সৈন্যরা আসা মাত্রই তারা দ্রুত সহযোগীদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো। এক পর্যায়ে তারা সম্পূর্নরূপে জয়লাভ করল। তাদের মধ্যে অনেকে মারা গেল। আবির সুস্থ বোধ করছে। বিকালের পর থেকে সে সাধারণভাবে টিভি দেখা, বাসায় ঘুরাঘুরি করা ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত। সে রাতে স্বাচ্ছন্দ্যে খাবার খেয়ে ঔষধ খেয়ে নিল। ফ্লাজিল-৬ প্লাটুনের সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে ফ্লাজিল-২,৩,৪ ও ৫ এর সৈন্যদেরকে পেল বিজয়ী হিসেবে। তারা দ্রুত সম্পূর্ন পরিবেশ পরিষ্কার করা শুরু করলো এবং যুদ্ধ হতাহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া শুরু করল। তারা আমশয়ের ঐ ব্যাকটেরিয়াদের শক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলে। পরবর্তী দিন আবির সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করল এবং সাধারণ নিয়মে স্কুলে চলে গেল। তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে জানা গেল তারা আমাশয়ের শরীরের প্রতিরোধের ৪০ শতাংশ বিশ্লেষণ করে ফেলেছে। আর কিছুটা সময় পেলেই তারা সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ সম্পন্ন করতে পারবে। ফ্লাজিল-২ এবং ফ্লাজিল-৩ এর বিশ্লেষকরা মিলে গবেষণা চালিয়ে গেল এবং অপরদিকে ফ্লাজিল-৩ এর সৈন্যরা সম্পূর্নরূপে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ প্রতিহত করল।

২য় দিন রাতে আবির ফ্লাজিলের ৪র্থ ডোজ খেয়ে ফেললো। সারাদিন আবির শারীরিকভাবে দূর্বল থাকায় বিশ্রাম করছে। অন্যদিকে ফ্লাজিল-৪ প্লাটুনের সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে ফ্লাজিল-২ এবং ৩ এর সৈন্যদেরকে পেল। তারা তখনও বিশ্লেষণ চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের বিশ্লেষণ ৯০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। পূর্বের তুলনায় কিছুটা কম ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ফ্লাজিল-৩ ও ৪ এর সৈন্যরা মিলে রাতের সক্রিয় ব্যাকটেরিয়ার বিপক্ষে নতুনভাবে যুদ্ধ কৌশল তৈরি করে অবস্থান করল। কিছু সময়ের মধ্যেই অনেক শক্তিশালী আক্রমণ আসা শুরু হলো। রাতের মধ্যেই তারা বিশ্লেষণ সম্পন্ন করে ফেললো।

ব্যস্ত জীবন

এসি-২ মোঃ আল-আমিন
ট্রেড ঃ আইটি এ্যাসিঃ
বিডি/৪৭৬৮০৭

ব্যস্ততা! জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত নিত্যদিনের এক অবিনশ্বর শব্দ। এই সুন্দর ধরণীর বুকে সবাই ব্যস্ত। মা তার শিশুকে নিয়ে ব্যস্ত, পাখিগুলো বাচ্চার আহার সংগ্রহে ব্যস্ত এবং সূর্য তার কক্ষপথ আবর্তনে ব্যস্ত। আমাদের প্রশিক্ষকগণ তাদের ট্রেনিসদেরকে নিয়ে ব্যস্ত। দিন শেষে সবাই ব্যস্ত। "আমরা ট্রেনিস" যাদের ঘুম ভাঙ্গে পাখিদের আগে। আর আমাদের ব্যস্ততার যেন শেষ নেই। ট্রেনিসদের ব্যস্ততার গল্পটাও ভিন্ন রকমের। একাডেমিক ক্লাসে কেউ ব্যস্ত তার ট্রেড ক্লাস নিয়ে, কেউ ব্যস্ত তার প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস নিয়ে আবার কেউ তার মডিউল পাশ করা নিয়ে ব্যস্ত। আবার কেউ কোনো ইন্সট্রাক্টরের কাছে চেক হলে তার নিজ ভুলগুলোর জন্য তীব্র রোদে গ্রাউন্ডে এক্সট্রা ড্রিল করতে ব্যস্ত। পড়ন্ত বিকেল বেলায় যখন মানুষ তার প্রিয়জনের হাত ধরে স্নিগ্ধ বাতাসে নির্জন রাস্তায় হেঁটে বেড়াতে ব্যস্ত তখন আমরা আমাদের বিকেল বেলার পিটি শেষ করায় ব্যস্ত। রাতের খাবার শেষে দীর্ঘ স্বস্তি নিয়ে সবাই যখন প্রিয়জনদের সাথে ফেসবুক, মেসেঞ্জারে আড্ডাতে বিভোর তখন আমরা আমাদের স্টাডি আওয়ার-এ গভীর পড়াশোনায় মগ্ন। গভীর রাতে যখন ভার্সিটিতে অধ্যয়নরত বন্ধুগুলো নির্জন গলিতে চায়ের আড্ডায় ব্যস্ত তখন আমরা ট্রেনিস। পাখিদের আগে ঘুম থেকে উঠতে হবে বলে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। বন্ধুগুলো যখন তাদের শিক্ষা জীবন শেষ করা নিয়ে ব্যস্ত তখন আমরা আমাদের ট্রেনিং শেষ করে আদর্শ বিমানসেনা হয়ে দেশমাতৃকায় নিয়োজিত থাকায় ব্রত। ছুটির দিনগুলিতে সবাই যখন মনের ক্লান্তি দূর করতে বাইরে কোথাও ঘুরতে যাওয়ায় ব্যস্ত তখন আমরা রাইফেল হাতে নিজের দায়িত্ব সামলাতে ব্যস্ত। দিনশেষে আমরা সবাই সবার কাজে ব্যস্ত। আমরা মনে করি সামনের কাজ দুটি শেষ করতে পারলেই বোধ হয় আমাদের ব্যস্ততা শেষ। আসলেই কি ঠিক তাই? ব্যস্ততা মানুষের আমরণ সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সময়ের সমুদ্রে আছি তবুও যেন এক মুহূর্তে সময় নেই। ট্রেনিং লাইফের ব্যস্ততার মাঝে যেন মা-বাবার কথা একরকম ভুলেই গেছি। শুধু দু-স্বপ্নেই দেখা মেলে প্রিয় পরিবারের। দেখতে দেখতে ঠিকই একদিন ট্রেনিং শেষ হয়ে যাবে। নেইমপ্লেটের লালটেপটা আর কিছুদিন পর থাকবে না কিন্তু ব্যস্ততা নামক শব্দটা ঠিকই থেকে যাবে। যাদের সাথে দুঃখ শেয়ার করে ট্রেনিংটাকে সহজভাবে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর সেই সহপাঠিগুলো সবাই ব্যস্ত হয়ে যাবে। একই আকাশের নিচে ঠিকই থাকা হবে কিন্তু সবার সাথে কি ঠিক আর দেখা হবে? এভাবে আর সবার সাথে দেখা হবে না, ঠিক এভাবে আর সবার সাথে সময় কাটানো হবে না। কারণ একটাই ব্যস্ততা। তাই ব্যস্ততা থেকে পালিয়ে বেড়িয়ে লাভ নেই বরং ব্যস্ততাকে সাথে নিয়ে জীবনের সুন্দর মুহূর্তগুলোকে উপভোগ করতে পারাটাই শ্রেয়। ব্যস্ত দিনের ব্যস্ত সময়ে আমিও আমার ব্যস্ত জীবনের গল্প লিখায় ব্যস্ত।

পাখি থেকে শিক্ষা

এসি-২ ইব্রাহিম
ট্রেড ঃ ইএমআই ফিটার
বিডি/৪৭৬৯৭৭

প্রতিদিন সকালে আমি যখন ঘুম থেকে উঠে দেখি একটা ছোট্ট সুন্দর নীল হলুদ রঙের নাম না জানা পাখি আমাদের কাঁচের জানালার বাইরে এসে বসে। পাখিটা হয়তোবা কাছের কোনো গাছে থাকে। ছোট সরু ঠোঁটটা দিয়ে জানালার কাঁচের ওপর নিজের ছায়াটাকে রোজ কিছুক্ষণ ঠোকরাতে থাকে সে। সে আমাকে রোজ স্কুলের জন্য তৈরি হতে দেখে। আমি ওকে দেখলে ভীষণ খুশি হই আর মাঝে মাঝে ভাবি ইস ওর কি মজা!! ওর স্কুলে যেতে হয় না, রোজ পড়তে বসতে হয় না, হোমওয়ার্ক ক্লাস টেস্ট কিচ্ছু নেই। আবার কখনো কখনো মনে হয় শুধু উড়ে উড়ে ওর নিজের সময় নষ্ট করে। কিন্তু ওর মতো উড়তে পারিনা বলেও আবার আমার খুব দুঃখ হয়। আবার আমার বাবা-মা বলে যে ওরা পাখি তাই ওরা গাছে থাকে খড়কুটো বা শুকনো কাঠ খুঁজে এনে বাসা বানায়, ডিম পাড়ে, খাবার সংগ্রহ করে তা এনে বাচ্চাকে খাওয়ায়। ওটাই তাদের কাজ। যেমন আমার কাজ পড়াশোনা করা, বাবা-মায়ের, গুরুজনদের কথা শোনা আর সময়ের কাজ সময়ে করা। পাখি যেমন নিজের কাজ নিজেই করছে আমাকেও তেমনি আমার কাজগুলো সুন্দরভাবে নিজের মতন করে করতে হবে। তবেই তো আমি বড় হব, প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠবো।

আত্মবিশ্বাস

এসি-২ জিদান
ট্রেড ঃ এয়ারক্রেফ্ট ফিটার
বিডি/৪৭৬৭৬৬

অনেক বড় এক কোম্পানি হঠাৎ করে ব্যবসায় লোকসান করে বসলো। এক দুপুরে সেই কোম্পানির কর্মচারীরা বাইরের ক্যান্টিনে লাঞ্চ করে ফেরার সময় অফিসের প্রবেশমুখে একটি নোটিশ দেখতে পেল। নোটিশে লেখা ছিল আমাদের কোম্পানির লোকসানের জন্য যে ব্যক্তিটি দায়ী সে গতকাল মারা গেছে। সেমিনার রুমে একটি কফিনে তার লাশ রাখা হয়েছে। যে কেউ তা দেখতে চাইলে আমন্ত্রিত। একজন সহকর্মীর মৃত্যুর খবর শুনে প্রথমে লোকেরা দুঃখ পেল। তবে এরপর তারা কৌতুহলী হয়ে উঠলো এই ভেবে যে, আসলে কে হতে পারে সেই ব্যক্তি। সবাই সেমিনার রুমে এসে একত্রিত হয়ে ভাবতে লাগলো, আসলে কে সেই লোক যে আমাদের সাফল্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে সে যেই হোক, এখন অন্তত সে আর বেঁচে নেই। একে একে তারা যখন কফিনের কাছে গেল এবং ভেতরে তাকালো হঠাৎ তারা কেমন যেন বাকশূন্য হয়ে গেল, হতভম্ব হয়ে গেল। যেন তাদের খুব আপন কারো লাশ সেখানে রাখা ছিল। কফিনের ভেতরে আসলে রাখা ছিল একটা আয়না, যেই ভেতরে তাকিয়েছিল সে তার নিজের চেহারাই দেখতে পাচ্ছিলো। আয়নার একপাশে একটা কাগজে লিখা ছিল "তোমার সাফল্যের পথে বাধা দিতে সক্ষম শুধুমাত্র একজনই আছে গোটা পৃথিবীতে আর সে হচ্ছে তুমি নিজে। তুমিই সেই একমাত্র ব্যক্তি যে তোমার জীবনে পরিবর্তন আনতে পারো। তোমাকে সুখী করতে পারো, তোমাকে সাহায্য করতে পারো। তোমার জীবন তখন বদলে যায় না, যখন তোমার অফিসের বস বদলে যায়। তোমার জীবন তখনই বদলায় যখন তুমি নিজে বদলাও। তোমার সক্ষমতা সম্পর্কে তোমার নিজের বিশ্বাসের সীমাটা যখন তুমি অতিক্রম করতে পারো। শুধু তখনই তোমার জীবন বদলায়, পূরণ হয় জীবনের লক্ষ্যগুলো। নিজের আলোয় আলোকিত করো চারপাশ।"

রঙিন ক্যানভাস

এসি-২ কেয়া
ট্রেড ঃ প্রভোস্ট
বিডি/৪৭৬০৮৩

আজও জীবন একটি রঙিন ক্যানভাসের নাম। এই ক্যানভাসের রং তুলিতে আঁচড়ে তৈরি হয় জীবনের বহুমাত্রিক গল্প। যার ভিতরে আছে হাঁসি-কান্না ও দুঃখ বেদনার সমারোহ। জীবনের গভীর থেকে উঠে আসা গল্পগুলো হয়ে ওঠে ভাবনার উপজীব্য। জীবনের পরতে পরতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে এই গল্পগুলোর সরস উপাদান, থাকে বর্ণিল জীবন কথা। কিছু গল্প হয় দুঃখের উপাখ্যান, সুখের সারকথা। কিছু গল্পজুড়ে থাকে গভীর ভাবনা-চিন্তা ও কাজের প্রতিফলন। জীবনের এই মুহূর্তগুলো যখন শব্দে রুপ নেয়, তখন জীবন হয়ে ওঠে গল্প আর গল্প হয়ে ওঠে জীবন। সময়ের প্রয়োজনে জেগে ওঠা এই মানুষগুলোর সম্মিলিত প্রয়াসে নিভু নিভু আলো ধীরে ধীরে রূপ নেয় প্রদীপ্ত অগ্নিশিখায়। বিদূরিত হতে থাকে অশুভ আঁধার। আমাদেরই চারপাশে বইতে থাকে পরিবর্তনের বাসন্তী-বাতাস। সেই বাতাসের ছুটে চলায় ভেঙ্গে পড়ে সব জড়তা আর সংকীর্ণতার দেওয়াল। 'মে' মাসও শেষ হওয়ার দিকে। আর মাত্র কয়েক ঘন্টা বাকি। আরও একটা মাস পার। মনের গ্যালারি থেকে এবারও ডিলিট করা হলো না এক-গাদা স্মৃতি। মনের ক্যালেন্ডারে যোগ হলো একগাদা নতুন দিনক্ষণ। পুরোনো দিনের হিসেব ফুরিয়ে গেলেও মুছে ফেলা হয়নি সে সব দিন, না জীবন থেকে না মন থেকে। একটা বছরে আমি নিজে কতটা পুরোনো হয়েছি আমি জানি না। তবে নতুন করে অনেক কিছু শিখেছি, বুঝেছি, জেনেছি। আরো একটু বেশি চিনেছি নিজেকে। আমার চাওয়া পাওয়ার ঘাটতি নেই, কমতি কিংবা ক্ষয় নেই। পাতা ঝরে যাওয়া মৌসুমের সাথে কিছু অপূর্ণ ইচ্ছে ঝরে গেলেও, অটুট মনোবল আজও অক্ষত। জীবনের কাছে মাঝে মাঝে গল্পও তুচ্ছ হয়ে যায়। মাঝে মাঝে জীবন রূপকথার চেয়েও বেশি অবিশ্বাস্য হয়ে ওঠে। জীবনের বাঁকে বাঁকে, মোড়ে মোড়ে, প্রতি ঘটনায় জন্ম নেয় হৃদয়ের আকুতি-মিনতি, প্রেম ভালোবাসা, সুখ আর দুঃখ। এই জন্য জীবন অন্য রকম।

দাদা ও তার নাতি

এসি-২ মাহফুজ
ট্রেড ঃ ইঞ্জিন ফিটার
বিডি/৪৭৬৯৯৬

দাদা মারা যাওয়ার আগে তার নাতিকে তিনটা উপদেশ দিয়ে গেল।

১। ঘরের বউকে কখনো মনের কথা বলবি না।
২। বাড়ির সামনে কখনো বরই গাছ লাগাবি না।
৩। পুলিশের সাথে কখনো বন্ধুত্ব করবি না।

দাদা মারা যাওয়ার পর নাতির মাথায় সারাক্ষণ একটাই চিন্তা। দাদা কেন এই কাজগুলো নিষেধ করে গেলো। নাতির মনে একটা সময় জেদ চেপে গেলো। সে ভাবলো দাদার নিষেধ করা কাজগুলো সে করবে এবং দেখবে কি ঘটে। সে প্রথমে একজন পুলিশের সাথে বন্ধুত্ব করলো। মাঝে মাঝেই সেই পুলিশ বন্ধুকে বাড়িতে নিয়ে এসে দাওয়াত খাওয়ানো শুরু করলো। পাশাপাশি বাড়ির সদর দরজার সামনে বরই গাছ লাগালো। বাকি থাকলো বউ এর কাছে মনের কথা বলা। সে বসে বসে ভাবলো বউকে তার কোন মনের কথাটা বলবে। সে বাজারে গেলো তিনটা ডাব কিনলো, তিনটা গামছা কিনলো। তারপর দোকান থেকে কিছু লাল রং কিনলো। এরপর বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে পুকুর ঘাটে বসে ডাবের উপর লাল রং মিশালো। রং মেশানোর পরে গামছা দিয়ে ডাব এমনভাবে পেচিয়ে ফেললো যাতে দেখে মনে হয় গামছার ভিতরে মানুষের কাটা মাথা। তারপর দৌড়াতে দৌড়াতে বাড়িতে এসেই বউকে বললো আমিতো তিনটা মানুষকে খুন করে ফেলেছি। তুমি দয়া করে এই কথা কাউকে বইলো না। তারপর স্বামী স্ত্রী দুইজন মিলে একটা গর্ত করে সেই গর্তে তিনটা ডাব এনে মাটিতে পুতে রাখলো। কিন্তু স্ত্রী জানতো এখানে তিনটা কাটা মাথা আছে। তারপর অনেক দিন কেটে গেল। কোনো প্রকার সমস্যা হলো না। নাতি বসে বসে দাদার কথা ভাবছে আর হাঁসছে। সবই তো করলাম কিছুই তো হলো না। হঠাৎ একদিন তার বউ এর সাথে প্রচুর ঝগড়া হয়। রেগে গিয়ে বউ বলল, দাঁড়া তোর সব গোপন কথা ফাঁস করে দিব। বউ তখন স্বামীর পুলিশ বন্ধুকে ফোন করে ডাকলো। পুলিশ আসার পরে লোকটির বউ তাকে গর্তের কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, এখানে তিনটা মানুষের মাথা আছে আর আমার স্বামী তাদের খুন করেছে। গামছা পেচানো তিনটা মাথা পুলিশ গর্ত থেকে বের করলো। গামছা খুলে দেখা গেল তিনটা ডাব। তখন বউ বলল এখানে তিনটা মাথা ছিল আমার স্বামী মাথা বদলিয়ে ডাব পুতে রাখছে। আমি সাক্ষী। পুলিশ সাথে সাথে বলল, "এরেস্ট হিম।" লোকটি দৌড় দিতে যাবে ঠিক তখনই সদর দরজার সামনে বরই কাটা লেগে লোকটি পড়ে গেল। পালাতে পারলো না। পুলিশ তাকে ধরে ফেললো। মারতে মারতে জিজ্ঞেস করলো, "মডু কোথায় বল?" লোকটি আকাশের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "দাদা আমাকে বাঁচাও আমার ভুল হয়ে গেছে।"

বাল্যকাল

এসি-২ হুমায়ুন
ট্রেড ঃ সেক এ্যাসিঃ (জিডি)
বিডি/৪৭৬৯৯২

শস্য শ্যামলে সবুজ ছিল আমাদের ছোট গ্রাম। নীল আকাশের নিচে আমাদের একটা কুড়েঘর ছিল। আমাদের বাড়ির পাশে ছিল একটা ছোট নদী। নদীর উত্তাল ঢেউ-এ সুন্দর একটা ঝিরমির শব্দ সৃষ্টি হয়। আমাদের জীবিকা নির্বাহ করার জন্য একটা নৌকা ছিল। আমি প্রতিদিন আমার বাবার সাথে মাছ ধরার জন্য আমাদের নৌকা নিয়ে নদীতে যেতাম। জীবিকা নির্বাহ করার লক্ষ্যে আমরা ছুটে চলতাম নদীতে। তখন বাবার কষ্টটা অনুভব করতে পারতাম। তখনি মনে হইতো বাবা নামক শব্দটার মানে কী। যখনি হাজার দুষ্টমি করে দুপুর বেলা ভয়ে ভয়ে বাড়ি রওনা দিতাম। তখন মা বকা দিত, পরক্ষণে ঠিকই মায়ের আচঁল দিয়ে আমার মুখ খানা মুছে দিত। সেই হাত দিয়ে খাওয়ায় দিত। সকাল বেলা কুয়াশা মাখা সকালে দৌড় দিতাম সেই খেজুর গাছের নিচে। একটু সকাল বেলার স্বাদ নিতে। দিনগুলো স্মৃতি হয়ে রবে।

গল্প থেকে শেখা

এসি-২ জাকারিয়া
ট্রেড ঃ এয়ারফ্রেম ফিটার
বিডি/৪৭৬৯৮৪

অনেকদিন আগের কথা। একটা নদীর পাড়ে একটা আপেল গাছ ছিল। একটা ছোট্ট ছেলে প্রতিদিন গাছটার কাছে যেত, গাছটার কাছাকাছি খেলতো, সে গাছে উঠতো আপেল খেত এবং ক্লান্ত হলে গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পরতো। সে গাছটার সাথে এবং গাছটা ভালোবাসতো ছেলেটার সাথে খেলতে। সময় গড়িয়ে গেল ছেলেটা বড় হল এবং এখন ছেলেটা আর আগের মত আসেনা। একদিন ছেলেটা গাছটার কাছে আসলো, তার মন খারাপ ছিল। গাছটি বলল, "আসো আমার সাথে খেল।" জবাবে ছেলেটি বলল, "আমি এখন বাচ্চা না আমি গাছের সাথে খেলি না। এখন খেলনা দরকার এবং খেলনা কেনার জন্য টাকা দরকার।" গাছটা বলল, "দুঃখিত আমার কাছে তো টাকা নেই কিন্তু তুমি আমার আপেলগুলো নিতে পারো এগুলো বিক্রি করে তুমি টাকা পেয়ে যাবে।" ছেলেটি উত্তেজিত হয়ে সব আপেল নিলো এবং খুশি মনে ফিরে গেল আর ফিরে আসলো না। গাছটির মন খারাপ হয়ে গেল। একদিন হঠাৎ ছেলেটি আবার আসলো উত্তেজিত ভঙ্গিতে। গাছটা ছেলেটিকে বলল, "আসো আমার সাথে খেল।" ছেলেটা বলল, "আমার সময় নেই। আমাকে পরিবারের জন্য কাজ করতে হবে বসবাসের জন্য ঘর বানাতে হবে, তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পারবে?" গাছটি জবাবে বলল, "দুঃখিত আমি তো তোমাকে ঘর দিতে পারবো না। তবে তুমি আমার ডালগুলো কেটে ঘর বানাতে পারো।" ছেলেটি সব ডাল কেটে নিয়ে খুশি মনে চলে গেল। ছেলেটির আনন্দ দেখে গাছটি খুশি হলো কিন্তু ছেলেটি আর আসলো না। গাছটি একা হয়ে গেল। হঠাৎ একদিন ছেলেটি আবার আসলো। গাছটি ছেলেটিকে দেখে খুশি হলো এবং বলল, "আসো আমার সাথে খেল।" বৃদ্ধ লোকটি বলল, "আমি খুব দুঃখিত আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। আমি সমুদ্র থেকে ঘুরে আসতে চাই, তুমি আমাকে একটা নৌকা দিতে পারবে।" গাছটি জবাবে বলল, "আমার গুড়ি দিয়ে তুমি নৌকা বানাতে পারবে।" ছেলেটি গুড়ি কেটে নৌকা বানালো এবং সমুদ্র ভ্রমণে চলে গেল। বৃদ্ধ লোকটি অনেক বছর পর ফিরে আসলো গাছটি দেখে বলল, "দুঃখিত তোমাকে দেওয়ার মতো আমার আর কিছু নেই। তোমার জন্য কোনো আপেল নেই।" বৃদ্ধ লোকটি বলল, "আমার দাঁত নেই।" গাছটি বলল, "আমার পিঠে উঠার জন্য গুড়ি নেই।" সে বলল, "আমি বুড়ো হয়ে গেছি আমি তোমার পিঠে উঠতে পারবো না। আমার শুধু বিশ্রাম দরকার এটা পেলে আমি খুশি।" গাছটি খুশি হয়ে বলল, "আমার কাছে শুধু পুরোনো শিকড় আছে আর এটা বিশ্রামের জন্য আদর্শ জায়গা। আগে আমার সাথে এসে বসো এবং বিশ্রাম নাও।" বৃদ্ধ লোকটি গাছটার পাশে বসলো এবং অশ্রুমাখা হাঁসি দিল। এখানে গাছটি দিয়ে আমাদের মা-বাবাকে বুঝানো হয়েছে। আমরা ছোট বেলায় মা-বাবার সাথে খেলতাম তাদের সাথে সময় কাটাতে পছন্দ করতাম। আমরা যখন বড় হয়ে যাই তাদের থেকে দূরে চলে যাই। আমাদের প্রয়োজনে বা বিপদে পরলেই তাদের কাছে ছুটে আসি। মা-বাবা আমাদের সাথেই সব সময় থাকেন এবং সবসময় খুশি রাখার চেষ্টা করেন কিন্তু আমাদের অবস্থা গল্পের ছেলেটার মত যে সবসময় গাছটার সাথে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে বোঝা মনে করেছে। কিন্তু মা-বাবা তো আমাদের জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। আল্লাহর দেওয়া সর্বশ্রেষ্ট উপহার। তাই আমাদের উচিত মা-বাবাকে যথাযথ সম্মান ভালোবাসা দেওয়া আর তাদের খুশি রাখার চেষ্টা করা।

মূর্খের সাথে তর্ক

এসি-২ আশরাফুল
ট্রেড ঃ এয়ারফ্রেম ফিটার
বিডি/৪৭৬৯৮০

একদিন গাধা শিয়ালকে বলল, ঘাসের রং নীল। শিয়াল উত্তর দিল, না ঘাসের রং সবুজ। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনের আলোচনা তর্কে পরিণত হলে তারা জঙ্গলের রাজা সিংহের কাছে বিচারের জন্য উপস্থিত হলো। শিয়াল বলল, "হুজুর আপনিই বলেন আমি নাকি জঙ্গলের সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী। আমরা সবাই জানি ঘাসের রং সবুজ অথচ এই গাধা সেই সাত সকাল থেকেই আমার সাথে ঝগড়া করেই যাচ্ছে ঘাসের রং নীল। মহারাজ আপনিই বলুন ঘাসের রং নীল নাকি সবুজ।" সিংহ বলল, "হ্যাঁ ঘাসের রং তো নীলই।" সিংহের জবাব শুনে গাধা বলতে লাগলো, "কিন্তু এই বোকা শিয়াল সেই কখন থেকে আমার কথা মানতে রাজি না। খামোখা তর্ক করে যাচ্ছে। আমাকে এতক্ষণ ধরে বিরক্ত করছে। এখন আপনাকেও বিরক্ত করতে এসেছে। মহারাজ ওকে শাস্তি দিন।" সিংহ শিয়ালকে শাস্তি দিবে বলে এবং গাধা খুশিতে লাফাতে লাগলো আর বলতে বলতে চলে গেল, "ঘাসের রং নীল, ঘাসের রং নীল।" হতভম্ব শিয়াল শাস্তি মেনে নিলো কিন্তু সিংহকে জিজ্ঞাসা করলো, "ঘাসের রং সত্যিই সবুজ আপনি আমায় শাস্তি দিলেন কেন?" তখন সিংহ বলল, "ঠিক ঘাসের রং সবুজ কিন্তু তোমাকে শাস্তি দেওয়ার সাথে ঘাসের রং নীল বা সবুজ এইটার কোনো সম্পর্ক নেই। তোমাকে শাস্তি দিয়েছি এই জন্য যে, তোমার মতো একটা বুদ্ধিমান প্রাণী গাধার সাথে তর্ক করে সময় নষ্ট করেছো।"

পুরনো সেই দিনের কথা

এসি-২ তাপস
ট্রেড ঃ জিএস
বিডি/৪৭৬২১৬

জীবিকার তাগিদে আমার খুব বেশি গ্রামে থাকা হয় না। আমি যে গ্রামে বড় হই সেই গ্রামের মাটি, মানুষ, আলো-বাতাস আমার মস্তিষ্কে সর্বদা বিরাজমান। ইচ্ছে করে আবার যদি ফিরে পেতাম ছেলেবেলার সেই দিনগুলো। যখন বৈশাখ মাসে মেলায় যেতাম। বিভিন্ন রকমের খেলনাসহ ঘুড়ি কিনে নিয়ে বন্ধুদের সাথে পাল্লা দিয়ে গ্রামের মাঠে ঘুড়ি উড়াতাম। বৈশাখী ঝড়ের সময় আম আর লিচু কুড়ানো, ঝড় আসার পূর্বের মুহূর্তটা যে সময় কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে যেত, ঘুটঘুটে অন্ধকার হতো চারপাশের পরিবেশ। ঝড়ো বাতাসের কারণে ধানক্ষেতে সবুজের ঢেউ। বৃষ্টির সময় গ্রামে বড়দের সাথে ফুটবল খেলতে যাওয়া, নদীতে গিয়ে সবাই একসাথে গোসল করা, সাঁতার কাটা। আর ঈদের সময় হলে তো কথাই নেই। গ্রামে বিবাহিত বনাম অবিবাহিতদের মধ্যেকার ফুটবল খেলা সবার মনের মাঝে অন্যরকম চঞ্চলতার সৃষ্টি করতো। আবার ছোটদের জন্যও বিভিন্ন ধরনের খেলার আয়োজন করা হত, যেমন- সাঁতার প্রতিযোগিতা, পুকুরের পানিতে হাঁস ধরা কিংবা চোখে কাপড় বেধে হাঁড়ি ভাঙ্গা। খেলা শেষে পুরষ্কার হিসেবে বড় ভাইদের কাছে থেকে ঈদের সালামি নেওয়া, ঈদের আনন্দকে দ্বি-গুণ করে তুলতো। বর্তমান জেনারেশনে এই রকম আয়োজন ভ্রাতৃত্ব ও গ্রামীণ পারিবারিক বন্ধন খুবই কম এলাকায় দেখা যায়। কারণ বর্তমান সময়ে ছেলেমেয়েরা কায়িক পরিশ্রমের চেয়ে ইন্টারনেটে পাওয়া বিনোদনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। হয়তো যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের বর্তমান প্রজন্মটা একটু আলাদাভাবে বেড়ে উঠছে। তবুও আমার ইচ্ছে করে, ইস! যদি আবার ফিরে যেতে পারতাম সোনালি সেই দিনগুলোতে। রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষায়,

"পুরনো সেই দিনের কথা ভুলবি কিরে হায় ও সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভুলা যায়"

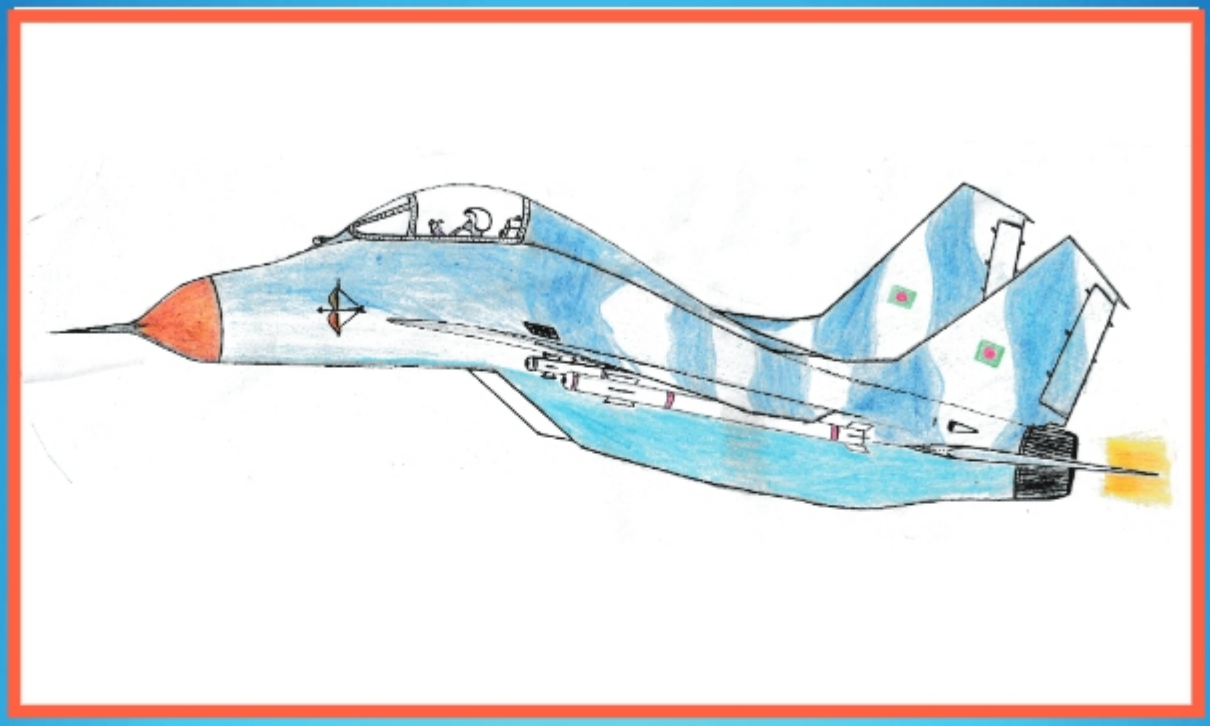
বসন্ত

এসি-২ রায়হান
ট্রেড ঃ সেক এ্যাসিঃ (একা)
বিডি/৪৭৬০৪৩

বসন্ত খুবই ব্যতিক্রম একটি সময়। বসন্তের রঙিনে প্রকৃতির প্রেম শুরু হয়। বসন্তের রঙয়ে সবকিছুর পরিবর্তন হয়। রং বদলায় আবার বসন্তের প্রেম ধরে গ্রীষ্মের আগুনে টিকে বর্ষার মেঘে উপড়ে পড়া গাছে ডাল জন্মায়। আবার কিছু জিনিস একটু ভিন্ন এরা এক বসন্তে ভেঙ্গে গেলে নতুন বসন্তে আর প্রেমিক হয়ে উঠে না। বসন্তের শুভেচ্ছা বার্তা পেয়েও এদের প্রেমিক হবার ইচ্ছা জাগে না। মানুষ পরিবর্তনশীল। বসন্তের আগমনে এদেরও পরিবর্তনের রঙ পাল্টানোর স্বাদ জাগে। বসন্তের ছোয়া পেলে এদের অন্তর্নিহিত মরুভূমিতে বীজ বপনের স্বাদ জাগে। প্রেমিক হয়ে বর্ষায় ভিজবে বলে বসন্তকে ধরে রাখে। ক্ষণিকের বসন্তে অশ্রুসিক্ত হয় প্রেমিক। লেখকের বসন্ত এর চেয়ে ব্যতিক্রম নয়। একগুচ্ছ গোলাপ হাতে শুরু হয় লেখকের বসন্ত। লেখকের মনে বসন্তের জন্য এক সমুদ্র সমান প্রেম ছিল। দীর্ঘ সময় লেখক আর বসন্ত প্রেমের ঘোরে ডুবে ছিল। লেখকের স্বাদ ছিল বসন্তও তার মত সবটুকু প্রেম নিয়ে বর্ষার মেঘে স্থায়ী হবে। কিন্তু বসন্ত গ্রীষ্মের ক্ষুদ্র মেঘের মোহে পড়ে যাবে এ কথাটা কে জানতো। বসন্তের প্রেম খানিকটা সময় শেষে লেখককে বিষণ্নতার ঘুর্ণিপাকে ফেলে। গ্রীষ্মে ইতি টানবে এ কথাটা খাতায় লেখা ছিল না। তাই বসন্ত নিয়ে লেখকের এক আকাশ সমান অভিমান। এক আকাশ মেঘ নিয়ে বসন্তের অপেক্ষা করছিল লেখক বসন্ত আর ফিরে আসেনি। গ্রীষ্মে ডুবে গেছে বসন্ত, আকাশ থেকে শেষ মেঘটিও মুছে যাচ্ছে। এরপর কত বসন্ত কেটে গেলো। মেলেনি রঙিন কোনো বসন্তের দেখা। সেই কবেকার পুরোনো দীর্ঘশ্বাস মনে করিয়ে দেয় বসন্ত হারিয়ে যাওয়ার সেই নিষ্ঠুরতম দিনের কথা।

**"মুছে যাও তুমি মিলিয়ে যাও,
আমি বিষণ্নতার ঘুর্ণিপাক থেকে মুক্তি চাই"**


চিত্রকল্প



এসি-২ ফিরোজ
ট্রেড ঃ জেনারেল ইঞ্জ
বিডি/৪৭৬৯৯০



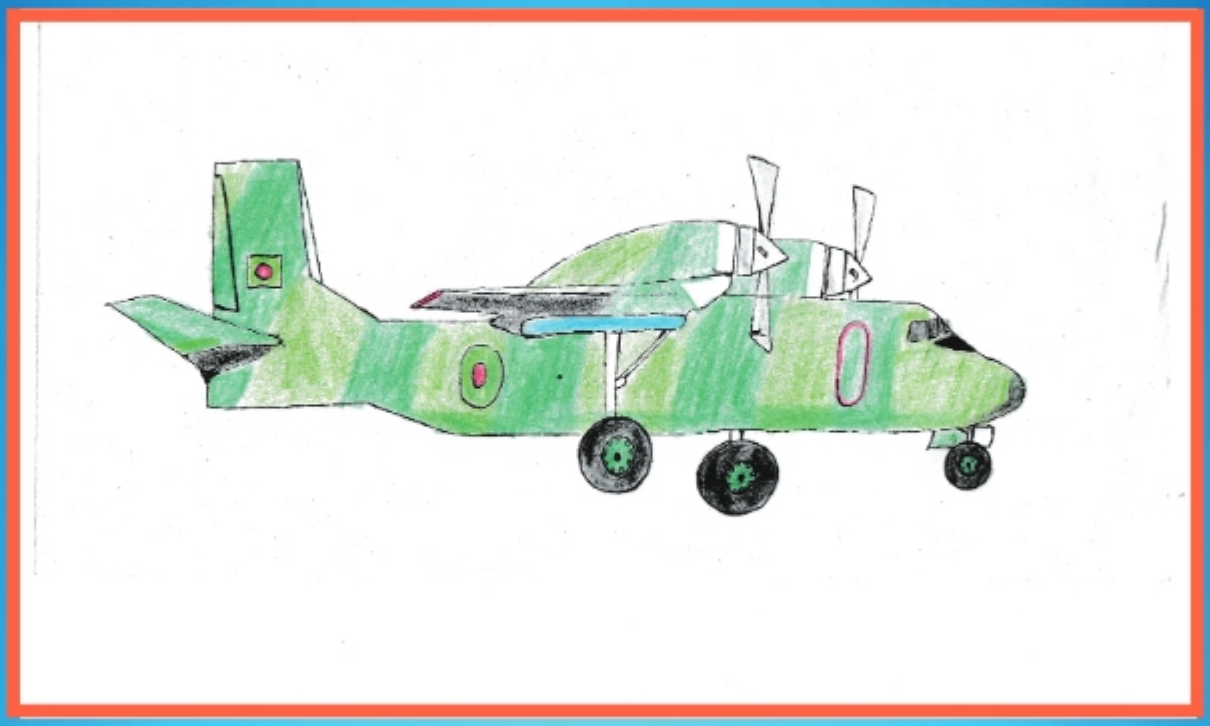
এসি-২ ঘুনতাহা
ট্রেড ঃ প্রভোস্ট
বিডি/৪৭৬০৩৬



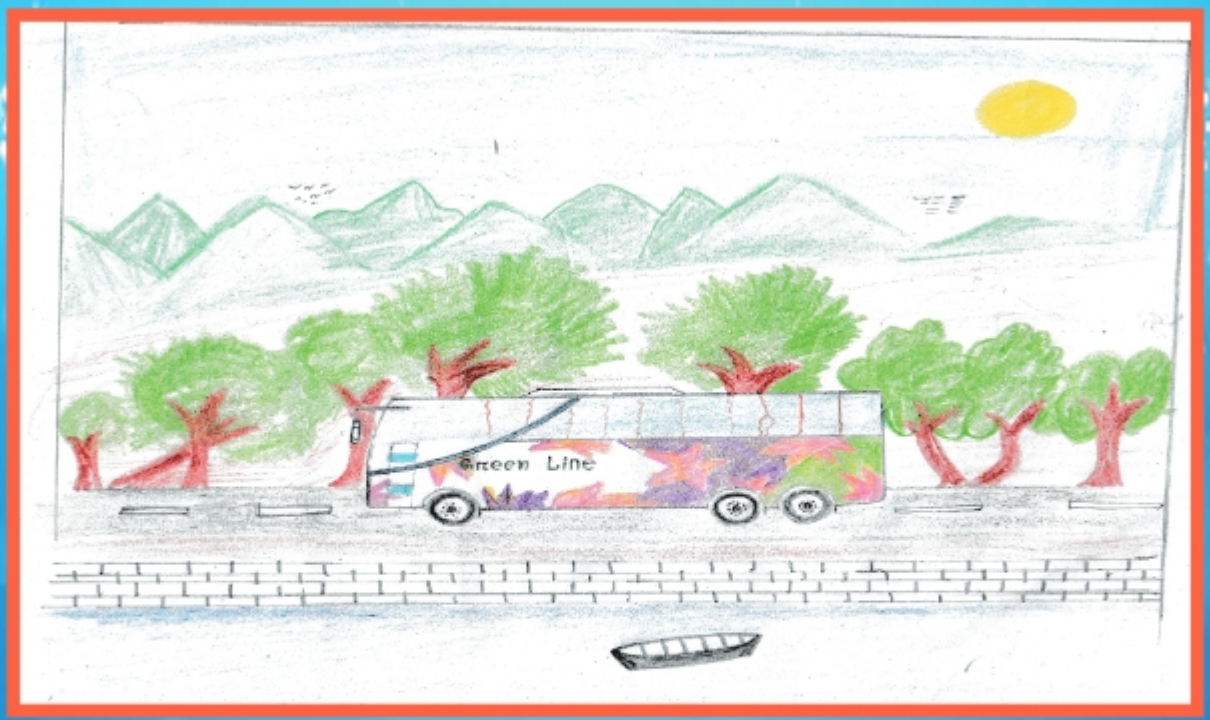
এসি-২ ফিরোজ
ট্রেড ঃ জেনারেল ইঞ্জি
বিডি/৪৭৬৭৭৮



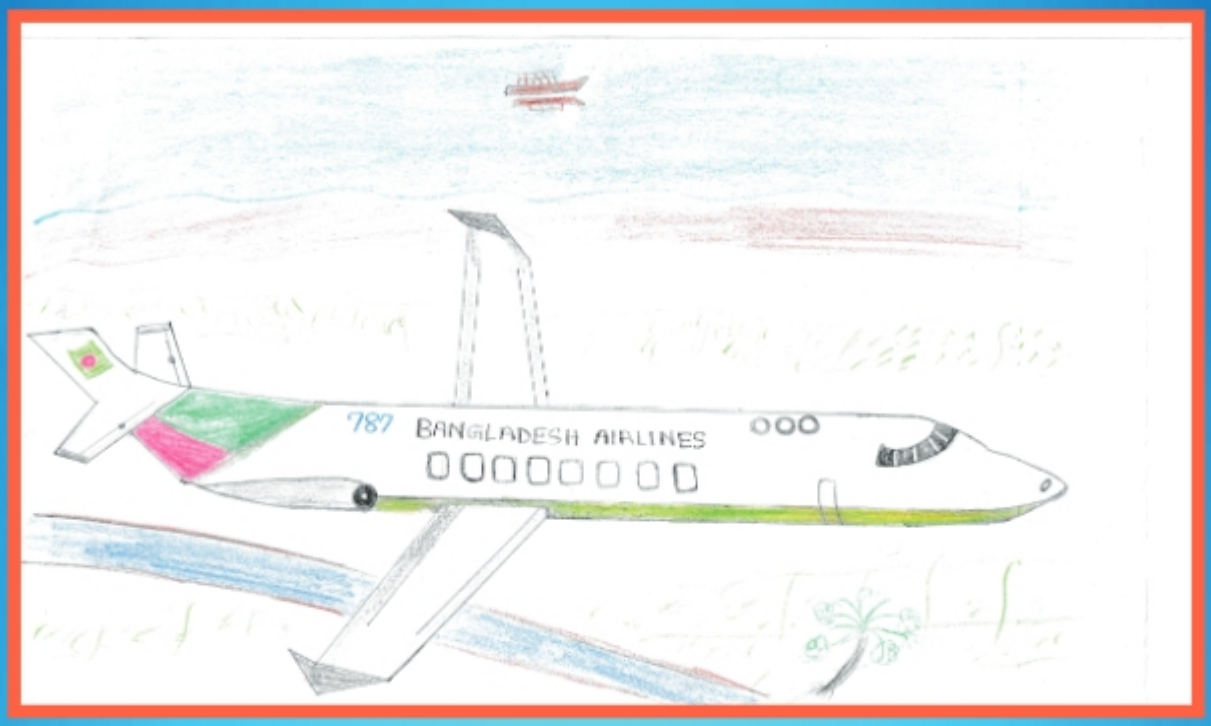
এসি-২ সাকিব
ট্রেড ঃ জেনারেল ইঞ্জি
বিডি/৪৭৬১১২



এসি-২ তাসনীম
ট্রেড ঃ জেনারেল ইঞ্জ
বিডি/৪৭৬১১৪



এসি-২ সাইফুল্লাহ
ট্রেড ঃ জেনারেল ইঞ্জ
বিডি/৪৭৬১৪৭



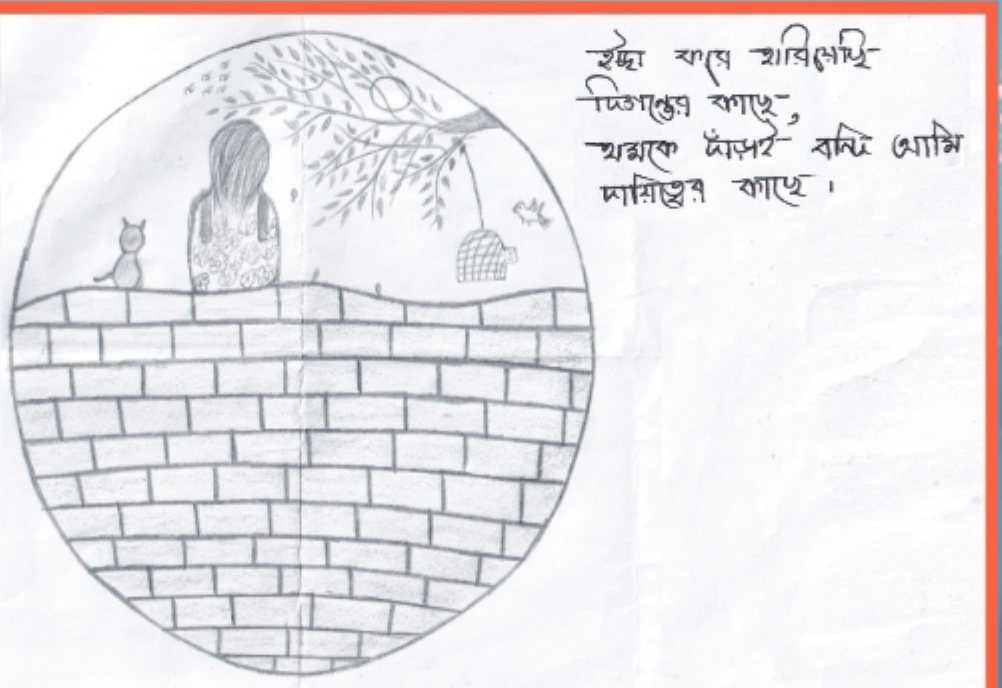
এসি-২ আরমান
ট্রেড ঃ জেনারেল ইঞ্জি
বিডি/৪৭৬০৬৯



এসি-২ সুনেত্রা
ট্রেড ঃ প্রডোক্ট
বিডি/৪৭৬০৮৩



এসি-২ ইরফাতের
ট্রেড ঃ পিএফএমডিআই
বিডি/৪৭৬৮৮৯



এসি-২ কেয়া
ট্রেড ঃ প্রজেক্ট
বিডি/৪৭৬০৮৩

কৌতুক

তিন বান্ধবীর গল্প

এসি-২ হোসাইন
ট্রেড ঃ সেক এ্যাসিঃ (জিডি)
বিডি/৪৭৬৭৬৯

একদা হুমায়রা, আসমা এবং মিথি নামের তিন বান্ধবী বসে বসে গল্প করছিল। তিন বান্ধবীর মধ্যে কথোপকথন ঃ-

হুমায়রা	ঃ	আসমা, তোর জন্ম কী বারে?
আসমা	ঃ	সোমবার, আর তোর?
হুমায়রা	ঃ	শুক্রবার।
মিথি	ঃ	কি? কেমনে সম্ভব?
হুমায়রা	ঃ	কেন? কি হয়েছে?
মিথি	ঃ	শুক্রবারে তো সব বন্ধ থাকে। তাহলে তুই ক্যামনে হইলি?

দারোয়ান

এসি-২ নাদিরা
ট্রেড ঃ প্রজেক্ট
বিডি/৪৭৬১১৯

দুই বন্ধুর মধ্যে কথোপকথন ঃ-

প্রথম বন্ধু	ঃ	জানিস পাশের বাসার ফাহিম একদিন অফিসে না গেলে কেউ অফিস করতে পারে না।
দ্বিতীয় বন্ধু	ঃ	তাই নাকি! ফাহিম বড় অফিসার বুঝি?
প্রথম বন্ধু	ঃ	আরে নাহ, সে অফিসের দারোয়ান!

ফুটবল ম্যাচ

এসি-২ সৌরভ
ট্রেড ঃ রেডিও ফিটার
বিডি/৪৭৬০২২

শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কথোপকথন ঃ-

শিক্ষক ঃ একি তোমার ফুটবল ম্যাচ বিষয়ে লেখা রচনাটা যে রানার রচনার সঙ্গে একেবারে মিলে যাচ্ছে, ওরটা দেখে দেখে লিখেছো নাকি?
ছাত্র ঃ না স্যার। আমরা দুজনে যে একই ম্যাচ দেখে লিখেছি। তাই এ রকম হয়েছে।

আজব ব্যাপার

এসি-২ সোহাগ
ট্রেড ঃ আইটি এ্যাসিঃ
বিডি/৪৭৬২৬১

বাসায় চুরি হওয়ায় মালিক পুলিশের কাছে গিয়েছে মামলা করতে ঃ-

মালিক ঃ স্যার, গতকাল আমার বাসায় শুধুমাত্র টিভি ছাড়া সব কিছু চুরি হয়ে গেছে।
পুলিশ ঃ আজব ব্যাপার, টিভি চুরি হয়নি কেন?
মালিক ঃ কেমনে চুরি হবে স্যার, তখন তো আমরা টিভি দেখছিলাম!

পা মিলে না

এসি-২ শিশকাত
ট্রেড ঃ জিএস
বিডি/৪৭৬৯৬৬

আরটিএস থেকে সদ্য পাসিং আউট হওয়া একজন রিক্রুট কোন এক বিকাল বেলায় জানালার দিকে তাকিয়ে ছিলো। ঠিক সেই মুহূর্তে তিনটি মেয়ে পাশের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। সে মেয়ে তিনটির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। এরই মধ্যে সেখানে তার মা উপস্থিত হলো। ছেলের এমন অবস্থা দেখে মা মনে মনে ভাবলো ছেলে বড় হয়েছে। মেয়ে দেখে ভালো লাগতেই পারে। জিজ্ঞাসা করলো কিরে বাবা কি দেখছিস? জবাবে ছেলে বললো, মা মাঝের মেয়েটার পা মিলছে না!

ক্ষণকাল ও মহাকাল

এসি-২ ফরহাদ
ট্রেড ঃ সেক এ্যাসিঃ (জিডি)
বিডি/৪৭৬০৪৪

ইন্সট্রাক্টর ও ট্রেনিসের মধ্যে কথোপকথন ঃ-

ইন্সট্রাক্টর	ঃ	জিদান বল তো বাংলায় কাল কত প্রকার ও কী কী?
ট্রেনিস	ঃ	স্যার চার প্রকার।
ইন্সট্রাক্টর	ঃ	বলো দেখি!
ট্রেনিস	ঃ	গতকাল, সকাল, বিকাল ও আগামীকাল।
ইন্সট্রাক্টর	ঃ	তবে এর বাহিরেও আছে ক্ষণকাল ও মহাকাল।

সুবিধাবাদী

এসি-২ সুমনা
ট্রেড ঃ প্রডোস্ট
বিডি/৪৭৬২৪৩

স্যার ও ছাত্রের মধ্যে কথোপকথন ঃ-

স্যার ঃ রাখাল, বালক আর বাঘের গল্পটা পড়েছো?
ছাত্র ঃ হ্যাঁ স্যার, পড়েছি।
স্যার ঃ কী শিক্ষা নিতে পারি আমরা এ গল্প থেকে?
ছাত্র ঃ যতদিন আমরা মিথ্যা কথা বলবো ততদিন কিছু সুবিধাবাদী মানুষ আমাদের সাথে থাকবে। কিন্তু যেদিন থেকে সত্যি কথা বলা শুরু করবো ঐ সুবিধাবাদী মানুষগুলো আমাদের ধারে কাছে আর আসবে না।

দুই মাতাল বন্ধু

এসি-২ ইসমাইল
ট্রেড ঃ জিএস
বিডি/৪৭৬২১৮

দুই বন্ধু স্টোডিয়ামে ফুটবল খেলা দেখতে গিয়েছে। তারা দুজন ছিল মাতাল। এবার একটি টিম তার বিপক্ষ টিমকে গোল দিয়েছে। তখন ১ম মাতাল বন্ধু খুব জোরে চিৎকার করে বলে উঠলো ছক্কা ছক্কা। এটা শুনে আরেক মাতাল বন্ধু বলে উঠলো আরে গাধা তুই ছক্কা বলতেছিস কেন, ছক্কা এই খেলায় হয় নাকি। ছক্কা তো হয় ফুটবল খেলায়!

অবাক ভদ্রলোক

এসি-২ সালমান
ট্রেড ঃ সেক এ্যাসিঃ (একা)
বিডি/৪৭৬৮৬৮

ভিক্ষুক সাহায্যের জন্য রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন সময় এক ভদ্রলোক ও ভিক্ষুক-এর মধ্যে কথোপকথন ঃ-

ভিক্ষুক	ঃ	স্যার, একটু সাহায্য করুন।
ভদ্রলোক	ঃ	এই নাও এক টাকা।
ভিক্ষুক	ঃ	স্যার, আগেতো দশ টাকা দিতেন। তারপর দিতেন পাঁচ টাকা, এখন দিচ্ছেন এক টাকা।
ভদ্রলোক	ঃ	আগে অবিবাহিত ছিলাম। এখন বিয়ে করছি। কদিন হলো একটি সন্তানও হয়েছে।
ভিক্ষুক	ঃ	ছি! ছি! আমার পাওনা টাকায় আপনি সংসার চালাচ্ছেন।
ভদ্রলোক	ঃ	বেহুশ!

দেখে লেখা

এসি-২ রাজিব
ট্রেড ঃ জিএস
বিডি/৪৭৬৯৭৪

পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর দুই বন্ধুর কথোপকথন ঃ-

প্রথম বন্ধু	ঃ	বন্ধু পরীক্ষা কেমন হলো?
দ্বিতীয় বন্ধু	ঃ	আজ তো আমি সাদা খাতা জমা দিয়ে এসেছি। তুই?
প্রথম বন্ধু	ঃ	আমিও তো সাদা খাতা জমা দিয়ে এসেছি।
দ্বিতীয় বন্ধু	ঃ	তাহলে তো স্যার মনে করবে আমরা একে অপরেরটা দেখে দেখে লিখেছি!

অনুবাদ

এসি-২ রাজন
ট্রেড ঃ এডমিন এ্যাসিঃ
বিডি/৪৭৬২২৯

ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে কথোপকথন ঃ-

শিক্ষক	ঃ	আচ্ছা, ইংরেজীতে অনুবাদ করো- মাখন লাল সরকার ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মামা ছিলেন।
ছাত্র	ঃ	Butter Red Government was Double Mother of God Moon Education Sea.
শিক্ষক	ঃ	বেহুশ!

ফাঁসি

এসি-২ সাব্বির
ট্রেড ঃ সেক এ্যাসিঃ (একা)
বিডি/৪৭৬২৬০

পুলিশ	ঃ	আগামীকাল তোর ফাঁসি।
আসামি	ঃ	কিন্তু স্যার, আমার ফাঁসি তো আরোও একমাস পরে হওয়ার কথা।
পুলিশ	ঃ	জেলার সাহেব বলল, তুই নাকি ওনার গ্রামের লোক, তাই তিনি বললেন তোর কাজটি আগে করে দিতে!

Fine! Thank you sir.

এসি-২ খাদেমুল
ট্রেড ঃ ইঞ্জিন ফিটার
বিডি/৪৭৬৮৪৩

ট্রেনিং করে অনেকদিন পর যখন ছেলের সাথে দেখা হয় তার বাবা-মায়ের।

ছেলে ঃ আসসালামু আলাইকুম স্যার।
বাবা ঃ ওয়ালাইকুমুসসালাম। কেমন আছো বাবা?
ছেলে ঃ Fine! Thank you sir.
বাবা ঃ কিরে কী হয়েছে তোর? মাথা খারাপ হয়েছে নাকি তোর?
ছেলে ঃ No sir.
বাবা ঃ তোর শরীর খারাপ। চল ডাক্তারের কাছে চল। ডাক্তার দেখাই তোকে।
ছেলে ঃ Excuse me sir, I am fine sir.
বাবা ঃ বেহুশ!

লজ্জা করে

এসি-২ সুকতার
ট্রেড ঃ লগ এ্যাসিঃ
বিডি/৪৭৬১৪৬

বাবা আর ছেলে একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

ছেলে ঃ ওরা কি খায় বাবা?
বাবা ঃ চা।
ছেলে ঃ না, চামুনা বাবা, চাইতে লজ্জা করে।

জরুরি আলাপ

এসি-২ শান্ত
ট্রেড ঃ প্রডোস্ট
বিডি/৪৭৬০৬১

তুশি ও তিশার মধ্যে কথোপকথন ঃ-

তুশি ঃ তিশা, তুই আমাকে ঠিক সকাল ১০ টায় ফোন দিস তো। তোর সঙ্গে জরুরি আলাপ আছে।
তিশা ঃ আচ্ছা! তাহলে, তুই আমাকে ঠিক ৯ টা ৫৯ মিনিটে ফোন দিয়ে মনে করিয়ে দিস।

অবাক শিক্ষক!

এসি-২ পারভেজ
ট্রেড ঃ লগ এ্যাসিঃ
বিডি/৪৭৬১৩৭

ক্লাস শুরুর প্রথম দিন পরিচয় পর্বে শিক্ষক এক ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ-

শিক্ষক	ঃ	তোমার বাবার নাম কী?
ছাত্র	ঃ	Father's
শিক্ষক	ঃ	কি বাবার নাম কখনো Father's হয় নাকি?
ছাত্র	ঃ	হ্যাঁ স্যার, Father মানে আব্বা আর s তো স। আর আমার বাবার নাম হলো আব্বাস।
শিক্ষক	ঃ	আচ্ছা বলতো, তোমার মায়ের নাম কি?
ছাত্র	ঃ	I No. I মানে আমি আর No মানে না। আমার মায়ের নাম আমিনা।
শিক্ষক	ঃ	!!!

Black & White

এসি-২ সুমন
ট্রেড ঃ সেক এ্যাসিঃ (একা)
বিডি/৪৭৬১০২

শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কথোপকথন ঃ-

শিক্ষক	ঃ	তোমাদের মধ্যে কেউ বলতে পারবে এই পৃথিবীর সব থেকে প্রাচীন প্রাণীর নাম কি?
ছাত্র	ঃ	স্যার জেব্রা।
শিক্ষক	ঃ	কেনো কেনো জেব্রা কেনো?
ছাত্র	ঃ	স্যার, আমরা জানি যে পুরোনো মানেই Black & White আর দেখাই তো যাচ্ছে জেব্রা Black & White.

চশমা ছাড়া ওজন

এসি-২ আল ইমরান
ট্রেড ঃ লগ এ্যাসিঃ
বিডি/৪৭৬২২৪

ডাক্তার ও রোগীর মধ্যে কথোপকথন ঃ-

ডাক্তার ঃ আপনার ওজন কত?
রোগী ঃ চোখে চশমা দিলে ৭৫ কেজি স্যার।
ডাক্তার ঃ অবাক হয়ে, আর চশমা ছাড়া ওজন কত?
রোগী ঃ আমি তো চশমা ছাড়া দেখতে পারি না স্যার!

দরজা মাথায়

এসি-২ তুষার
ট্রেড ঃ ইএন্ডআই ফিটার
বিডি/৪৭৫৮০৮

একদিন বল্টু বাজারে যাচ্ছিলো। কিন্তু সে তার ঘরের দরজা মাথায় নিয়ে যাচ্ছিলো। এটা দেখে জনৈক ব্যক্তি ও বল্টুর মধ্যে কথোপকথন ঃ-

ব্যক্তি ঃ কিরে বল্টু ! দরজা মাথায় নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস?
বল্টু ঃ কী আর বলবো দুঃখের কথা! দরজা দিয়ে ঘরে চোর ঢুকে, তাই দরজা সাথে নিয়ে এসেছি!!

ব্যাংক লোন

এসি-২ আল-আমিন
ট্রেড ঃ রেডিও ফিটার
বিডি/৪৭৬২১১

শিক্ষক ঃ বল তো ছটকু, তোমার বাবা শতকরা ১০ টাকা হার সুদে ৫০০ টাকা ব্যাংক থেকে লোন নিলেন। এক বছর পর ব্যাংকে কত টাকা দেবেন?
ছটকু ঃ কোনো টাকাই দেবেন না, স্যার ।
শিক্ষক ঃ গাধা! এখনো এই অংক জানো না।
ছটকু ঃ আমি অংক জানি, কিন্তু আপনি আমার বাবাকে জানেন না স্যার!

পানি শূণ্যতা

এসি-২ শালীন
ট্রেড ঃ লগ এ্যাসিঃ
বিডি/৪৭৬২৮৪

বল্টুর পানি শূণ্যতা দেখা দেওয়াতে সে ডাক্তার-এর কাছে যায়।

ডাক্তার ঃ আপনাকে দৈনিক ১০ থেকে ১২ গ্লাস পানি খেতে হবে।
বল্টু ঃ সে তো সম্ভব নয় স্যার।
ডাক্তার ঃ কেন বল্টু?
বল্টু ঃ স্যার আমার ঘরে মোট ৪ টা গ্লাস আছে।

আমি যদি হতাম

এসি-২ মেহেদী
ট্রেড ঃ সেক এ্যাসিঃ (একা)
বিডি/৪৭৬৮৮৯

স্বামী ঃ আমি যদি শাহাজাহান হতাম, তোমার জন্য তাজমহল বানাতাম।
আমি যদি আর্মস্ট্রং হতাম, তোমার জন্য চাঁদ জয় করতাম।
স্ত্রী ঃ আর যদি রাখাল হতে?
স্বামী ঃ তোমার জন্য ঘাস কাটতাম!

অপারেশন

এসি-২ রিমন
ট্রেড ঃ আর্মামেন্ট ফিটার
বিডি/৪৭৬০২৫

সহকারীকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন একজন চিকিৎসক।

চিকিৎসক ঃ আচ্ছা বল তো, অপারেশনের আগে রোগীকে অজ্ঞান করা হয় কেন?
সহকারী ঃ এতো খুব সোজা প্রশ্ন স্যার, রোগী জেগে থাকলে অপারেশন কীভাবে করতে হয় সেটা শিখে ফেলবে। আর পরে সে নিজে ডাক্তারখানা খুলে আপনাকে পথে বসাবে!

শিক্ষক ও ছাত্র

এসি-২ মোঃ জাহিদ
ট্রেড ঃ রেডিও ফিটার
বিডি/৪৭৬৯০৪

শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কথোপকথন ঃ-

শিক্ষক ঃ গ্রামার কাকে বলে?
ছাত্র ঃ যে লোক গ্রামে বাস করে তাকে গ্রামার বলে। লোকটি যদি বাঙালি হয় তাহলে তাকে বাংলা গ্রামার বলে আর যদি ইংরেজ হয় তাকে ইংরেজি গ্রামার বলে।

প্রতিচ্ছবি

এসি-২ সালমান
ট্রেড ঃ সেক এ্যাসিঃ (একা)
বিডি/৪৭৬৮৬৮

এক পাগল আয়নার সামনে বসে, নিজেকে দেখছে আর চিন্তা করছে। লোকটারে আগে কোথায় যেন দেখছি। কিছুক্ষণ পরে নিজেই বলে উঠলো, ওহ! কাল একসাথে বসেই তো সেলুনে চুল কাটালাম।

নারিকেল গাছে ঘাস

এসি-২ নাইন্থ
ট্রেড ঃ রেডিও ফিটার
বিডি/৪৭৫৯৬১

মালিক ঃ এই বল্টু তুই আমার নারিকেল গাছে উঠেছিস কেন?
বল্টু ঃ গরুর জন্য ঘাস কাটতে উঠেছি।
মালিক ঃ তোর কি মাথা খারাপ, নারিকেল গাছে ঘাস পাবি কই?
বল্টু ঃ ঘাস পাইনি তাই তো নামছি।

পরের দিন বল্টু আবারও গেল চুরি করতে। আবারও মালিক দেখে ফেলল।

মালিক ঃ তুই আবার গাছে উঠলি কেন?
বল্টু ঃ না, কাল ঘাস কাটার কাচিটা ফেলে গেছিলাম।

ভয়ানক প্রাণী

এসি-২ শাওন
ট্রেড ঃ রেডিও ফিটার
বিডি/৪৭৫৮৩৪

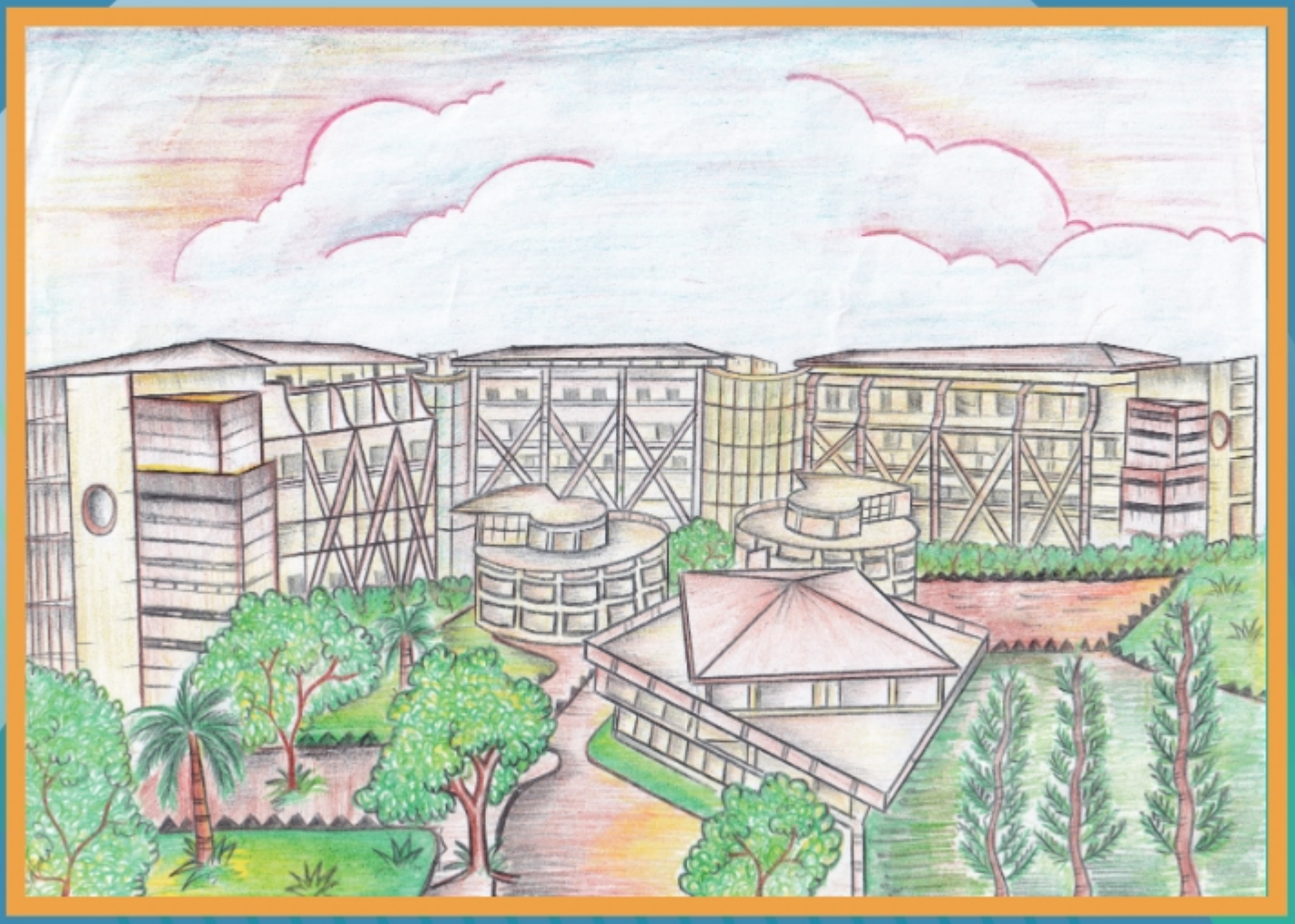
শিক্ষক ঃ মন্টু বল তো কোন প্রাণী বেশি ভয়ানক?
মন্টু ঃ স্যার, মশা।
শিক্ষক ঃ কেন? বাঘ কেন হবে না?
মন্টু ঃ স্যার বাঘকে আমরা খাঁচার মধ্যে আটকে রাখতে পারি আর মশার ভয়ে আমরা নিজেরাই খাঁচার (মশারি) মধ্যে ঢুকে থাকি।



অঙ্কনে ঃ-
এসি-৪ কিশোর
স্কুল ঃ জগন্নাথ স্কুল
রিভি/৪৭৬২৯০



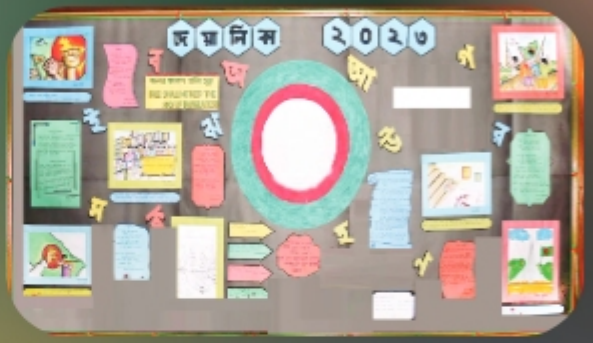
অঙ্কনে ঃ-
এসি-৩ সাজীদা
স্কুল ঃ লগ এসিঃ
রিভি/৪৭৬১৮৪



অঙ্কনে ঃ-
এসি-৩ ঘুমোপ
স্কুল ঃ রেডিও স্টেশন
রিভি/৪৭৫৮০৯


দেয়ালিকা মে ২০২৩


দেয়ালিকা জুন ২০২৩


দেয়ালিকা ২০২৩


দেয়ালিকা মে ২০২৩
সুবর্ণ
প্রতিভাই
AIRMEN TRAINING INSTITUTE


দেয়ালিকা • অক্টোবর-২৩
ভাল শুরুদের দেশপ্রেম


দেয়ালিকা নভেম্বর-২৩


ডিসেম্বর 2023